উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় কুমারীর জন্য বহু সম্পদ ঐশ্বর্য্য ও দাস দাসী প্রেরণ করিলেন। সেই অরণ্যেই কুমারীর অবস্থিতির জন্য সুশোভন অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কিছু কালের মধ্যে উক্ত অরণ্যানী নগরীতে পরিণত হইল। ঈশ্বরগতপ্রাণ নৃপতুহিতার কোন বিষয়ের অভাব রহিল না। এই ভাবে কিছু দিন গত হইলে, একদা বাদসাহ, কন্যা মৃত না জীবিত, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে কন্যা অরণ্যে এরূপ মহা সম্পদ ভোগ করিতেছেন যে তাঁহার রাজনিকেতনে থাকিয়াও কখন করেন নাই, তখন চিন্তিত হইয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বচক্ষে দেখিয়া আরও চমৎকৃত হইলেন। অন্তঃপুরে যাইয়া কন্যাকে দেখিলেন। তখন কুমারী বিনম্র ভাবে পিতার চরণ বন্দনা ও যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া স্নেহ ভরে বারংবার দুহিতার শির চুম্বন করিতে লাগিলেন। প্রীতিও বাৎসল্যের সহিত তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বভবনে লইয়া আসিলেন। তদবধি বাদসাহের দৃঢ় বিশ্বাস হইল 'ঈশ্বরই সকলের সহায় এবং সুখ সম্পদের প্রেরয়িতা। মনুষ্য কাহাকে সুখ দান করিতে পারে না এবং কাহার সুখ হরণ করিতে পারে না।' কন্যা ইহতে এই দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন।

মনোবিজ্ঞান।

বাবহিতবাদ মতাবিলম্বীরা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে এক শ্রেণী বলেন মন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জড় জগত উপলব্ধি করে না, কেবল উহার অনুকৃতি মাত্র উপলব্ধি করে; যেমন গালার উপর মোহরের ছাপ দিলে সেই ছবি যেমন প্রকৃত মোহর নয় কিন্তু মোহরের প্রতিকৃতি মাত্র। সেইরূপ আমাদের যখন জড় জগতের প্রত্যক্ষ হয় তখন প্রকৃত জড়ের অনুভব হয় না কিন্তু জড়ের প্রতিকৃতি মাত্র অনুভব হয়। কেহ কেহ বলেন মূর্ত্তের এবং অমূর্ত্তের ধর্ম্ম সকলের সত্তা প্রমা দ্বারা আমরা সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে অবগত হই, কিন্তু জড়ের সত্তা আমরা আন্তরিক জ্ঞান হইতে অনুমান করিয়া লই। এইরূপ আরও অনেক ব্যবহিত বাদের মত আছে।

ফলতঃ মন অমূর্ত্ত হইয়াও কিরূপে জড় জগতের জ্ঞান লাভ করে; জড় যে শরীর তাহার অবস্থার পরিবর্ত্ত হইলে তাহার মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন কেন হয় এবং মন ও শরীরের সম্বন্ধ কি প্রকার এই সকল বিষয়ের সদুত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা এই মাত্র জানি যে মন মূর্ত্তি বিহীন হইয়াও এবং দূরে থাকিয়াও মূর্ত্তি বিশিষ্ট জগতের জ্ঞান লাভ করে এবং শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেই মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ইহার অতিরিক্ত কোন কারণ জানিবার উপায় নাই। তবে শরীরের কোন কোন অংশকে মানসিক কার্য্যের সহিত বিশেষ ভাবে সম্বদ্ধ দেখা যায়।

মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশী এই গুলি সেই মানসিক কার্য্য নির্ব্বাহক অংশ দিগের মধ্যে প্রধান। চিন্তা, কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতি কার্য্যে মস্তিষ্ক বিশেষ সাহায্য করে। ইহার কতক গুলি প্রমাণও দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রমাণ, চিন্তাদির আতিশয্য হইলে মস্তিষ্কে পীড়া অনুভব করা যায়। দ্বিতীয় প্রমাণ, গুরুতর আঘাত কিংবা অন্য কোন কারণে মস্তিষ্কের ক্ষতি হইলে প্রায় এই সকল মানসিক কার্য্যেরও বিরাম হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রমাণ জ্বর বিকার প্রভৃতি রোগের সময় মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইলে চিন্তা, কল্পনা, প্রভৃতিও বিকৃত হইয়া যায়—এই অবস্থায় লোকে প্রলাপ বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয়। স্নায়ু ইংরাজীতে ইহাকে Nerve বলিয়া থাকে। মনের ভাব বহন করা স্নায়ুর প্রধান কার্য্য। স্নায়ু দুই প্রকার, অন্তর্ব্বাহক ও বহির্ব্বাহক। যে সকল স্নায়ু ইন্দ্রিয়ানীত বহির্জগতের ভাব সমুদয়কে মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহাদিগকে অন্তর্ব্বাহক; আর যে সকল স্নায়ু মনের ইচ্ছা, সুখ, প্রভৃতি ভাবকে বাহিরে বহন করিয়া থাকে তাহাদিগকে বহির্ব্বাহক স্নায়ু বলে। এই দুই প্রকার স্নায়ুর সংযোগে ভাব সকল সর্ব্বদা গতায়ত করিতেছে। যেমন; একটী সুন্দর পুষ্প আমার চক্ষের সম্মুখে আসিল, সেই পুষ্পের জন্য আমার চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের যে পরিবর্ত্তন হইল, সেই পরি-

বর্ত্তনের ভাব চক্ষুস্থিত অন্তর্ব্বাহক স্নায়ু সংযোগে মস্তিষ্কে উপনীত হইল। তখন মনের পুষ্প জ্ঞান হইল। সেই জ্ঞান হওয়াতে মনের ইচ্ছা নামক যে ভাব জন্মিল, কতক গুলি বহির্ব্বাহক স্নায়ু সেই ভাবকে বহন করিয়া হস্তস্থিত পেশী সমূহে আনিয়া উপনীত করিল। পেশী সকলের কার্য্য আরম্ভ হইল; অর্থাৎ সেই পুষ্পের দিকে হস্ত অগ্রসর হইল।

পেশী সকল মনের কার্য্য নির্ব্বাহক যন্ত্র দিগের মধ্যে অপর একটি প্রধান অংশ, শরীরের গতি নিষ্পাদন করা পেশীদিগের প্রধান কার্য্য। এই সকল পেশী সূত্রাকার, সূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষের সমষ্টি। এই সকল পেশীর সংকোচন শক্তি আছে এই জন্যই অবস্থা বিশেষে ইহারা সংকোচিত এবং প্রসারিত হয়। পেশীদিগের কার্য্য দুই প্রকার প্রথম মনের অধ্যবসায় মূলক, দ্বিতীয়তঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত। যেমন, এই পুস্তক খানি ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলাম। ইহার মধ্যে দেখা যাইতেছে যে প্রথমে এই পুস্তক খানি লইবার ইচ্ছা হইল, পরে মন ভাব গ্রহণ করা যাউক এইরূ অধ্যবসায় করিল, হস্তস্থিত বহির্ব্বাহক স্নায়ু সকল অধ্যবসায়ের সেই ভাব হস্তস্থিত পেশী সকলে আনিয়া উপস্থিত করিল, অমনি পেশী সকল প্রসারিত হইল। এই স্থলে পেশী সকলের কার্য্য মনের অধ্যবসায় রূপ কার্য্য নিবন্ধনই হইল, কিন্তু চক্ষের পলক পড়ান নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া ও পাক স্থানীয় কার্য্য প্রভৃতি কতিপয় স্থলে পেশী সকল মনের অধ্যবসায়ের অপেক্ষা না রাখিয়াই কার্য্য করে। এইজন্য এই সকল কার্য্যকে স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্য্য বলে, এই দুই প্রকার কার্য্যকে ইংরাজীতে Voluntary and involuntary action বলে।

তৃতীয় অধ্যায়।

শরীর এবং মনের সম্বন্ধ এবং কার্য্য বিষয়ে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা হইল। সম্প্রতি মনের অনুভূতি স্মৃতি প্রভৃতি কার্য্য সকলের বিশেষ বিশেষ বিবরণ করিবার অবসর উপস্থিত হইল। তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা যাইতেছে। দ্বিতীয়

অধ্যায়ে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের স্বভাব, ধর্ম্ম ও প্রভেদ বিষয়ে আলোচনা করা গিয়াছে। এই আলোচনা উপলক্ষে মূর্ত্তবাদী অর্থাৎ Materialist এবং অমূর্ত্তবাদী অর্থাৎ Idealist এবং উভয় বাদী অর্থাৎ Dualist এই কয় সম্প্রদায়ের মত ও বিবাদ বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। পরস্পরের বিবাদ থাকিলেও মূর্ত্ত বিষয়ক জ্ঞান ও অমূর্ত্ত বিষয়ক জ্ঞান যে বিভিন্ন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। স্থান-ব্যাপ্তি এই প্রভেদের প্রধান কারণ। মূর্ত্ত বিষয়ক সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যেই স্থান-ব্যাপ্তি সংস্কার অর্থাৎ Notion of extention গূঢ় ভাবে নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু অমূর্ত্ত কোন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে এরূপ সংস্কার দেখা যায় না। মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে কতক গুলি ধর্ম্ম ব্যতীত তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইবার আমাদের কোন উপায় নাই। জড়ের ধর্ম্ম দুই প্রকার, মুখ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ Primary Qualities এবং গৌণ ধর্ম্ম অর্থাৎ Secondary Qualities বলে। যে ধর্ম্ম বস্তুর স্বভাবগত ও অপরিবর্ত্তনীয় তাহাকে মুখ্য ধর্ম্ম বলে; যেমন জড়ের বিস্তৃতি, বিভাজ্যতা, প্রতিঘাত ক্ষমত্ব, প্রভৃতি। আর জড়ের অস্থির ধর্ম্ম সকলকে গৌণ ধর্ম্ম বলে যেমন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি। মনের ধর্ম্ম সকলকে আপাতত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, শক্তি এবং বৃত্তি অর্থাৎ faculty and capacity. যে অবস্থায় মন সচেষ্ট হইয়া কার্য্য করে, সেই অবস্থাকে শক্তি বা faculty আর যে অবস্থায় মন নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল সহ্য করে, তাহাকে বৃত্তি বা capacity বলে। পরে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া মনোবিজ্ঞান বেত্তাদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ হইয়াছে। এই বিষয়ে যত প্রকার মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে "ব্যবহিত বাদ" এবং "অব্যবহিত বাদ"। ফলতঃ জড় এবং আত্মার সম্বন্ধ কি? শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কেন? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেবল এই মাত্র বলা যায় যে জগদীশ্বর শরীর, মনের এমনি নিগূঢ় যোগ স্থাপন করিয়াছেন যে একের পরিবর্ত্তন হইলে অপরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। শরীরের সহিত মনের ঠিক সম্বন্ধ কি যদিও বলা যায়

না, কিন্তু শরীরের কোন কোন অংশ কার্য্য বিষয়ে মনের সহায়তা করে তাহা এক প্রকার বলা যায়। মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ও পেশী এই গুলি সেই অংশ গুলির মধ্যে প্রধান। মস্তিষ্ক মনের অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি কার্য্যের প্রধান যন্ত্র, স্নায়ু সকল ভাব বহন করে এবং পেশী সকল শরীরের গতি নিষ্পাদন করে। ইহাদের বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না।

অনুভূতি।

মনের জ্ঞানের অবস্থার মধ্যে অনুভূতি প্রথম। আমি এই পেন্‌সিলটি দেখিলাম অর্থাৎ চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার এই পেন্সিলের জ্ঞান হইল। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে কি দেখা যায়? আমরা দেখিতে পাই যে এই পেন্‌সিলটি প্রথমে আমার চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিল তন্নিবন্ধন সেই ইন্দ্রিয়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, চক্ষুঃস্থিত অন্তর্ব্বাহক স্নায়ু সকল সেই পরিবর্ত্তনের ভাবকে মস্তিষ্কে লইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল এবং অমনি এই বাহ্য পদার্থকে সেই পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া জানিলাম। এই সমুদায় প্রক্রিয়াকে পেন্‌সিলের অনুভূতি বলা যায়। এখন দেখা যাইতেছে যে এই প্রক্রিয়াকে বেশ দুইটি ভাগে বিভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম আন্তরিক, দ্বিতীয় বাহ্যিক। মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন, অনুভূতির আন্তরিক অবস্থা এবং বহির্বিষয়ের সত্তা এবং উপস্থিতির উপলব্ধি বা অনুভূতির বাহ্যিক অবস্থা। এই দুই অবস্থাকে ইংরাজীতে perception and Sensation বলে। বাঙ্গালায় ইহাদিগকে প্রতিবোধ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যাইতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী।

সেই শিক্ষা প্রণালীই উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট, যদ্দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। স্ত্রীলোক দিগকে শিক্ষা দেওয়ার কেবল এই লক্ষ্য যে তাঁহারা যে কেবল সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি সাধারণ বিদ্যায় বুৎপন্ন হইবেন তাহা নহে, কিন্তু কন্যা, ভগিনী, ভার্য্যা ও মাতার পদের উপযুক্ত হইয়া ঐ সকল সম্বন্ধের কর্ত্তব্য সাধন করিতে সক্ষম হইবেন এবং জন-সমাজে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালন করিবেন। যে শিক্ষা প্রণালী দ্বারা

এই সাধারণ ও বিশেষ উন্নতি সম্পাদিত হয়, তাহাই স্ত্রীশিক্ষা পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অবলম্বনীয়। সাধারণ বিদ্যা সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের অধিকার প্রায় সমান; কেবল এই মাত্র বিভিন্নতা যে পুরুষেরা জ্ঞান গিরির অতি উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পারেন এবং কি সাহিত্য কি বিজ্ঞান সমুদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বের মধ্যে নিমগ্ন হইতে পারেন, নারী জাতির পক্ষে অল্পতর পরিমাণে বিদ্যাধিকার স্বীকার করিতেই হইবে। যত টুকু তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির নিতান্ত আবশ্যক, সেই টুকু উপার্জ্জন করিলেই হইল। অতি কঠিন ও কঠোর বিদ্যা সকল সাধনার্থ মস্তিষ্ক বিলোড়ন করা স্ত্রী প্রকৃতি বিরুদ্ধ। দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত একাগ্র চিত্তে কেবল দুই একটী তত্ত্বের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে।

অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে এবং অল্প সময় মধ্যে তাঁহাদের আবশ্যক মত জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। নারী কুলে ২।৫ জন অবশ্যই এই নিয়মের বশবর্ত্তিনী না হইয়া নিগূঢ় সত্যের আলোচনায় সমস্ত জীবন যাপন করিবেন। ইংলণ্ড ও অন্যান্য সভ্য দেশে এরূপ অসাধারণ বিদ্যাবতী নারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এদেশ সম্বন্ধে ও আমরা আশা করিতে পারি যে লীলাবতীর ন্যায় কেহ কেহ বর্ত্তমান কালে অঙ্ক বিদ্যায় পুরুষদের ন্যায় কিম্বা তদপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইবেন। কেহ আকাশের গ্রহ তারা, কেহ বা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া ভারত ভূমিতে কীর্ত্তি স্তম্ভ রাখিয়া যাইবেন। কিন্তু এরূপ অসামান্য পাণ্ডিত্য সহস্রের মধ্যে দুই এক জনের জীবনে সম্ভব। সাধারণ স্ত্রীজাতির পক্ষে অল্প উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃতির নিয়ম। একে তাহাদের স্বভাব কোমল সুতরাং কঠোর মানসিক ব্যায়ামের পক্ষে অনুপযুক্ত, তাহাতে আবার নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে ভারগ্রস্ত হওয়াতে এবং সন্তান পালন প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের কেবল বিদ্যাভ্যাস জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সাধারণ বিদ্যার এই এই অঙ্গ আমরা স্ত্রী জাতির শিক্ষার উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি, যথা সাহিত্য—গদ্য এবং পদ্য, ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞান, রচনা, ও ব্যাকরণ।

পদ্যে—স্ত্রীজাতির বিশেষ অধিকার, তৎপাঠে যাহাতে হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব সকল প্রস্ফুটিত হয় এমন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইতিহাস ও ভূগোল শিখাইবার সময় কেবল কতকগুলি ঘটনা ও নাম ছাত্রীর কণ্ঠস্থ করা না হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা সমুদায়ের গূঢ় তাৎপর্য্য ও পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, এবং মানচিত্র সহকারে পৃথিবীর দেশ নগরাদি এরূপে দেখাইয়া দেওয়া উচিত যেন সম্বন্ধে উহা সর্ব্বদা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়। গণিত মধ্যে ত্রৈরাশিক, সুদ কসা, প্রভৃতির সঙ্কেত যাহা সংসার কার্য্যে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়, তাহা ছাত্রীদিগের যে কেবল বিশেষ রূপে জানা উচিত তাহা নহে, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা উহা এমনি আয়ত্ত করিতে হইবে যে অতি অল্প সময় মধ্যে অঙ্কের মীমাংসা করিতে পারেন। শুভঙ্করের সঙ্কেত এ সম্বন্ধে সহোপকারী। বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যে সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান ও দয়ার কৌশল দেখাইয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। দেখা গিয়াছে সহস্র যুক্তি তর্কে এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠে যাহাদের উপকার না হয়, জল কিংবা বায়ুর একটী সামান্য তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিলে তাহাদের মন অনায়াসে ধর্ম্ম-পরায়ণ ও ঈশ্বরপ্রেমিক হয়। যাহাদের হস্তে বিজ্ঞান শিক্ষার ভার আছে, তাহারা মনে করিলে গুরুর ন্যায় ছাত্রীহৃদয়ে সহজে ধর্ম্ম ভাব অঙ্কুরিত করিতে পারেন। ব্যাকরণের দীর্ঘ দীর্ঘ সূত্র মুখস্থ করা অতি কদর্য্য অভ্যাস, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ বোধ হওয়া স্বাভাবিক ও বিধেয়। রচনাতে ব্যাকরণের জ্ঞান পরীক্ষিত ও পরিপক্ক হয়। অতএব রচনা সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ও ব্যাকরণ সঙ্গত হইবে, শিক্ষক ও ছাত্রীর এরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিবে। কেবল শুদ্ধ হইলেই যে রচনা ভাল হয়, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। অভিধানের বড় বড় দীর্ঘাকার শব্দ ব্যবহার করা আজ কাল কি ছাত্র কি ছাত্রী অনেকেরই একটী বিশেষ দোষ, এমন কি ভারি কথা প্রয়োগ না করিলে রচনার পাণ্ডিত্য হয় না, অনেকে এরূপ মনে করেন। এ ভ্রান্তি শীঘ্র দূর করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদের পক্ষে সরল ও সুললিত ভাষাই অবলম্বনীয়।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীগণ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সভ্যতার ইতিবৃত্ত লেখক বকল সাহেবের মত।

যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানবত্তার জন্য অতি সুপ্রসিদ্ধ, কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের মত কি, আলোচনা করা আবশ্যক। কেন না তাঁহারা জ্ঞান বলে একটি বিষয়ের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় যেরূপ বুঝিতে পারেন, সাধারণে সেরূপ বুঝিতে পারে না। আমরা মধ্যে মধ্যে পাঠিকাগণের অবগতির জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের মত আলোচনা করিয়াছি, আজি যাঁহার মতের বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইনি এক জন সামান্য লোক নহেন। ইহার রচিত গ্রন্থে ইনি যেরূপ বহুদর্শিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, অতি অল্প গ্রন্থকারকে তদ্রূপ দেখা যায়। শারীরিক দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন ইনি কোন পাঠশালায় পাঠ করিতে পারেন নাই, অথচ নিজের অধ্যবসায়ে সহস্র সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর রচিত ইতিবৃত্ত ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহে সত্য, কিন্তু অনেক বিষয়ে এই গ্রন্থখানিকে অদ্বিতীয় বলা যাইতে পারে। বকল যদিও বলেন, তিনি কম্‌ট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় অনেক স্থলে কম্‌টের ছায়া বকলের লেখার উপরে নিপতিত হইয়াছে স্পষ্ট প্রতীত হয়। ইহা বলিয়া আমরা একথা বলিতে চাই না, বকলের নিজের কোন উদ্ভাবনী শক্তি বা প্রতিভা ছিল না, বরং আমরা ইহা দ্বারা এই বলিতে চাই যে তিনি নিজে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, অনেক স্থলে কম্‌টের লেখার সাহায্যে তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে। কম্‌ট হইতে ইহাঁর সুমহৎ প্রভেদ এই, ইনি ঈশ্বরতত্ত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসী এবং পরলোকে ইহাঁর বিশ্বাস গভীরতর। ইনি বিজ্ঞানের শুষ্ক উপরিভাগে বিচরণ করিতে সন্তুষ্ট নহেন, উহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে নিয়ত ব্যাকুল।

বকলের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কি মত তাহা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার একটি বিশেষ মতের বিষয় উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। বকল মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা মানেন না। তিনি বলেন মনুষ্য কেবলই অবস্থার দাস। তিনি যখন যাদৃশ দেশ কাল অবস্থার অধীন হন, তখন সেইরূপে নিয়মিত হন,

তাঁহার একপদও স্বাধীন ভাবে আপনাকে অগ্রসর বা পশ্চাদ্‌গামী করিবার সাধ্য নাই। মনুষ্য সমাজে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, এই নিয়মের পরতন্ত্র হইয়া হইতেছে। আত্মহত্যা চুরি, ডাকাতী প্রভৃতি অপরাধ, বিবাহাদি সমুদায় অনুষ্ঠান, সংক্ষেপতঃ মনুষ্যের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া এই অখণ্ড নিয়মদ্বারা শাসিত; সুতরাং বৎসর বৎসর তাহাদিগের সংখ্যাও একই হইবে। মনুষ্য স্বভাবতঃ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসে কার্য্য করে এটী তাঁহার মতে ভ্রম। আশ্চর্য্য, যিনি মনুষ্য হৃদয়ের উপরে অবিচলিত বিশ্বাস বশতঃ একমাত্র তাহারই প্রদত্ত প্রমাণের উপরে পরলোকের বিশ্বাস অকাট্য বলিয়া সংস্থাপন করিলেন তিনিই অগ্রে মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক জ্ঞানের অবমাননা করিয়াছেন। (১) অসত্য আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়া ফেলে। নচেৎ এমন সকল বুদ্ধিমান্ লোকের নিজের কথায় নিজের নির্দ্ধারণ কেন খণ্ডিত হইবে? নিয়ম এবং স্বাধীনতা এস্থলে দুয়েরই আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য হয়, বকল তাহা করিতে পারেন নাই বলিয়াই ঈদৃশ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

যাউক, আর অবান্তর বিষয়ে বাক্য ব্যয় না করিয়া আমরা এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। বকল সম্পন্ন লোকের সন্তান। তাঁহার মাতা তাঁহার শিক্ষার প্রধান সহায়ক ছিলেন। তাঁহার মাতা যেমন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে নিয়ত ব্যাকুল ছিলেন, তিনিও তেমনি মাতার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি বকলকে সর্ব্বদাই প্রোৎ সহিত করিতেন এবং বলিতে হইবে তাঁহারই প্রোৎসাহে তিনি খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ান, তখন সন্তান "ইতিবৃত্ত" প্রচার দ্বারা খ্যাতি লাভ করেন, এইটী দেখিয়া মরিবার জন্য তিনি নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে বকল স্ত্রীজাতির নিকটে কত দূর

(১) ইহাঁর বিরচিত সভ্যতার ইতিবৃত্ত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মুদ্রিত হয়। ১৮৫৯ অব্দের মে মাসে ইনি মিলের স্বাধীনতা বিষয়ক গ্রন্থের যে সমালোচনা করেন, তাহারই মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং দুই বৎসর পরে ইনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বলেখার মূলকে খণ্ডিত করিয়াছে।

ধনী ছিলেন, এবং তাঁহাদের গুণাগুণের বিষয় তিনি কত দূর বিচার করিতে সমর্থ। ১৮৫৮ সালের ১৯ মার্চ্চ শুক্রবার তিনি "রয়াল ইনষ্টিটিউসনে" "জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির ক্ষমতা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। এটি "ফ্রেজারস্ ম্যাগাজিন" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বকলের মৃত্যুর অন্তে প্রচারিত গ্রন্থ মধ্যে এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বকল ইতিবৃত্তে যত দূর গভীরতা, বিদ্যাবত্তা এবং বহুদর্শিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, একথা বলা বাহুল্য।

তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানের বিভাগ এবং সেই জ্ঞান লাভের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত—বিজ্ঞান এবং শিল্প। এই জ্ঞান লাভের প্রণালীও দুইটি—নিষ্কর্ষণ (Induction) এবং নিষ্ক্রামণ (Deduction) বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য সত্য—কি ঘটিবে অগ্রে বলিয়া দেওয়া উহার কার্য্য, সুতরাং বিজ্ঞান যে সকল পদার্থের বিষয়ে বিচার করে, তাহাদিগের কার্য্য অগ্রে বলিয়া দিতে পারে। শিল্পের উদ্দেশ্য সুখ বর্দ্ধন অথবা ব্যবহার সৌকর্য্য। ঘটনা সকলের পরিবর্ত্তন সাধন উহার কার্য্য। সুতরাং উহা যে সকল পদার্থ লইয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকে মানবগণের অধীন করে। যাহা বলা গেল, তাহা একটি অতি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের পাঠিকাগণকে বুঝাইয়া দিতে হইতেছে। জল এবং তাপ এদুয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, ইহাদিগের গুণ, ইহারা কিরূপ অবস্থাধীনে সংস্থিত হইলে কিরূপ কার্য্য করিবে এ সকল নিরূপণ করা বিজ্ঞানের কার্য্য। বিজ্ঞান এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইল, কেন না উহা জড় পদার্থ সম্পর্কীয় একটি সত্যের আবিষ্কার করিল, এবং উহাদিগের পরস্পরের কিরূপ সংস্থানে কি ঘটিবে বলিয়া দিল,ভবিষ্যতে ঐরূপে সংস্থিত হইলে ঐরূপ ফল হইবেই হইবে বলিয়া দিল। এখন বিজ্ঞান যাহা নিরূপণ করিল, শিল্প সেই বিষয়টিকে আপনার কার্য্যে নিয়োগ করিল। মনুষ্যগণের সুখ বর্দ্ধন এবং ব্যবহারসৌকর্য্যার্থে জল এবং তাপ এ দুয়ের সেই পরিমাণে যোগ সাধন করিল। বিজ্ঞান বলিয়া দিয়াছে, তাপ সংযোগ করিলে জল এতদূর প্রসারিত হইবে যে বাষ্পাকারে পরিণত হইবে। কোন স্থানে

বদ্ধ করিলে উহা সেই পদার্থ ভেদ করিয়া বহির্গত হইবে। বহির্গত হইতে না পারিলে অথবা কোন একটি বিশেষ স্থান দিয়া উহার বেগ কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিঃসারিত হইতে না পারিলে গতি উৎপন্ন হইবে।(২) শিল্প, বিজ্ঞানের স্থিরীকৃত সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার যন্ত্রে উহাদিগকে প্রয়োগ করিয়া বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিল। এই প্রকারে শিল্প জল এবং তাপ এই দুইকে মনুষ্যের অধীন করিয়া ফেলিল।

জ্ঞান লাভের যে দুইটি প্রণালী নিরূপিত হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতে (নিষ্কর্ষণ) আমাদিগের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইতে আমরা একটি প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া থাকি; দ্বিতীয়টিতে (নিষ্ক্রামণ) আমাদিগের মনে যে সকল তত্ত্ব অবস্থান করিতেছে সেই সকল দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয় সকলের আমরা মর্ম্ম নিরূপণ করি। সংক্ষেপেতঃ প্রথমটিতে আমরা বাহ্য হইতে আন্তরিক জগতে, দ্বিতীয়টিতে আন্তরিক হইতে বাহ্য জগতে গিয়া উপস্থিত হই। যেখানে বৃত্তান্ত হইতে নিরূপণ আরম্ভ হয় তাহাকে নিষ্কর্ষণ এবং যেখানে আন্তরিক তত্ত্ব হইতে নিরূপণ আরম্ভ হয় তাহাকে নিষ্ক্রামণ বলে। আমাদিগের দেশে নৈয়ায়িকগণ ইহাকেই শেষবৎ এবং পূর্ব্ববৎ সাধন বলেন। আমাদিগের পাঠিকাগণ হয়তো আমরা যাহা বলিলাম বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং এখানেও আমরা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিব। আমরা দেখিলাম কোন বস্তু ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে তাহা ঊর্দ্ধ দিকে চলিয়া যায় না নিম্ন দিকে পতিত হয়। আমরা নানা প্রকার ঘটনায় এই বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। ফল বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পতিত হয়, দালানের ইট খসিলে তাহা ভূমিতে পড়ে, বায়ু কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে নীত পদার্থ সকল কতক্ষণ আকাশে বিচরণ করিয়া পশ্চাৎ বাত্যার বেগ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নে অবতরণ

(২) পাঠিকাগণের অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, একটি ডিম্বের মাথার দিকে একটু ছিদ্র করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থ গুলি ফেলিয়া দিয়া উহার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পারা দিয়া মুখবন্ধন পূর্ব্বক রৌদ্রে রাখিয়া দিলে ডিম্ব উপরের দিকে উঠিতে থাকে। তাপ দ্বারা পারা প্রসারিত হইয়া উহার ঊর্দ্ধগতি হয়। তাপমান যন্ত্রে এইরূপ পারার ঊর্দ্ধগতি সকলেই অবলোকন করিয়াছেন।

করিতে থাকে। এই সকল প্রত্যক্ষ ব্যাপার দেখিয়া আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলাম, সমুদায় পদার্থ পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়, পৃথিবীর সমুদায় পদার্থকে আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য আছে। তৎপরে যখন দেখিলাম অম্পাধিক সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তখন স্থির করিলাম জড় পদার্থ মাত্রেরই আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য আছে। এইটি নিষ্কর্ষণ হইল। কিন্তু যখন মনুষ্য একটি ঘটনা দেখুক বা না দেখুক মনে সিদ্ধান্ত করিল বস্তু মাত্রেরই আকর্ষণ আছে এবং সেই মানস প্রাপ্ত আকর্ষণটিকে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল এবং দেখিতে পাইল এই আকর্ষণটী যথার্থই সর্ব্বত্র আছে, তখন এই প্রণালীর নিরূপণকে নিষ্ক্রামণ বলে।

বকল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, পুরুষগণের প্রকৃতিতে প্রথমোক্ত প্রকারের সাধন স্বাভাবিক, কিন্তু স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ সকল বিষয়ে দ্বিতীয়বিধ প্রণালী অনুসরণ করেন। স্ত্রীগণের প্রকৃতি কোমল, ভাবপ্রধান, স্বভাবতঃ ব্যগ্র এবং তাঁহাদের কল্পনাশক্তি সমধিক। সুতরাং একটী বিষয় তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহা লইয়া তাহারা অধিক ক্ষণ তর্ক বিতর্ক করে না, দেখিবামাত্র একটী না একটী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। যাহাকে সহজ জ্ঞান বলে তাহা স্ত্রীগণে প্রবল। পুরুষগণ কঠোর চিন্তা প্রভাবে যত দূর অগ্রসর হয়, স্ত্রীগণ ততদূর অগ্রসর না হউক কিন্তু যাহা তাহারা সিদ্ধান্ত করে, অতি সত্বর করে। সুতরাং বলা যায়, স্ত্রীগণ সর্ব্বদা আন্তরিক ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। পুরুষগণ কোন একটী সিদ্ধান্তে অতি ধীরগতিতে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে ব্যগ্রতার ভাব অতি অল্প, তাহারা অতি কঠোর চিন্তা অবলম্বন করিয়া একটী মীমাংসা করে। সুতরাং ইহারা কতকগুলি ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহা হইতে একটী সিদ্ধান্ত করে এবং যাহা কার্য্যোপযোগী তাহা লইয়াই ব্যাপৃত থাকে।

ডাক্তর বুরাই সাহেব লিখিয়াছেন, তাঁহার নিকট যখন পরিব্রাজ জীবীরা স্ত্রীপুরুষে আসিত, তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল স্ত্রীগণের নিকট হইতে যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাইতেন, পুরুষগণের নিকট তাহার কিছুই পাইতেন না। তিনি বলেন পুরুষগণের বুদ্ধির গতি অতি ধীর, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধি পক্ষে উহা প্রচুর নহে। ডাক্তর বুরাই সাহেবের

এই সিদ্ধান্ত অন্যা অনেক প্রকারে সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কোন একটী অজ্ঞাত লোক ভ্রমণ করিতে গিয়া পথভ্রান্ত হইলে স্ত্রীগণ যত সত্বর পথ বলিয়া দিতে পারে, পুরুষগণ তেমন পারে না। বিদেশীর ভাব গতি স্ত্রীগণ যেমন বুঝিতে পারে, পুরুষেরা তেমন পারে না। দেশের ভাষা জানা না থাকিলে, স্ত্রীগণ অপরিজ্ঞাত ভাষা শুনিয়া যেমন বক্তার মনের ভাব বুঝিতে পারে, পুরুষগণ তেমন বুঝিতে সমর্থ হয় না। স্ত্রীগণের অস্থির ত্বরিত গতি এবং পুরুষগণের সুস্থির অতি মন্দ গতি এসকল উদাহরণ দ্বারা নিশ্চয় সপ্রমাণ হয়।

বকল বলেন বিজ্ঞান রাজ্যে যাঁহারা প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যদি স্ত্রীগণের নিকট অতি শৈশব কাল হইতে এই অনুপম শক্তিটি লাভ না করিতেন, তাহাদিগের খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করা অসম্ভব হইত। যৌবন কাল হইতে স্ত্রীগণ যদি তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে নিজ নিজ গুণ সংক্রামিত না করিতেন, তবে তাঁহাদিগের বুদ্ধি কেবল বিশেষ বিশেষ পদার্থ বিচারে আবদ্ধ থাকিত, একেবারে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে তাঁহারা কখন বস্তুতত্ব নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন না। বিজ্ঞান একস্থানে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিত, উহা কখন বর্ত্তমান উন্নতির মুখ দেখিতে পাইত না। তিনি বলেন, স্ত্রীগণের প্রতি যথোচিত সম্মানও তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকাতে স্ত্রীগণের গুণ ও শক্তি যত দূর গ্রহণ করিতে হয়, পুরুষগণ গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। এই জন্যেই বিজ্ঞানের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। বিজ্ঞানবিদেরা যদি স্ত্রীগণের ন্যায় আন্তরিক ভাব নিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাহ্য ব্যাপার সকলের মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে বিশেষ রূপে প্রবৃত্ত না হন, তবে বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বার কখনই প্রমুক্ত হইবে না। প্রকৃতির সকল বিষয়ের মধ্যে মন সর্ব্ব প্রধান। সেই মন হইতে তত্ব নির্দ্ধারণ আরম্ভ না করিয়া শুদ্ধ বাহ্য বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে কিছুই হইবে না। বরং এইরূপ সঙ্কুচিত ভাবে মন সম্যক্ আবদ্ধ থাকিলে কতকগুলি নিরর্থক বিষয়ের নির্দ্ধারণেই বিজ্ঞান ব্যাপৃত থাকিবে। আকর্ষণ বিকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় বিজ্ঞান

নির্দ্ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি কি? আমরা কিছুই জানি না। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য ভাব রাজ্যের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মনের গভীরতম স্থান হইতে সিদ্ধান্ত উদ্ধার না করিতেছে, সে পর্য্যন্ত কিছুই হইতেছে না। মনুষ্য পদার্থ সকলের শুদ্ধ বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারে না। বাস্তবিক কথা এই এক দিকে যেমন বাহ্য প্রকৃতি, আর এক দিকে তেমনি মন। এ উভয় উভয়েরই উপায়, এমনি মিলিত ভাবে কার্য্য করে যে, আমরা একটীর নিয়ম অবগত না হইলে কখন অন্যটীর নিয়মের জ্ঞান প্রকৃষ্ট রূপে পাইতে পারি না।

যে কল্পনা শক্তির প্রভাবে স্ত্রীগণের কোন বিষয়ে শীঘ্র প্রবেশ করিবার শক্তি—শীঘ্র একটী বিষয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অবলোকন করিবার সামর্থ্য আছে, পুরুষদিগকে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। পুরুষগণ যদি এই শক্তিএত দিন আয়ত্ত করিতে পারিতেন, বিজ্ঞানের উন্নতির সীমা পরিসীমা থাকিত না। অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এইরূপে বিজ্ঞান সমালোচনা করার প্রতিপক্ষ। তাঁহাদিগের মতে এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে বিজ্ঞান কাল্পনিকতাতে পরিণত হইবে। এটী তাঁহারদিগের বিষম ভ্রম। নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণ নিরূপণ করিয়াছিলেন, জার্ম্মণ দেশীয় কবি গোথ যখন নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন পুষ্পাদি সকলই পত্রের পরিণতি, কপাল (খুলি) মেরুদণ্ডেরই বিস্তৃতিমাত্র, হয় নামা ফরাসী কবি যখন স্ফটিকের সুষমতার বিষয় নিরূপণ করেন, তাহারা কল্পনাবলে মানস রাজ্য হইতে এই সকল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, না অতিস্থির ধীর ভাবে এক একটী পদার্থপর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন? বিজ্ঞানের এরূপ কত সুপ্রশস্ত আবিষ্কার এক এই প্রণালীতেই সাধিত হইয়াছে! বাস্তবিক যদি বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হয়, অসমঞ্জস বিষয় সকলের সমঞ্জসতা সম্পাদন করিতে হয়, তবে আমাদিগকে বিশুদ্ধ কল্পনার সহায়তা লইতেই হইবে। বুদ্ধি যতদূর সাধন করিয়াছে, কল্পনাও ততদূর সাধন করিবে ইহাতে আর সংশয় করিবার কোন কারণ নাই।

জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে স্ত্রীগণের কতদূর ক্ষমতা সংক্ষেপে যত দূর সাধ্য বকলের লেখার অনুযায়ী হইয়া লেখা গেল। বকলের লেখার উপরে

আমরা কোন মত প্রকাশ করিতে চাই না। প্রত্যেকেই ইহার সত্যাসত্য আপনা হইতে নিরূপণ করিতে পারিবেন। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, বকলের সহিত এ সম্বন্ধে ভিন্নমত হইবার আমাদের বিশিষ্ট কোন কারণ নাই।

তিমি মৎস্য।

ঈশ্বরের সৃষ্টি রাজ্যে যত প্রকার জীব আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে তিমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের এক একটী দীর্ঘে ৭০।৮০ হাতও দেখা যায়। সুতরাং প্রকাণ্ডকায় হস্তী ১০।১২ টা যুড়িলে একটী তিমি মৎস্যের সমকক্ষ হইতে পারে এবং ইহা শয়ন করিলে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকার এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত স্থানও সমাবেশ হওয়া ভার। জন্তুটী যেমন দৈত্যাকার, তেমনি অগাধসলিল মহাসাগর ইহার বাসস্থান রূপে নিরূপিত হইয়াছে। সেখানে ইহা যদৃচ্ছাক্রমে সুখে সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বকালের লোকে ইহাকে মৎস্য জাতীয় মনে করিত এবং এখনও লোকে সেই কারণে ইহাকে 'তিমি মৎস্য' বলে। এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ এই ইহা জলে বাস করে, মৎস্যের ডানার ন্যায় ইহার সম্মুখে দুই খানি ডানা আছে, পশ্চাতের দিকে মৎস্যের ন্যায় লাঙ্গুল, ইহার কর্ণের বহিরিন্দ্রিয় নাই, শরীরে লোম নাই এবং মেরুদণ্ডস্থ গলার হাড় সকল একত্র দৃঢ়বদ্ধ, ফলতঃ এই সকল কারণে ইহা বাহিরে দেখিতে ঠিক, একটী মৎস্য। কিন্তু বিজ্ঞান মতে ইহাকে মনুষ্য, হস্তী প্রভৃতির শ্রেণী মধ্যে গণনা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ ইহা স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত। ইহা মৎস্যের ন্যায় ডিম্ব প্রসব করে না, এককালে জীবন্ত সন্তান প্রসব করে। ইহার দুইটী স্তন, তদ্দ্বারা সন্তান দিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে। ইহার রক্ত উষ্ণ, ইহার স্বতন্ত্র নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেক ডানায় পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলী স্পষ্ট লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে চারিটা নখর বিশিষ্ট। ইহা জলের উপর মুখ উঁচু করিয়া ডানা নাড়িয়া যখন সন্তরণ করিতে থাকে, তখন দূর হইতে মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়। ইহা সচ-

রাচর ঘণ্টায় দুই ক্রোশ চলে, কিন্তু বঁড়সাবিদ্ধ হইলে ঘণ্টায় ৩।৪ ক্রোশও ধাবমান হইয়া থাকে। তিমি সমুদ্র গর্ভে বাস করে বটে, কিন্তু উষ্ণ শোণিত বলিয়া অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে শ্বাস গ্রহণের

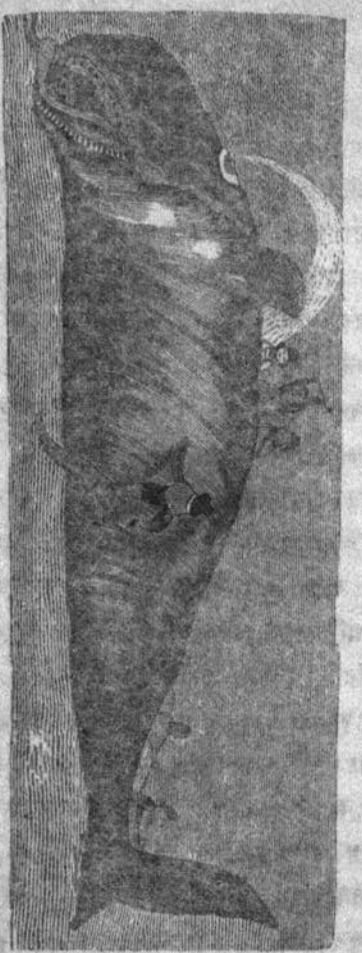

Eng. by T. N. Deb.

জন্য জলের উপরিভাগে উত্থিত হয়, কিন্তু তথায় দুই মিনিটের অধিককাল থাকে না। ২।১ মিনিট দেখা দিয়া আবার ৮।১০½মিনিটের জন্য জলমগ্ন হয়। যখন আহার অন্বেষণ করে, তখন ১৫।২০ মিনিটও জলমধ্যে থাকে।

তিমি মৎস্যের মস্তক বৃহৎ, এত বৃহৎ যে সমুদায় শরীরের তৃতীয়াংশ, কখন কখন অর্দ্ধাংশও হইয়া থাকে। মাথার খুলি বিসদৃশ ও কদাকার। মাথার উপরে নাসিকারন্ধ্র একটী বা দুইটী থাকে, তাহার কার্য্য অতি আশ্চর্য্য। তিমির শ্বাসনলী ঊর্দ্ধগামী হইয়া মস্তকের সম্মুখে না আসিয়া পশ্চাৎ ভাগের গহ্বরের সহিত সংযুক্ত তথা হইতে নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত টাকরার কতকগুলি দৃঢ় মাংসপেশী দ্বারা বেষ্টিত। ইহাতে মস্তক ও মুখ জলের নিম্নে থাকিলেও বাহিরের বাতাসের সহিত শ্বাসযন্ত্রের সাক্ষাৎ যোগ হয়। যখন রাশি প্রমাণ জল তিমির মুখ মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইহা তাহা গলাধঃ করণ করে, কিন্তু উদরের মধ্যে যাইতে দেয় না। উহা কিয়দ্দূর গমন করিলে কণ্ঠনালী বন্ধ করিয়া ফেলে এবং নাসাপথ দিয়া জল ঠেলিয়া দেয়। সেখানকার মাংসপেশী সকল হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়, এবং নাসারন্ধ্র দ্বারা সূক্ষ্মধারায় জল প্রবাহ বহির্গত হইতে থাকে। এই প্রবাহ স্তম্ভাকৃতি হইয়া আকাশে উঠিতে থাকে এবং দূর হইতে জলস্তম্ভ বা প্রস্রবণের ন্যায় বোধ হয়। অনেক সময় এই নিদর্শন দ্বারা তিমির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা যখন জলের উপরিভাগে উত্থিত হয়, তখন ৮।৯ বার ফুৎকার করিয়া এই-রূপ জল প্রবাহ তুলিয়া থাকে। জল উঠিবার সময় এক প্রকার শব্দ হইতে থাকে। জলের মধ্যে অনেকক্ষণ বাস করিয়া যখন তিমি উত্থিত হয়, অথবা ভয় পায়, তখনি সর্ব্বাপেক্ষা সজোরে, প্রভূত পরিমাণে এবং উচ্চশব্দে জলপ্রস্রবণ প্রবাহিত করিতে থাকে।

তিমিদন্ত একটী অদ্ভুত সৃষ্টি। অনেকে কলিকাতায় আসিয়াটিক সোসাইটী নামক চিত্রশালিকার প্রবেশ দ্বারেই দুইখানি বৃহৎ কড়ীকাষ্ঠের মত হাড় দেখিয়াছেন, ইহা সেই তিমিদন্ত। তিমির টাকরার মধ্যস্থলে একটী হাড়ের আলির মত আছে, তাহার দুই পার্শ্বে প্রশস্ত থালের মত নিম্নস্থান, ইহার সহিত তিমিদন্ত সংলগ্ন থাকে। এগুলি দীর্ঘাকৃতি ও চাপটা, এক দিকে তালুর সহিত যুক্ত অন্যদিকে মুখের মধ্যে ঝুলিয়া থাকে। এগুলি আড়া আড়ি পরস্পরে সমান্তরাল থাকে, তাহার বাহিরের দিকে শক্ত হাড় এবং ভিতরের দিকে সূত্রাকার লোম সমুদায় মুখটীকে মশারির মত ঢাকিয়া রাখে। ইহাতে চালুনির কার্য্য করে অর্থাৎ তাহা দিয়া জল

বাহির হয়, কিন্তু ক্ষুদ্র কীটটী পর্য্যন্ত আটকিয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা করিবার কারণ এই, তিমি মৎস্যের আকৃতি অতি প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু ইহার গলার ছিদ্র ক্ষুদ্র এবং পাকস্থলীর আয়তন ও অল্প। ইহার উপযুক্ত আহার লাভ করিবার জন্য রাশিপ্রমাণ জল গিলিতে হয়, তৎসঙ্গে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর ঝাঁক থাকে, তাহা তিমি দন্তে আটকাইয়া ভিতরে থাকে এবং নাসারন্ধ্র দ্বারা জল বাহির হইয়া যায়। তিমি দন্ত সকল সচরাচর ৬।৭ হাত লম্বা এবং সংখ্যায় প্রায় ৬০০ ছয় শত। এক একটী তিমি হইতে যে দন্ত পাওয়া যায়, তাহা দুই তিন হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়।

তিমি মৎস্য নানাশ্রেণীতে বিভক্ত এবং তদনুসারে তাহাদের প্রকৃতি ও কার্য্যও ভিন্ন ভিন্ন। উত্তরসমুদ্রে যে তিমি পাওয়া যায়, তাহা অতি প্রসিদ্ধ এবং গ্রীণলণ্ডতিমি নামে অভিহিত। তাহা দীর্ঘে ৪০ হস্ত এবং প্রস্থে প্রায় ২৭ হস্ত। এক একটীর ভার ৬২৫০ মণ। ইহাদের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থে পূর্ণ, তাহার ১০০ কলসীতে ৯৬ কলসী খাঁটী তৈল উৎপন্ন হয়। একটী মৎস্য হইতে (৬০।৭০) গ্যালন তৈল পাওয়া যায় এবং একটীর দাম ১০ হাজার টাকা। এই রূপ তৈলাক্তশরীর বলিয়া তিমি শীতপ্রধান সমুদ্রে উষ্ণদেহ হইয়া থাকে এবং ইচ্ছামাত্র পর্ব্বত প্রমাণ শরীর জলের উপর ভাসাইয়া তুলিতে পারে এবং জলমধ্যে অনায়াসে সন্তরণ করে।

তিমি মৎস্য ৯। ১০ মাস গর্ভধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করে। সন্তানের প্রতি ইহাদের স্নেহ অসীম। সন্তানকে নিরাপদে রাখিবার জন্য ইহারা সদত চেষ্টা করে এবং যখন কোন বিপৎপাত হয়, আপনাদিগের প্রাণ দিয়া সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। এত বড় বৃহৎকায় জন্তুর আবার শত্রু কে? পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহার বিষয় আমরা পরে লিখিব। এখন এই মাত্র বলিলে হইবে, ইহারা অতি নিরীহ ও ভীরু স্বভাব বলিয়া অনেক জলচর জন্তু এবং অর্থলোভী হইয়া স্থলচর মনুষ্য ইহাদিগকে আক্রমণ করে।

আমরা উপরে বলিয়াছি তিমি জলচর জন্তু হইয়াও বায়ু গ্রহণ না করিয়া বাঁচিতে পারে না। এই জন্য ১০। ১৫ মিনিট অন্তর ইহারা

জলের উপরিভাগে উঠিয়া শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে। কিন্তু এই ১০।১৫ মিনিট এবং কখন কখন এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টাও জলের মধ্যে কিরূপে থাকে? দয়াময় পরমেশ্বরের বিচিত্র কৌশল কে বুঝিবে? তিনি ইহার শরীরমধ্যে অম্লজন সঞ্চিত রাখিবার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত যন্ত্র দিয়াছেন, ইহা তদ্দ্বারা বায়ু হইতে অধিক পরিমাণে অম্লজন সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং অভাবের সময়ে তাহা পরিমিত রূপে ব্যয় করিয়া থাকে। এই উপায় দ্বারা ইহার শরীরের রক্ত সর্ব্বক্ষণ বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই রক্ত সর্ব্বাঙ্গে নিরাপদে সঞ্চালিত হয়।

অশ্বং সংযময়।

অশ্ব থামাও।

অশ্ব কে থামাইবে? কার অশ্ব? আমরা কি শকটচালক গাড়োয়ান, না আমাদের পাঠিকারা ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের ন্যায় অশ্বারোহিণী? অদ্যাবধি তাঁহাদিগের ততদূর উন্নতি হয় নাই। কিন্তু তত্রাপি আমাদের সকলেরই এক একটী অশ্ব আছে। কেহ অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করেন, কাহারও পৃষ্ঠে অশ্ব আরোহণ করে, কেহ অশ্বকে চালনা করেন, কাহাকেও অশ্ব লইয়া পলায়ন করে, চিরকাল কেহ নিজ অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন মধ্যে দৌড়াদৌড়ী করিলেন, সে ধরা দিল না; চিৎকার করিলেন শুনিল না; সে নিজে চিৎকার করিয়া তাঁহার শব্দকে ডুবাইয়া দিল। তাহার বলের নিকট কাহার বল? আবার আমাদের অশ্ব যে কেবল দৌড়ায় ও চিৎকার করে এমত নহে; সে ভাবে, কথা কয়, হাস্য করে, বক্তৃতা দেয়, ও অন্যান্য অনেক প্রকার দৌরাত্ম্য করে। আমরা যখন স্থির থাকি, তখন সে বেগে ভ্রমণ করিয়া আসে; আমরা যখন গম্ভীরভাব ধারণ করি, তখন ইহা লম্ফ দিয়া হাস্য করিয়া উঠে; আমরা যখন জ্ঞান আলোচনা করিতে বসি, তখন ইহা সিক্ত চনক আহার করিতে যায়, আমরা যখন ধ্যান করি তখন ইহা দোকানে উদ্ভিজ্জ ক্রয় করিতে যায়। ইহার সঙ্গে আমাদের কখন সম্মিলন হইল না। এই দুষ্ট অশ্ব

শাসনের জন্য কত বিধান করা গেল; রাশ, রশ্মি, কশা সকলই ব্যবহার করা গেল, কিছুতেই মানিল না। শিক্ষালয়ে, ধর্ম্মালয়ে, ঔষধালয়ে, কার্য্যালয়ে সর্ব্বত্রই পাঠান গেল, কিছুতেই শিথিল না। ইহার চীৎকারে লোকের নিদ্রা হওয়া ভার; ইহার দংশনভয়ে বন্ধুগণ নিকটে আসিতে পারেন না; ইহা যে কখন কোন্ দিকে পলায়ন করে তাহার কিছু স্থিরতা নাই। অন্যান্য অশ্ব ভূচরের ন্যায় পৃথিবীতেই ভ্রমণ করে, কিন্তু আমাদিগের এই পক্ষিরাজ ঘোড়া আকাশপথেও বিচরণ করেন, এবং সাগরসন্তরণেও বিলক্ষণ পটু। আমাদের হস্তে যখন কোন কর্ম্ম না থাকে, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে যখন আমরা কোন তত্ত্বচিন্তায় পশ্চাতে ধাবমান হই, কিম্বা বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা করি তখন এই ব্যোমচারী অশ্ব গগনমার্গে উড়িয়া নানাপ্রকার গৃহ রচনা করে, নানা প্রকার ডিম্ব প্রসব করে, এবং আরোহীকে সেই ডিম্ব আহার করিতে আগ্রহাতিশয়ে অনুরোধ করে। ইষ্টক নির্ম্মিত প্রকৃত গৃহে, এবং পদার্থ নির্ম্মিত প্রকৃত খাদ্যে ইহার রুচি নাই, এবং আমাদিগেরও রুচি থাকিতে দেয় না। যদি ভাংভোজী মহাদেবের ন্যায় আকাশপথে উড্ডীন না হয়, তবে সুরাপায়ী শিক্ষিত যুবকের ন্যায় জলপথে সঞ্চরণ করে ও সমুদ্র পার হইতে চায়। আমরা কলিকাতায় বসিয়া এ বৎসরের গ্রীষ্মেতে দীপ্তশীর্ষক হইয়াছি, অশ্ব মহাশয় ক্ষণে ক্ষণে ইংলণ্ড হইতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। আমরা খানখণ্ড বা সুলভমূল্য বিলাতী শার্টার ক্রমশঃ মলিনতা দেখিয়া রজক বা তৎ সহধর্ম্মিণীর প্রত্যাশায় রবিবাসরের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছি; কিন্তু আমাদিগের অশ্ব [এমন অশ্বকে গর্দ্দভ বলিলেও চলে] বীরচর্ম্ম নির্ম্মিত সমুচ্চ শিরোভূষণ পরিয়া, কিম্বা অপরিজ্ঞাত মহিলাদলের ভ্রষ্ট কেশদামে বিচিত্র কবরী রচনা করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সঙ্গে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। আমরা অলব্ধ-তণ্ডুল হইয়া কোন মহাত্মার সাহায্যে বিদ্যাভ্যাস ও কদলীপত্রে অন্ন ঢালিয়া উদরস্থ করিতেছি, শীতকালে আমাদিগের কম্বলমাত্র ভরসা; কিন্তু অশ্বরাজ জ্ঞানচক্ষে কেবল প্লেট, চামচ, কাঁটা সন্দর্শন করিতেছেন; কম্বল ছাড়িয়া ভবিষ্যতের ভাণ্ডার হইতে

নানা বিচিত্র বসন আনিতেছেন, এবং লৌহজালে আবৃত করিয়া, অপরার্দ্ধ অনাবৃত রাখিতেছেন। আমাদিগের অশ্ব হইয়া, আমাদিগের সম্পত্তি হইয়া, যে আমাদিগের বশ হইল না, আমাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইল না, এমন অশ্ব লইয়া আমরা কি করিব? এক এক বার মনে করি সংসারের হাটে বিক্রয় করিয়া আসি, দেখুক যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে পরিণামে কেমন দুর্গতি ঘটে। কিন্তু সে তো আমাদিগেরই বস্তু, তাহাকে বিপদে ফেলিলে কি হইবে, আপনারাই দুঃখ পাইব, আপনাদিগেরই চলিবে না। সংসারপথে বিচরণ করিবার ইহা একমাত্র আমাদিগের বাহক; ক্লেশের সময় সান্ত্বনা দিবার একমাত্র বন্ধু; ভয় সময়ে উপায় বলিবার একমাত্র উপদেষ্টা; পাপের সময় নিবৃত্ত করিবার একমাত্র গুরু; শরীরকে রক্ষা করিবার একমাত্র নিয়ন্তা; উচ্চমার্গে লইয়া যাইবার একমাত্র অবলম্বন। জীবন, সুখ, সভ্যতা, শান্তি, ইহকাল, পরকাল সকলই অশ্বের হস্তে। যেমন গণেশের ইন্দুর ভিন্ন চলে না, গঙ্গার মকর ভিন্ন চলে না, শীতলার গর্দ্দভ ভিন্ন চলে না তেমনই আমাদিগের এই অশ্ব ভিন্ন চলে না। অতএব এই অশ্ব দুষ্ট হইলে চলিবে কেন? ইহাকে স্থির এবং বশীভূত করিতেই হইবে। হে অশ্ব! হে পক্ষিরাজ! হে দ্রুতগামী অদৃশ্য জীব! ভাগ্যবলে তোমাকে লাভ করিয়াছি, তুমি আমাদিগের অবশীভূত হইও না। তুমি বায়ুবেগে আকাশপথ হইতে ভূতলে অবতরণ কর, আমরা তোমার জন্য সুখাদ্য জ্ঞান, সুসেব্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছি, তুমি তাহা সেবন কর। হে মহাবল! তুমি আমাদিগকে তোমার পৃষ্ঠে বহন করিয়া উন্নতলোকে লইয়া চল, দুর্দ্দম হইয়া প্রপঞ্চ পথে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিও না। আমরা তোমার প্রসন্নতার জন্য যে মহাগুণশালী স্বাধীনতা রূপ বিচিত্ররথ সংগ্রহ করিয়াছি, তুমি তাহাতে সংযুক্ত হও, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা নামক অমিতপরাক্রম জন্তুর সহিত নিজ বেগ পরীক্ষা কর। তুমি পরাজিত হইও না। বীবর চর্ম্ম দ্বারা, বামাকুলের ছিন্ন কেশ দ্বারা, মাতৃভাষাঘাতকদিগের দ্বারা পরাজিত হইও না। হে বর্ণহীন! তুমি শ্বেত শ্যামের বিচার করিও না, তুমি অশিক্ষিতা স্ত্রীদিগকে প্রশ্রয় দিও না।

ধর্ম্মই তোমার পরিচ্ছদ হউক, সুস্বভাবই তোমার সারথি হউক, অধ্যাত্ম-দেশে তোমার বেগ অপর্য্যাপ্ত হউক, তুমি ঊর্দ্ধগামী হও। হে দেবাবতংশ! তুমি আমাদিগকে সর্ব্বদা দেবমন্দিরে লইয়া চল, দেবমন্দিরকে অপরিষ্কার করিও না, আত্মীয়দিগকে দংশন করিও না, কিন্তু সকলকে সমভাবে বহন কর, শিষ্টাচারী হও। দেহমন্দিরে তুমি বাস কর, তুমি দেহের ভূষণ হও। হে বিচিত্র গুণসম্পন্ন আয়ুধ! তুমি সংযত হও, তুমি আমাদিগের বশীভূত হও।

অশোক বনে পাখী।

১

দেশ দেশান্তরে কত করিয়ে ভ্রমণ
কেন এলে, পাখি, তুমি এ বিজন বনে?
জান না কি এই সেই অশোক কানন?—
কে গায় এখানে গীত আনন্দিত মনে?

২

অশোক কানন! আহা হইলে স্মরণ
অমনি নয়ন হতে বহে অশ্রু বারি!
এই খানে পাপমতি দুষ্ট দশানন
রাখিল, হরিয়া আনি, জানকী সুন্দরী!

৩

যে গাছের শাখে তুমি রয়েছ বসিয়া,
এই বৃক্ষ তলে, হায়, বিষণ্ণ বদনে,
সোণার প্রতিমা ছিল ধূলায় পড়িয়া,
বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে রামের বিহনে!

৪

গগণে হেমাঙ্গী ঊষা হাসিত যখন,
ধীরে ধীরে বৃক্ষ তলে পড়িত শিশির;
কত মুক্তা ফল আঁখি করিত বর্ষণ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সতী হইত অস্থির।

৫

ওই যে কুসুম, পাখি, রয়েছে ফুটিয়া,
কত শত হেন ফুল ফুটিত তখন;
কিন্তু সবে একে একে স্বকরে তুলিয়া,
করাইত স্নান করি অশ্রু বিমোচন।

৬

কত দিন (যেন বোধ হোতেছে এখন
ভাসিছে নয়নে মোর সে শান্ত মূরতি)
কত দিন শিলাতলে পাতিয়া বসন,
সুখেতে দুঃখের ঘুম ঘুমায়েছে সতী !

৭

কত দিন শূন্য মনে বসিয়া বসিয়া,
রামের মোহন ছবি আঁকিয়াছে মনে ;
সহসা অমনি, হায়, উঠেছে কাঁদিয়া,
উঠে যথা সুপ্ত শিশু স্বপ্ন অবসানে !

৮

রাজার গৃহিণী সীতা রাজার নন্দিনী,
কত কষ্ট পেয়েছেন এ নিষ্ঠুর দেশে ;
থাকিতেন চির দিন যেন কাঙ্গালিনী,
ঝরিত নয়ন সদা রামের উদ্দেশে।

৯

সে সব স্মরণে আর কি কাজ এখন,
কালের তরঙ্গে সব গিয়াছে ধুইয়া ;
জনম দুঃখিনী সীতা ত্যজিয়া জীবন,
ভেসেছে আনন্দ নীরে পতিরে পাইয়া।

১০

কত দেশে আছে কত সুখের কানন,
সে সব প্রদেশে, পাখি, যাওহে চলিয়া,
শোকের পবিত্র গৃহ অশোক কানন,
করো না আনন্দ ধ্বনি এখানে আসিয়া।

বামাহিতৈষিণী সভা।

বিগত ২১ এ জুন শনিবার বেলঘরিয়ার উদ্যানে বামাহিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়। ভারতসংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী শিক্ষকও শিক্ষয়িত্রীগণ এবং কলিকাতার কতিপয় ভদ্রপরিবারস্থ রমণীগণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভে প্রথমতঃ সম্পাদিকা সভার গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। তৎপরে ক-

য়েকটী নূতন সভা মনোনীত হইলে "বিজ্ঞান পাঠের আনন্দ ও উপকারিতা" এবং "শিক্ষিতা রমণীগণের কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা পঠিত হয়।*** তৎপরে বাবু গৌরগোবিন্দ রায়, উমানাথ গুপ্ত ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়েরা সময়োচিত কিছু কিছু বক্তৃতা করেন। অবশেষে সভাপতি একটী সুদীর্ঘ, সরল ও মনোহর বক্তৃতা করিয়া সভাস্থদিগকে আমোদিত ও কর্ত্তব্যপথে উত্তেজিত করেন। অপরাহ্নে ৪টার পর সভা আরম্ভ হইয়া প্রায় ৭টার সময় ভঙ্গ হয়। আমরা নিম্নে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন।

১৮৭৩-২১ জুন।

সভাপতি— শ্রীযুক্তবাবু কেশবচন্দ্র সেন।

সম্পাদিকা— কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী।

অদ্য কি আনন্দের দিন! অদ্য আবার আমরা বামাহিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি। আমাদের নারীসমাজ যে অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ একটি সভা যে যার পর নাই প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। নারী সমাজ উন্নত করাই ইহার উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্তই ইহা স্থাপিত। ১৮৭১ সালের মে মাসে এই বামাহিতৈষিণী সভা সংস্থাপিত হয়। প্রতি পক্ষে শুক্রবার বেলা চারি ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় নানা-কারণ বশতঃ প্রথম বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বর্ষে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই। গত বৎসরে ক্রমায়য়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়েকটী পঠিত হয় ও তদ্বিষয় লইয়া সভাপতি মহাশয় সভ্যগণের সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় মীমাংসা স্থির করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

১। পুরাকালের হিন্দু ও বর্ত্তমান কালের সুসভ্য ইংরাজরমণীদিগের কি কি গুণ অনুকরণীয়।

২। সন্তানপালন।

৩। দয়া।

৪। আদর্শ রমণী।

*** সভ্যদিগের পঠিত রচনা বামাগণের রচনা স্থলে সন্নিবেশিত হইল।

৫। বঙ্গীয় রমণীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাঁহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় নারীগণের কর্ত্তব্য।

৬। নারীগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা সমুচিত কি না?

৭। কি প্রকার শিক্ষা দিলে নারীগণের সমগ্র উন্নতি হইতে পারে?

৮। নারীজীবনের উদ্দেশ্য।

সভায় নিয়মিত উপস্থিত সভ্য দিগের নাম।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন।
" অন্নদায়িনী সরকার।
" মহামায়া বসু
" মহালক্ষ্মী ঘোষ।
" মতিমালা দেবী।
" মালতীমালা বন্দ্যোপাধ্যায়।
" সুশীলাসুন্দরী দাস।
" বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায়।
" নিস্তারিণী রায়।
" কৃষ্ণবিনোদিনী বসু।
" কুমারী সিংহ।
" কৈলাসকামিনী দত্ত।
" রাধারাণী লাহিড়ী।

এই কয়েকটী ভিন্ন সময় সময় আরো অনেকে উপস্থিত থাকিতেন। আনন্দের বিষয় কতিপয় ইংরাজমহিলা বিশেষ আনন্দ সহকারে এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য বার্ষিক ২০০০ দুই হাজার টাকা দানে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব এই বিদ্যালয়টির কল্যাণার্থে যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

২। গত ২১এ জুন বামাহিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে, তদ্বিবরণ যথা স্থানে প্রকটিত হইল।

৩। আমাদিগের রঙ্গপুর প্রবাসী বিলাতী শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙ্গালী জাতাবতংশ সুসভ্য এক জন গ্রাহক বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষকে এই পত্র খানি লিখিয়াছেন—

বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ (!!!)

* * *

আমার বিবেচনায় বামাবোধিনী স্ত্রীলোকের পাঠের উপযুক্ত নয় এবং সভ্য লোকের চক্ষু কর্ণকে আঘাত করে। সেই জন্য অনুরোধ বামাবোধিনী আর না পাঠান।

পত্র প্রেরক বামাবোধিনীর গ্রাহক শ্রেণী হইতে অবসৃত হউন তাহাতে আমরা তত দুঃখিত নহি, কিন্তু তিনি সভ্য হইয়া যে বাঙ্গলা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন এইটী বড় দুঃখের বিষয়। যাহাহউক আমরা তাদৃশ সভ্যতা শিখি নাই, সুতরাং আমাদিগের লেখা যে সভ্য লোকের চক্ষু কর্ণকে আঘাত করিবে আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সভ্য ভ্রাতারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে সকল দোষ আমাদিগকে

জানাইয়া দিলে সাবধান এবং বাধিত হই।

৪। মেয়ে রাজার দেশ—জাবা দ্বীপের বাটেবিয়া ও সামারাঙ নগরের মধ্যে বাণ্টাম নামে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে। ইহা হলণ্ডের করদ রাজ্য, কিন্তু শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহা তত প্রসিদ্ধ রাজ্য নহে, কিন্তু সুখী, ধনশালী এবং বহু কালাবধি স্ত্রীগণ দ্বারা শাসিত ও রক্ষিত। রাজা কেবল পুরুষ, আর সকলেই নারী। রাজা একটী সভার অধীন, তাহা তিনটী স্ত্রীলোকে সংরক্ষিত। রাজ্যের সমুদায় প্রধান কর্ম্মচারী (দেওয়ানী ফৌজদারী) এবং যোদ্ধা ও সেনাপতি কেবল স্ত্রীলোক। রাজশরীর রক্ষা করে স্ত্রীগণ। এ দেশের লোক বণিক্ ও কৃষক। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ বেশধারী, হস্তে তরবার ও বন্দুক, ঘোড়সওয়ার। সিংহাসন জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার। রাজা অপুত্রক মরিলে ৮০০ মনোনীত স্ত্রীলোক আপনাদের সন্তান হইতে রাজা মনোনীত করে এবং সেই রাজ্যেশ্বর বলিয়া সেবিত হয়।

বামাগণের রচনা।

বিজ্ঞান পাঠের আনন্দ ও উপকারিতা। (১)

বিজ্ঞান পাঠে যে কি অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বোধ হয় সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। বিজ্ঞান পাঠের ফল দ্বিবিধ —ইহা পাঠে যে পরিমাণে আনন্দ, সেই পরিমাণে উপকারও লাভ হইয়া থাকে। বিশ্ববিধাতার এই বিশ্ব কি অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় কৌশলে সৃষ্ট, সামান্য ধূলিকণা হইতে অন্তরীক্ষব্যাপী বৃহদায়তন জ্যোতিষ্ক মণ্ডল কি অদ্ভুত নিয়মে সংস্থাপিত, মানব দেহ কি আশ্চর্য্য ভাবে সংগঠিত, বিজ্ঞান পাঠেই তাহা সম্যক্ অনুভূত হইতে পারে। ইহাই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান এবং অসামান্য সৃষ্ট কৌশলের পরিচায়ক। ইহা কি অল্প আনন্দের বিষয় যে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে দিন দিন কত নূতন নূতন সত্যে উপনীত হইতেছি, কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সত্য সকল অবগত হইয়া গভীর আনন্দে নিমগ্ন হইতেছি। বিজ্ঞানের যে ভাগই আমরা পাঠ করি না কেন, আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত এবং আনন্দে পুলকিত হইতেই হইবে।

জ্যোতিষ—আমরা যদি কেবল মাত্র এই বিষয়টী সম্যক্ চিন্তা করি, বুঝিতে পারি বিজ্ঞানের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ইহা মনুষ্যকে কি উচ্চতর আনন্দের অধিকারী করিয়াছে। পৃথিবীস্থ বিষয় সকলের তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহ সকল, যাহার বিষয় জ্ঞাত হওয়া কল্পনাতীত ছিল, এখন সেই গ্রহ উপগ্রহ কি পদার্থ, তাহাদের আকৃতি কিরূপ,

(১) বামাহিতৈষিণী সভায় সম্পাদিকা কর্ত্তৃক পঠিত।

কি ভাবে তাহারা অবস্থিত, এমন কি তাহাদের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে, তাহাদের পরিমাণ কি, তাহারা নিজে সালোক, না আলোকগ্রাহী এসকল বিষয়ও আমরা অনায়াসে জানিতে পারিতেছি। কোন্ গ্রহ কি রূপ আলোকময় সাদা, লাল কি হরিদ্রা বর্ণ, বিজ্ঞান আমাদিগকে তাহা ও বলিয়া দিতেছে। কোথায় এই পৃথিবী আর কোথায় সেই তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য, নেত্রস্নিগ্ধ কর নির্ম্মল চন্দ্র, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। দূরবীক্ষণ দ্বারা সকলই নিকট হইয়াছে।

শুদ্ধ যে বিজ্ঞান পাঠে আনন্দ লাভ হয় এমত নহে, ইহা যে পরিমাণ মনুষ্যকে আনন্দ দান করিয়াছে, তদপেক্ষা বোধ হয় তাহাদের উপকার অধিকতর সাধন করিতেছে। ইহার আশ্চর্য্য শক্তিতে মেঘস্থিত তাড়িতও মনুষ্যের অধীন হইয়াছে। আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের করতলস্থিত হইবে, ইহা স্বপ্নের ও অগোচর ছিল। অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের সংবাদ যাহা প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য ছিল, বলা বাহুল্য এখন এই তাড়িত সংযোগে তাহা নিমেষ মধ্যে আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত ব্যাপার!! চুম্বক শলাকার আশ্চর্য্য গুণ আবিষ্কার দ্বারা মনুষ্য সমাজের কি মহোপকারই সাধিত হইতেছে। ভীষণ জলধিও মনুষ্যের অধীন হইয়াছে। কয়লা এবং হীরা যে এক পদার্থ ইহা কে মনে করিতে পারে? কিন্তু চমৎকার! বিজ্ঞানের অতীব আশ্চর্য্য মহীয়সী শক্তি বলিয়া দিতেছে এই উভয়ই এক পদার্থ। কোন ফরাসীস পণ্ডিত ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। ইহাপেক্ষা আর বিস্ময়কর ব্যাপার কি আছে, যে মনুষ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে বেলুন যন্ত্র নির্ম্মাণ করতঃ আকাশ মার্গে বিচরণ করিতেছে। বিজ্ঞানের এই সকল অত্যদ্ভুত বিষয় ভাবিলে কাহার হৃদয় না বিস্ময়ে ও গভীর আনন্দে নিমগ্ন হয়? ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইতেছে, মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতাও দিন দিন সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। জল যাহাকে আমরা অতি সামান্য মনে করিয়া থাকি, বিজ্ঞান বলে তাহা হইতে কি অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে বলা যায় না। জল উষ্ণ করিলে বাষ্প নির্গত হয়। সেই বাষ্পের ক্ষমতার বিষয় শুনিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়। দ্রুতগামী রেলওয়ে শকট ইহারই বলে পরিচালিত। উপন্যাস কাব্য প্রভৃতি পাঠে আনন্দ হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞান পাঠের আনন্দের সহিত তুলনা করিলে উহা কিছুই নয়।

(ক্রমশঃ)

The Bamabodhini Patrika.

HER MAJESTY'S fifty-fourth birthday was celebrated with the usual honours, in various parts of the United Kingdom, on the 24th May. It is to be regretted that the day is not properly celebrated in this country, although all public offices are closed. Native ladies ought to manifest their loyalty and gratitude on the occasion in a suitable manner.

THE Prince of Wales returned to London from the continent on the 27th May, and met the Princess of Wales and the Duke of Edinburgh at the Charing Cross Railway Station.

MAHARAJAH Jung Bahadur has been appointed a Knight Grand Commander of the Star of India.

A NEW Robinson Crusoe is said to have been discovered on St. George's Island, one of the South Shetland Islands. The following particulars are given in the *Pall Mall Gazette*, an English paper :—In the year 1871, the schooner *Franklin* left the United States, for the seal fishery in those islands, arriving at her destination after a voyage of four months. The following day the captain ordered a boat's crew of five men to proceed to the shore and commence killing seals at Winden Island, off which place the vessel was anchored. In the boat were placed provisions for seven days and a big club for each of the men, with which to kill the seals by hitting them on the head. Captain Holmes's instructions were "kill all you can, and we will be back for you within a week." The *Franklin* then sailed away, and the men commenced slaughtering all the seals they could find ; and so successful were they that at the expiration of the fifth day they had killed and skinned 4,000 seals, which they piled on the rocks. The seal crop being exhausted, the men resolved, with their remaining provisions, to set out for St. George's Island, which is situated in the vicinity, where they could find more seals. They accordingly departed, leaving behind them a small piece of board, on which was chalked, "We have left for St. George's Island ; call for us there." When the *Franklin* returned at the end of the week, the pile of sealskins was found, and also the notice-board. She accordingly proceeded to St. George's Island in quest of the missing men, and cruised about that island for several days, but could see nothing

of the boat or the men, who were at last abandoned to their fate, and the *Franklin* returned home, no boat having been sent ashore on account of the breakers and the ice which had already formed. The men were supposed to be dead, but in August last year a New London sealing fleet left for the South Shetland Islands, and it was mutually agreed among the captains that they would endeavour to discover some traces of the lost men. When the barque *Nile* arrived at St. George's Island, the captain and a number of his men went ashore to make a search for the remains of King and his companions. Walking along the beach for some distance, they were surprised to find a small hut, from which projected a stove-pipe. In the corner of the hut was a man with a long red beard and matted hair fast asleep. He was clothed in seal-skins, with sandals on his feet, and, on being awakened, turned out to be King, the sole survivor of the party. It seems that they found the hut and stove on the island, and lived for some time on pelican flesh. One had died of cold; three others attempted to get back to Winden Island, and are supposed to have perished; and King alone returned in the *Nile*.

In the Town of Fulda, Germany, there are regular schools for teaching bullfinches to sing tunes. The young birds are arranged in classes of six to ten each. They are kept in the dark and a little hand organ is turned when they are fed. In the course of time the birds associate the music with the feeding, and when hungry sing a few notes of the tunes they hear daily. Those who do this are at once placed in a more cheerful room, where some light is admitted. This encourages them and makes them more lively; then they like to sing, and are soon taught more. The most difficult part is the first starting of the birds, some of which have to be kept a long while in the dark, and on starvation rations, before their obstinacy is overcome. In order to teach them several tunes, they receive (after being thus first taught in classes) private instruction from the little boys of Fulda, each of whom has a few private pupils of this sort. Their education lasts nine months, when it is completed, and the birds sent into the world as accomplished performers. The principal markets are London, Paris and New York. They are valued in Europe at twenty dollars for every tune they can sing, so one who can sing three tunes costs sixty dollars.

The Chinese observe a curious custom on the occasion of their New Year's Day, which they celebrate with great pomp. On that day friends call on their equals and superiors, but never on inferiors. Every caller brings his card, bearing his name, business and residence. It is written on a fancy red strip of paper. As soon as the party visited receives the caller's card, he shakes his

own hand and says: "Dah sing? Quong-he. Fachoy." (How are you? Happy New Year. Good luck and much profit.) The caller shakes his own hands and repeats the same verbal salutation. The host then puts a little paste on one end of the card, sticks it in some conspicuous place on the wall, where he can constantly see it and be reminded of it, and then invites the visitor to take refreshments.

An American clergyman is of opinion that modern young ladies are not the daughters of Shem and Ham, but the daughters of Hem and Sham!

We have received a copy of an excellent book by Mrs Charles Bray, entitled "Our Duty to Animals," published in London. It is intended to teach boys and girls the duty of humanity to animals. The illustrations which abound in the book are exquisitely beautiful, and cannot fail to interest juvenile readers.

On Saturday, June 21, the ladies of the Bama Hitaishini Sabha assembled in the well-known villa at Belghoria, to celebrate the second anniversary of the Association. The Secretary read a brief report of the transactions of the Sabha for the past year, from which it appeared that it had held only ten or twelve meetings and that the work done by it during the year was not quite satisfactory. After the election of three or four new members the Secretary read a paper, in Bengali, on "The Pleasures and Advantages of the Study of Science." Another lady then read a paper on "The Duties of Educated Women." Both these ladies are pupils of the first class of the Normal School of the Indian Reform Association. The meeting was then addressed by Babus Gour Govind Roy, Woma Nath Gupta, Protap Chunder Mozoomdar, and the President.

We belive our readers are not unaware of the remarkable generosity and condescension which characterize the Queen. During her recent stay in Scotland Her Majesty made several excursions around Balmoral visiting her humbler neighbours. One day Her Majesty drove to the glen of Aberarder, to visit some of the relations of her personal attendants. Mr. and Mrs. Donald Clarke, Belmore, were the first honoured with a visit from their royal mistress, who entered into familiar conversation with them, and partook of the homely fare which the gudewife placed on the plain deal table before Her Majesty. Subsequently the Queen visited Mr. Francis Leys, farmer. After several other calls, the Queen returned to Balmoral, having spent several hours in the glen. Of such a Queen we may well be proud. May Her Majesty's noble example influence the character of her female subjects in India!

Female instruction in order to be sound and good ought to be subject to periodical inspection. Where Government money is spent it is evidently the duty of the educational authorities to rule that no aid is to be given to any School or renewed unless it is regularly inspected and favorably reported upon. Such a rule is in force in regard to boys' schools, but it does not apply to zenana education. Girls' schools are perhaps now and then looked into, but not properly inspected. But as regards zenana teachers they are allowed to teach any thing and in any way they like, and there is neither supervision nor examination of any kind, although the State pays more than 2,000 Rs. monthly in support of Zenana Agencies in Calcutta. The reason is "there is no Inspectress of Schools," an appointment which," we agree with Mr. Woodrow in thinking, "ought to be established." We trust his Honor the Lieutenant-Governor of Bengal will soon see the necessity of appointing a qualified lady to inspect girls' schools and Zenana teaching, as they have, we believe, in the Punjab.

The *Moorshedabad Patrika* recommends Government to confer some title of distinction on Rani Sharat Sundari of Pooteah, and Rani Shyam Mohini of Dinagepore, in recognition of their liberality and benevolence.

We are sincerely sorry to have to record the death of Miss Gomes, one of the earliest and most devoted zenana teachers in Calcutta. Prostrated by over-work, she went, under medical advice, to the North Western Provinces to recruit her health. She disappeared, however, while crossing the Ganges at Cawnpore in a boat, and is supposed to have thrown herself into the river in a state of temporary insanity brought on by mental depression, when her attendants were sleeping at night. The death of Miss Gomes will be heartily mourned in many a Native family where she laboured as a zealous and loving teacher, and those who like ourselves often saw her moving about busily on her errand of usefulness for more than fifteen years, must regret that a devout and devoted missionary in the cause of female education has passed away.

The father of Bengali blank verse, Mr. Michael Mudhoo Sudun Dutt, is dead. The melancholy event took place on Sunday, June 29, in the General Hospital, Calcutta. His masterly poetical works *Meghnad Badh Kavya*, *Tilottama &c.*, are read by hundreds of Native ladies with considerable advantage and pleasure, and it will not be too much to say that to him we owe the formation of a standard poetical literature in Bengal. The deceased was also a good English scholar. He died in the midst of penury, pitied and regretted. It is said that he survived his wife only three days. She was a French lady.

Printed at the East India Press 25, Beniatola Lane, Potuldanga

৫৬

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক এবং যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১২০ সংখ্যা | শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৮০ | ৯ম ভাগ

সেবাতেই মহত্ত্ব।

সকলে আমার সেবা করিবে জগতের লোকদিগের এই মাত্র ইচ্ছা, কিন্তু আমি সকলের সেবা করিব এ ভাব প্রায় কাহার দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে যে সেবা পায়, সেই মহৎ বলিয়া পূজিত হয় এবং যে সেবা করে সে নীচ বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকে। যথার্থ বিবেচনা করিলে এটী নিতান্ত ভ্রম ও অন্যায় সংস্কার বলিতে হইবে। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র অধীশ্বর, তিনি জগতের সেবায় সর্ব্বক্ষণ আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার চন্দ্র সূর্য্য জ্বালিয়া প্রত্যেকের গৃহ উজ্জ্বল করেন, বায়ু বহন করিয়া প্রত্যেককে ব্যজন করেন, আকাশ হইতে জল ঢালিয়া প্রত্যেকের ক্ষেত্র উর্ব্বর করেন, ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল যথাসময়ে যোগাইয়া দেন—এমন কি প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে বাস করিয়া দেহ যন্ত্র নিয়মিত রূপে চালন করেন এবং রোগের ক্লেদ, পাপের জঘন্যতা অপসারিত করিবার জন্য নীচতম দাসের কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহার আহার নাই, জগতের সকল জীবের আহার যোজনা করিতেই ব্যস্ত রহিয়াছেন। তাঁহার নিদ্রা নাই, সকলে যখন নিদ্রিত হয়, জাগ্রৎ থাকিয়া সকলকে পর্য্যবেক্ষণ করেন। জগতের ভার আপনার স্কন্ধে লইয়া করুণাময় ঈশ্বর যদি এইরূপে সকলের সেবা না করিতেন, ক্ষণমাত্র কে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত? তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় বা কে পাইত?

মাতা সেবার আর এক দৃষ্টান্ত স্থল। সন্তানের সেবার জন্য মাতা কি

না করিয়া থাকেন? মাতা সন্তানের প্রহরী, ধাত্রী, চিকিৎসক ও বাহক। মাতা আপনার শরীরের রক্ত দোহন করিয়া সন্তানের আহার সংযোগ করেন, আপনার সুখ পরিত্যাগ করিয়া সন্তানকে সুখী রাখেন, আপনার মান মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সন্তানের সেবায় কায়মনোবাক্যে যত্ন করেন। এমন কি যদি আপনার প্রাণ দিয়া সন্তানের কল্যাণ সাধন করা যায়, তাহাতেও কি মাতা কুণ্ঠিত হয়েন? এই জন্যত মাতার নাম করিলে হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া যায়।

ঈশ্বরের সেবা, মাতার সেবা এত মহৎ কেন? তাহা নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের সন্তোষ ও কল্যাণার্থ নিয়োজিত হয় বলিয়া। আমরা যখন আবার সেই রূপ নিঃস্বার্থ ভাবে ঈশ্বর ও মাতার সেবায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করি, তখন আমরা দেবভাবে ভূষিত হই। যে মনুষ্য আপনাকে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ দাস জানিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য দেহ মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন,—তাঁহারই সন্তোষ সাধনের জন্য আপনার সকল স্বার্থ ও সুখেচ্ছা বলি দান দিয়াছেন, এই মর্ত্ত্য লোকে তিনিই দেবতা। যে সন্তান সমর্থ হইয়া আপনার সুখ সচ্ছন্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাতাকে সুখী রাখিতে যত্ন করেন, তাঁহার দেবভাবেও গৃহ সুন্দর শোভায় শোভিত হয়।

আমরা ঈশ্বর ও মাতার দৃষ্টান্ত দিয়া সেবার মহৎভাব প্রদর্শন করিলাম, কিন্তু অন্যান্য প্রকার সেবাতেও এই মহৎ ভাব প্রকাশিত হয়। সাধ্বী স্ত্রী যখন পতির সুখার্থ এবং সাধু পতি যখন পত্নীর সন্তোষার্থ ত্যাগ স্বীকার করেন, তখন তাহাতে কি মহৎ ভাব নাই? অল্প বুদ্ধি লোকে মনে করে যেখানে স্ত্রী স্বামীকে প্রাণপণে ভক্তি দান করিল, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে ভক্তি পাইল না, সেখানে সেই স্ত্রী ঠকিল এবং স্বামী জিতিল। আমাদিগের নিকট বিপরীত বোধ হয়। এরূপ স্থলে স্ত্রী তাঁহার মহদ্ভাব প্রদর্শন করিলেন এবং স্বামী আপনার নীচত্ব প্রতিপন্ন করিলেন মাত্র। সেইরূপ পতি যদি ভার্য্যার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন এবং ভার্য্যা গর্ব্বিত ও অকৃতজ্ঞ হইয়া আরো তাঁহার সেবা ভোগ করিতেন চান, সেখানেও স্বামীর মহত্ত্ব এবং ভার্য্যার ক্ষুদ্র ভাব প্রকাশিত হয়। এই রূপ ভ্রাতা ও ভগিনী, দাস ও প্রভু, রাজা ও প্রজাদিগের মধ্যে যে সেবা করে,

সে নম্র হইয়াও মহত্বের অধিকারী হয় এবং যে যত অন্যের সেবা দ্বারা আপনাকে হৃষ্টপুষ্ট ও সুখী করিতে চায়, সে সেই পরিমাণে অহঙ্কারী হইয়া ক্ষুদ্র ভাব ধারণ করে।

আমরা যদি ধীর ভাবে আত্ম চিন্তা করি এবং জগতের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ আলোচনা করি সেবাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। জগতের কোন পদার্থ আপনার সুখের জন্য হয় নাই, অন্যের সুখ সাধন সকলের উদ্দেশ্য। সূর্য্য চন্দ্র, বায়ু বৃষ্টি, নদী সমুদ্র, বৃক্ষ লতা সকলে আপনার আপনার শক্তি অনুসারে উদার ভাবে জগতের হিত সংসাধন করিতেছে, এক প্রভু ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া সকলে তাঁহার সেবা করিতেছে। মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট হইতে অনেক গুণ ও শক্তি লাভ করিয়াছেন, জগতের মঙ্গলের জন্য যদি সে গুলি নিয়োগ করেন, তাঁহার জন্ম ও জীবনধারণ সার্থক হয়। মনুষ্য বিদ্যা বুদ্ধি, মান যশ, অর্থ সামর্থ্য ও ধর্ম্ম ভাব যে কিছু অধিকারে অধিকারী হইয়াছেন, সে সকল দ্বারাই অপরের কল্যাণ বর্দ্ধন করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। ঈশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম, যিনি তাঁহার কোন দান পাইয়া তাহা অপরের সেবায় সমর্পণ না করেন, তাহা কেবল নিরর্থক পড়িয়া থাকে এরূপ নহে, কিন্তু তিনি সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হন। অন্য পক্ষে যিনি অল্প ক্ষমতা পাইয়া অন্যের সেবা দ্বারা তাহার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহার সে ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপ সেবাতে উন্নতি, সেবাতে বিশুদ্ধ সুখ লাভ হয়। সেবা ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হউক। মনুষ্যগণ পরস্পরের সেবা করিতে শিক্ষা করুন—মহৎ হইবেন, ঈশ্বরের সেবায় জীবনকে কৃতার্থ করিবেন।

অসভ্য জাতিদিগের বিবরণ।

ফিউজীয় জাতি।

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে টেরা ডেল ফিউগো নামে দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহার নিবাসীদিগকে ফিউজীয় বলে। ইহাদিগের মত অসভ্য জাতি প্রায়

দৃষ্টিগোচর হয় না। ডেকর সাহেব বলেন, ইহারা পশু বা নরদেহ চিরিয়া কাঁচা রক্ত মাখান মাংস খায়। ইহাদিগের পুরুষেরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্ত্রীদিগের কেবল কটিদেশে যৎসামান্য আচ্ছাদন আছে। ইহাদিগের গৃহ তাম্বুর ন্যায়, তাহার উপরি ভাগে ছিদ্র থাকে, তদ্দ্বারা ধূম বহির্গত হইয়া যায়। ইহারা অধিকাংশ মৎস্য আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। মৎস্য ধরিবার বড়সী ছুরী প্রভৃতি পাথরদ্বারা নির্ম্মিত এবং বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ ও ধারাল। ফসটার বলেন ইহারা অত্যন্ত নির্বোধ, কোন সঙ্কেত করিলে বুঝিতে পারে না। মাংস পচাই হউক আর টাটকাই হউক, পাইলেই আনন্দ সহকারে খাইয়া ফেলে। ছিপে একটী মৎস্য ধরিয়া জিয়ন্ত অবস্থায় একজন ফিউজিয়ানকে দেওয়া হয়, যে প্রথমে মাছের কানকুরার নিকট কামড় মারিল এবং ক্রমে ক্রমে মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত আঁইস, কাঁটা, হাড় সকলি চিবাইয়া খাইয়া ফেলিল।

ইহারা ক্ষুদ্রাকৃতি, ইহাদের অঙ্গ সকল বিসদৃশ (বিমানান্) এবং দেখিতে কদর্য্য। ইহাদের গৃহলক্ষ্মীগণও তদ্রূপ। অগ্নির ধূমে তাহাদিগের চক্ষু সর্ব্বক্ষণ আরক্তবর্ণ ও জলপ্লুত, তাহারা সর্ব্বাঙ্গে মাছের তৈল মাখে, তদুপরি কয়লা ও মৃত্তিকাদ্বারা প্রলেপ দেয়। অঙ্গে হাড় ও শঙ্খের নানাবিধ আভরণ পরে এবং শাদা, কাল, লাল নানা রঙ্গে গাত্র চিত্র বিচিত্র করে। ইহাদের উপর ও নীচের পাটীর সম্মুখস্থ দন্ত গুলি ক্ষয় করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের সৌন্দর্য্যের একটী প্রধান লক্ষণ।

ফিউজীয়দিগের পুরুষেরা সিল, পরপয়েজ, প্রভৃতি জলচর জন্তু শিকার করে, গৃহ ও নৌকা নির্ম্মাণ করে, এবং জ্বালানি কাষ্ঠের নিমিত্ত জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া বা কাটিয়া আনে, রাত্রিকালে কুক্কুর সমভিব্যাহারে পক্ষি-শিকার করে এবং দলবদ্ধ হইয়া মৃগয়া বা যুদ্ধ করিতে যায়।

স্ত্রীলোকেরা গৃহে থাকিয়া সন্তান প্রতিপালন করে, অগ্নি রক্ষা করে, ঝুড়ি বুনে, মাছ ধরিবার সুতা কাটে, মালা গাঁথে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও মৎস্য ডিম্ব ধরে এবং নৌকাবাহকের কার্য্য করে। বামাগণ শীতকালেও অধিক জলে নামিয়া ডুব দিয়া মৎস্য ডিম্ব বাহির করে। ইহাদিগের শিশুগণ পর্য্যন্ত সন্তরণে বিলক্ষণ পটু।

কুকুরেরা ইহাদিগের অত্যন্ত উপকারী বন্ধু এবং সেই জন্য সর্ব্বদা কাছে থাকে। জ্যোৎস্না রাত্রে যখন পক্ষীরা কুলায়ে নিদ্রা যায়, সুশিক্ষিত কুকুরেরা তাহাদিগকে ধরিয়া আনে। একটী ধরিয়া প্রভুর নিকট দিয়া আবার ধরিতে যায়, এইরূপে অনেক গুলি সংগ্রহ করে। মৎস্য ধরিবার সময়েও কুকুরেরা বিলক্ষণ সাহায্য করে। জাল ফেলিয়া দুই ব্যক্তি দুই দিকে দাঁড়ায়, কুকুর জলে ডুব দিয়া মৎস্যদিগকে জালের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যায়।

গুয়াকানো নামে উষ্ট্রাকার এক প্রকার জন্তু শীতকালে পর্ব্বত হইতে সমুদ্রতটে নামিয়া থাকে। বরফ বা পঙ্কিল জলাশয়ে তাহাদিগের দীর্ঘ পদ আবদ্ধ হইলে ফিউজীয়েরা কুকুর সহ দলবদ্ধ হইয়া ঘেরিয়া মারে এবং তাহা হইতে প্রচুর আহার লাভ করে।

সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাম, এবং সমুদ্রতটজাত এক প্রকার কোঁড়ক ভিন্ন ইহাদিগের দেশে আর কোন ফলশস্য জন্মে না। ইহারা মৎস্য ও মাংস কাবাব বা অর্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে, অনেক সময় কাঁচাই খাইয়া ফেলে। ইহারা মৎস্যতৈল যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আর কিছু না পাইলে তাহাই ভক্ষণ করে।

নিকটবর্ত্তী জাতিদিগের সহিত ফিউজীয়দিগের সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। জয়ীরা হত বা বন্ধী শত্রুদিগকে আহার করিয়া থাকে। পুরুষেরা পায়ের মাংস এবং স্ত্রীলোকেরা হাত ও বুকের মাংস খায়, অবশিষ্ট শরীর জলে ভাসাইয়া দেয়। যখন বড় শীতের প্রাদুর্ভাব হয় এবং কোন খাদ্য মিলে না, তাহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনা স্ত্রীলোককে অগ্নিধূমোপরি মাথা চাপিয়া ধরে এবং গলা টিপিয়া মারিয়া খায়। তখন শরীরের কিছুমাত্র পরিত্যাগ করে না। তাহারা এ অবস্থায় কুকুর মারিয়া খায় না কেন? জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিল, কুকুরেরা যে জলজন্তু শিকার করিয়া আনে।

ইহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইহারা বলে বনমধ্যে এক মহান্ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং মনুষ্যের ব্যবহারানুসারে ঝড় বৃষ্টি শীত ইত্যাদি প্রেরণ করেন। ইহাদের কাহার মৃত্যু হইলে নিবিড়

কানন মধ্যে গিয়া শবকে কোন শাখার উপর রাখে এবং তদুপরি ডাব পাতা চাপা দিয়া আইসে।

ইহারা বৃক্ষের ছাল শেলাই করিয়া বা তক্তা যুড়িয়া এক প্রকার শাল্‌তি প্রস্তুত করে। পাথর ও হাড়ের অস্ত্র দিয়া অগ্নির উত্তাপে অতিকষ্টে ও দীর্ঘকালে এক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা প্রস্তুত করে। মৃণ্ময় পাত্র ইহারা গঠন করিতে জানে না, কিন্তু বৃক্ষের ছাল ও কাষ্ঠে এক প্রকার পাত্র নির্ম্মাণ করে।

অত্রত্য অসভ্য জাতিদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অদ্ভুত। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি শব মৃত্তিকাতে সমাহিত করে এবং মাসান্তে তাহা তুলিয়া বৃহদাকৃতি পাত্রে ভাজে। শব সম্পূর্ণ দগ্ধ হইলে তাহা চূর্ণ করিয়া রাখে এবং সময় সময় সকলে সমবেত হইয়া সরবত করিয়া পান করে। এরূপ অনুষ্ঠানদ্বারা মৃতের গুণ সকল তাহাদিগের অন্তর্গত হয়, এই তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহাদিগের মধ্যে এক জাতির প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে নৌকা-রোহণপূর্ব্বক শব লইয়া যায় এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি ও অস্ত্র শস্ত্র সমভি-ব্যাহারে তাহাকে জলে ভাসাইয়া দেয়।

মনোবিজ্ঞান।

ইন্দ্রিয় ভেদে প্রত্যক্ষজ্ঞানেরও ভেদ কল্পনা করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ ইন্দ্রিয়দিগকে যেমন এই পাঁচ ভাগে বিভাগ করা হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান সেই রূপ পাঁচ প্রকার বলিয়া কল্পিত হয়;—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন। এই পাঁচ প্রকার জ্ঞানকে সচরাচর পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষ বলা হইয়া থাকে, এই পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে বিশেষ মানসিক প্রতিবোধ Perception হইয়া থাকে। দর্শন প্রতিবোধ, শ্রবণ প্রতিবোধ প্রভৃতি বাঙ্গলা কথাতে এবং Perception of sight, hearing প্রভৃতি ইংরাজী কথাতে সেই সকল মনের অবস্থা প্রকাশ করে।

দর্শন।

চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য পদার্থের যে অনুভূতি হয়, তাহাকে দর্শন বলা যায়। আপাততঃ রূপ অর্থাৎ বর্ণকে চক্ষুর বিশেষ গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আলোকই চক্ষুর প্রধান গ্রাহ্য বিষয় এবং দর্শনের প্রধান সহায়, কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আলোকপাতের তারতম্যেই বর্ণের উৎপত্তি হয়। সকল প্রকার চক্ষুগ্রাহ্য পদার্থ হইতেই নিরন্তর আলোকের রেখা সকল বহির্গত হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। সেই সকল রেখা আসিয়া চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তদ্দ্বারা সেই সেই পদার্থের দর্শন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অন্ধকার গৃহে আমাদিগের চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই না, কারণ চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু সকল হইতে কোন আলোকের রেখা আসিয়া আমাদের চক্ষুতে প্রবিষ্ট হয় না। প্রদীপ আনিলে আবার সমুদয় দেখিতে পাই, কারণ সেই প্রদীপের আলোক সেই সমুদায় বস্তুতে পতিত হয়—পতিত হইলে আলোকের রেখা সকল সেই সেই বস্তু হইতে বিকীর্ণ হইয়া আমাদের চক্ষুতে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়।

জগতে দুই প্রকার পদার্থ আছে—এক প্রকার স্বতঃ আলোকময় বা স্বপ্রকাশ, আর এক প্রকার পরালোকগ্রাহী। সূর্য্য, অগ্নি, কতকগুলি নক্ষত্র ইহারা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ ইহারা আপনার আলোকে আপনারা প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন জগতের অধিকাংশ বস্তুই পরালোকগ্রাহী অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রকাশ পদার্থ সকল হইতে আলোক গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা আপনারা প্রকাশিত হয়।

কোন স্বতঃ আলোকময় পদার্থ হইতে অপর একটি পরালোকগ্রাহী পদার্থের উপর যখন আলোক আসিয়া পতিত হয়, তখন সেই সেই পদার্থের স্বভাব ভেদে নিম্ন লিখিত চারি প্রকার কার্য্যের এক, দুই বা ততোধিক হইয়া থাকে। বিশোষণ absorption, বিকীরণ radiation, পরাবর্ত্তন reflection, বিনিঃসরণ refraction এই চারি প্রকারের বিশেষ বিবরণ নিম্নে লেখা যাইতেছে।

পরালোকগ্রাহী পদার্থ সকল সাধারণতঃ দুই প্রকার; স্বচ্ছ transparent

এবং অস্বচ্ছ opaque. যখন কোন কাঁচ, জল প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোকের রশ্মি সকল পতিত হয়, তখন তাহার কতক অংশ সেই সেই পদার্থ দ্বারা বিশোষিত হয় এবং পরে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে, তদ্দ্বারা সেই সেই পদার্থ আমাদের চক্ষুর গোচর হয়; অপর কতক অংশ সেই পদার্থ সকল ভেদ করিয়া অপরদিকে বিনিঃসৃত হয়, তদ্দ্বারা তাহাদের অপর পার্শ্বের দ্রব্য সকল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ভিন্ন সেই রশ্মি সকলের কতক অংশ পরাবর্ত্তিত হয়, তদ্দ্বারা সেই সকল আলোকরশ্মির মূলীভূত পদার্থের প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই।

পদার্থ ভেদে এই চারি প্রকার কার্য্যের তারতম্য হইয়া থাকে। কারণ সকল পদার্থের এই চারি প্রকার কার্য্য করিবার শক্তি সমান নয়। কোন পদার্থের পরাবর্ত্তন ক্ষমতা অধিক, কাহারও বা বিনিঃসরণ শক্তি প্রবল। আপাততঃ বোধ হয় যে বস্তুর আপেক্ষিক মহত্ত্ব দূরত্ব চক্ষুর প্রধানতঃ গ্রাহ্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান অনেকাংশে অপরাপর ইন্দ্রিয়দিগের সাহায্যের উপর এবং অনুমিতির উপর নির্ভর করে। আমরা এখন কেবল মাত্র দৃষ্টি দ্বারা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে অমুক বস্তু অমুক বস্তু হইতে দূরে, কিন্তু আমাদের দূরত্বের জ্ঞান যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় সে বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল। যেমন, একটি শিশু হাত বাড়াইয়া এই দোয়াতটি ধরিতে ইচ্ছা করিল। প্রথমে এটি তাহার অতি নিকটে বোধ হইয়াছিল, কিন্তু হাত বাড়াইয়া দেখিল যে সেটি তাহার হস্ত গ্রাহ্য নহে। কিন্তু হাত বাড়াইবা মাত্র আর একটি দ্রব্য (যেমন এই কলমটি) অনায়াসে পাইল। প্রথমে২ শিশুর হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়াও এক দৃষ্টান্ত। এই রূপে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার আপেক্ষিক দূরত্বের জ্ঞান জন্মিতে থাকে। কিম্বা যেমন কোন স্থানে দুইটি টেবিল আছে, একটি ছোট আর একটি বড়, এক জন জন্মান্ধ সেই টেবিল দুইটির আপেক্ষিক মহত্ত্বের ভাব কিরূপে গ্রহণ করে? দেখা যায় সে প্রত্যেকটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাত বুলাইয়া দেখিতে থাকে। যেটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে অধিক সময় লাগে,

সেটিকে অপরটির অপেক্ষা আকৃতিতে বড় বলিয়া স্থির করে, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সময়ের অল্পতা ও আধিক্যের উপর আপেক্ষিক মহত্ত্বের ভাব অনেকাংশে নির্ভর করে।

মহত্ত্ব ও দূরত্বের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকাতে নিকটের বস্তু যেরূপ মহৎ দেখায়, দূরে তাহার মহত্ত্ব অনেক অল্প দেখায়। এইরূপ বার বার দেখিয়া আমাদের মনে এই উভয়ের মধ্যে একটি যোগ স্থাপিত হয়। এই কারণে কোন ছবিতে যদি গুটি কত লোক মহৎ এবং তাহার পার্শ্বস্থিত কতক গুলি লোক ক্ষুদ্র অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে যাহাদিগের আকৃতি ক্ষুদ্র তাহাদিগকে দূরস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

আদর্শ সতী স্ত্রী।

সতী স্ত্রী সম্পর্কে এ দেশে একটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং ভ্রমমূলক সংস্কার রহিয়াছে। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা সুশিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও ইহার আধিপত্য দেখা যাইতেছে। এ দেশের কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই সংস্কার এই, যিনি আপনার স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষ মাত্রকেই পিতা সহোদর কিম্বা সন্তানের ন্যায় নির্ম্মল চক্ষে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ সতী। যদিও ইহা সতী-জীবনের একটী প্রধান লক্ষণ, এবং ইহা ভিন্ন সতীত্ব অসম্ভব, কিন্তু কেবল ইহা দ্বারাই কেহ প্রকৃত রূপে সতী হইতে পারে না। মনে কর কোন স্ত্রী পর পুরুষকে কখন অপবিত্র চক্ষে দেখেন না, কিন্তু স্বামীর সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে প্রতিদিন তাঁহার অন্তরের ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা, এবং অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। এক এক সময়ে তিনি স্বামীর নিকটে এরূপ জঘন্যভাব এবং হীনতা প্রকাশ করেন, যে নিতান্ত দুশ্চরিত্রা রমণী এবং তাঁহাতে কোন প্রভেদ থাকে না। পাঠিকাগণ! এরূপ স্ত্রীলোককে কি তোমরা সতী বলিয়া স্বীকার করিতে পার? অথবা মনে কর কোন পতিপ্রাণা নারী, স্বামীর জন্য আপনার প্রাণ দান করিতে পারেন এবং স্বামীর সুখের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া এমন কি ধর্ম্মকে

জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত; কিন্তু ইহাতেই কি তিনি সেই স্বর্গীয় উপাধি, সতী নামের উপযুক্ত? এই ভারতবর্ষেই পুরাকালে, অনেক স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের অনেকের হৃদয় ঈশ্বর-বিহীন এবং নিতান্ত মলিন ও জঘন্য ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাদৃশ স্ত্রীলোকেরাও ভারতবাসী এবং ভারতবাসিনীদিগের দ্বারা সতী বলিয়া অভিহিতা হইত। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আমরা এরূপ স্ত্রীলোককে আর সতী বলিয়া গ্রহণ করি না। এই বিষয়ে আমাদের আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছে। যে চক্ষে আমরা কোন পুরুষকে সাধু অথবা সৎ বলিয়া নির্ব্বাচন করি, সেই দৃষ্টিতেই কোন স্ত্রী আমাদের নিকট সাধ্বী কিম্বা সতী বলিয়া গৃহীতা হন। সাধু কে? এবং সাধুর লক্ষণ কি? যাঁহারা ইহার উপযুক্ত উত্তর জানেন, সতী কে? এবং সতীর লক্ষণ কি? তাহাও তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। আমাদের কোন কোন সুশিক্ষাভিমানী ভ্রাতা ভগিনী হয়ত বলিবেন, যে সকল পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য দেহ, মন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারাই সাধু; এবং যে সমস্ত নারী চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান এবং সভ্যতা প্রচার করিয়া সমুদয় স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনে বিব্রত, তাঁহারাই বাস্তবিক সাধ্বী নামের উপযুক্ত। আমরা এরূপ নর ও নারীগণকে যথাযোগ্য সম্মান দান করি, কিন্তু কেবল এই গুণে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ সাধু বা সাধ্বী বলিতে পারি না। ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় এরূপ কতকগুলি মানবহিতৈষী পুরুষ এবং মানবহিতৈষিণী স্ত্রীলোকের বিষয় আমরা যতদূর জানিয়াছি তাহাতে আমাদের নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে যে তাঁহাদের সাধুতা এবং সতীত্ব চঞ্চল বালুভূমির উপর সংস্থাপিত। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই আত্মা ঈশ্বর শূন্য, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। আমাদের মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন সতীত্ব কিম্বা সাধুতা অসম্ভব। যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং জীবন দ্বারা তাঁহার আদেশ পালন করেন, সে পরিমাণে, তিনি সৎ এবং সাধু; অথবা সতী এবং সাধ্বী। প্রেমময় ঈশ্বর তাঁহার কন্যাদিগকে

কোমল প্রকৃতি দান করিয়া পুরুষ জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় পিতার প্রতি পুণ্যবতী ভগ্নীদিগের ভক্তি, প্রেম, এবং কৃতজ্ঞতা দেখিয়া, পুরুষদিগের হৃদয় সহজেই ঈশ্বরের পুণ্যালয়ে আকৃষ্ট হয়, ইহাতেই নারী প্রকৃতির যথার্থ গৌরব। ইহাতেই ভগ্নীদিগের প্রকৃত সতীত্ব। যতই তাঁহারা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া জগতের ভাই ভগিনী দিগকে সেই পবিত্র প্রেমপূর্ণ সিংহাসনতলে আকর্ষণ করেন, ততই তাঁহাদের আত্মা পুণ্য প্রভায় সমুজ্জ্বলিত হয়। অন্যথা, যে সমুদয় স্ত্রীলোকের হৃদয় নাস্তিক, অথবা যাহারা ঈশ্বর আছেন মুখে স্বীকার করেন, কিন্তু হৃদয়কে তাঁহার আজ্ঞাধীন করিবার জন্য কোন মতেই প্রস্তুত নহেন, সে সমুদয় কঠোর প্রকৃতি, ঈশ্বর-বিহীন স্ত্রীলোক যদি আপাততঃ আপনাদিগকে সচ্চরিত্র দেখাইয়া সহস্র প্রকারে পৃথিবীর উপকার করেন, তথাপি তাঁহারা সতী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। কেন না সতীর একটী প্রধান গুণ এই যে তাঁহার কাছে বসিলেই পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলন হয়, এবং নিতান্ত পাষণ্ড এবং জঘন্য চিত্ত হইতেও ক্রমে ক্রমে নাস্তিকতা এবং কঠোরতা বিদূরিত হয়। সতীর আত্মা হইতে অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের মহিমা, জ্ঞান, দয়া, এবং পবিত্রতা নিঃসারিত হইতেছে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তিনি তিলার্দ্ধ বাঁচিতে পারেন না, সর্ব্বদাই ভক্তি, প্রেম, এবং কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। ঘোর পাপিষ্ঠ কিম্বা কোন পাপীয়সীর সাধ্য কি, সতীর অন্তরের পুণ্যাগ্নি নির্ব্বাণ করে? তাঁহার চক্ষুর মধুময় নির্ম্মল কটাক্ষে মহাপাপীর অন্তরেও ধর্ম্মরাজ জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ভয়ের সঞ্চার হয়। সতীকে যেমন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, সেরূপ যিনি সতীর সন্নিধানে বাস করেন, তাঁহাকেও অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য কোন দুরন্ত রিপু আক্রমণ করিতে পারে না। কথিত আছে, পুরাতন ভারতবর্ষের আদর্শ সতী সাবিত্রী এতদূর তেজস্বিনী ছিলেন, যে যমদূত তাহার ক্রোড়স্থ সত্যবানকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। অর্থাৎ সতীর এত দূর ক্ষমতা যে যদি কেহ তাহার শরণাপন্ন হয়, মৃত্যুও তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা উনবিংশতি শতাব্দীর জ্ঞান ও ধর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র ও আলোকিত, তাঁহারা অবশ্যই গুণবতী সাবিত্রীর এই অলৌকিক শক্তি, অত্যুক্তি বলিয়া

অগ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু সূক্ষ্ম রূপে যাঁহারা নারী প্রকৃতির গূঢ়তম এবং উচ্চতম অধিকার সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন যে প্রকৃত সতী স্ত্রী, যথার্থই ঈশ্বর হইতে মৃত সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করেন। মলিন হৃদয়, ইন্দ্রিয়াসক্ত স্ত্রীলোকেরা আপন আপন স্বামী এবং সন্তান দিগকে পাপ এবং মৃত্যু পথে অগ্রসর করে; কিন্তু পবিত্র হৃদয়, ঈশ্বর পরায়ণা সাধ্বী সতীরা, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলকেই পরিত্রাণ এবং অমৃতত্বের দিকে লইয়া গিয়া, পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করেন। এইরূপ সতী স্ত্রী ভিন্ন কোন জাতির কল্যাণ নাই। যদি গভীর পাপপঙ্ক এবং বর্ত্তমান নিতান্ত হীনবস্থা হইতে কদাচ এই ভারতবর্ষ উদ্ধার হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে এই ঈশ্বর মূলক সাধুতা এবং সতীত্বের প্রয়োজন। হে বামাহিতৈষী এবং বামাহিতৈষিণী অবলাবান্ধবগণ! অতি কাতরে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আর ঈশ্বরশূন্য জ্ঞান, সভ্যতা, দয়া এবং সদনুষ্ঠান লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, যাহাতে ভারত মহিলারা ভক্তিমতী, এবং পবিত্র-হৃদয় হইয়া কোমল প্রকৃতি নারীজাতির উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন, এবং প্রত্যেকেই প্রকৃত সতীত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের কৃপা ও প্রসাদ সম্ভোগ করিতে পারেন, একবার সেই জন্য ব্যাকুলিত হউন। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হইবেন।

হাস্য।

রমণীর আস্য দেশে হাস্য মনোহর,
নির্ম্মল আকাশে যেন পূর্ণ শশধর।

হাস্য মনুষ্যকে কেন প্রদত্ত হইয়াছিল? কেবল দন্ত বাহির ও মুখ ব্যাদান করিবার জন্য? "হো! হো!" শব্দে বাটী মাথায় করিবার জন্য? বিড়ালেরা যুদ্ধ কালে তো দন্ত বাহির ও মুখ ব্যাদান করে, শৃগালের "হোয়া, হোয়া" চিৎকারে নিদ্রা যাওয়া ভার, কিন্তু তাহারা কি হাস্য করে? হাস্য কেবল মনুষ্যের অধিকার। অতি কদাকার মনুষ্যকে কখন ভাল দেখায়? যখন সে হাসে, ইন্দিরাসমানা সুন্দরীর স্নিগ্ধ লাবণ্য কখন

দ্বিগুণিত হয়? যখন তিনি অধরপ্রান্তে হাস্য রূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করেন। অর্দ্ধস্ফুট শ্বেত পঙ্কজ রূপ নির্দ্দোষ শিশু মুখে কখন স্বর্গের পূর্ণ প্রতিমা? যখন সে সহাস্য বদনে মাতৃ হাস্য প্রতীক্ষা করে। সর্ব্বোত্তমা লাবণ্যবতীর রূপ কোন্ সময় মলিন? যখন তিনি গোমড়া মুখী হইয়া নিস্তেজ নয়নে, কড়িকাঠ গণনা করেন, এবং অন্নের উপর রাগান্ধ হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় ঘন ঘন হাই তুলিতে থাকেন। এই দৃষ্টান্তে যেমন মুখ বিকার, দাসী কিম্বা ননন্দীর সঙ্গে কলহেও তেমনি মুখ বিকার। শেষোক্ত সময়ে মুখ ভঙ্গীর সঙ্গে, আবার চিৎকার, চিৎকারে আর যখন চলে না তখন ক্রন্দন, কিন্তু যত "গর্জ্জে তত বর্ষে না।" বলিতে কি আমরা ক্রন্দন সহ্য করিতে পারি, কিন্তু গোমড়া মুখ, কি রূঢ় বাক্য সহ্য করিতে পারি না।

মনুষ্যের মুখ কমল সৃষ্টি হইয়াছে এই জন্য, যে সে সুমিষ্ট কথা বলিবে ও সুমিষ্ট হাস্য করিবে। হাস্যেতে যে কেবল নিজের মনের সন্তোষ প্রকাশ পায় এমত নহে, পরের আনন্দও অনেক বৃদ্ধি করে। স্ত্রী জাতির একটী প্রধান শিক্ষা। হাস্য শিক্ষা, স্বামী, পুত্র, পিতা মাতা, আত্মীয় ও দাস দাসীদিগের প্রতি প্রসন্ন মুখ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা সংসার পথে আমাদিগকে যত সাহায্য করিতে পারেন, এত আর কিছুতেই নহে। অন্ন, বস্ত্র, ধন সম্পত্তি সকলের ভাগ্যে হইয়া উঠে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি ধন্য যাহার গৃহে স্নেহপূর্ণ হাস্য সুধা সর্ব্বদা বিরাজ করে। দুর্ভাগ্য সেই মনুষ্য যাহার গৃহে ধন, ধান্য, অশ্ব রথ, দাস দাসী সকলই আছে, কিন্তু যেখান হইতে সুমিষ্ট অকৃত্রিম হাস্য বিদায় লইয়াছে। রূপ লাবণ্য পৃথিবীর সকলে প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সেই স্বামী সুখী যাহার স্ত্রী হাস্য রূপ পুরস্কার দিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম দূর করেন, এবং সে রমণীও সুখী, যাহার ভর্ত্তা হাসিতে কৃপণতা করেন না। অভাগ্যবতী সেই অবলা যাঁহার আত্মীয় সংসারের আর সমস্ত সামগ্রী অকাতরে দান করেন, কেবল অন্তঃস্ফূর্ত্ত সন্তোষবর্ষী হাস্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখেন। আমরা ভরসা করি এমন অভাগিনী কেহ নাই। আর অতিশয় কৃপাপাত্র সেই নর সে পৃথিবীর কঠিন পথে বারম্বার আহত হইয়া শুষ্ক মুখে গৃহে ফিরিয়া যায়, প্রত্যাগমন করিয়া দেখে এক জনও তাহার

শান্তির জন্য হাস্য করিতে সম্মত হইল না। হে পাঠিকা! তুমি হাস্য কর, বিরস কখন হইও না। বিদ্যাভ্যাসে, গৃহ কার্য্যে, বন্ধুদিগের সঙ্গে আলাপনে সর্ব্বদা সহাস্যবদন হও, যে হাসে, তাহার নিকট সমস্ত জগৎ হাস্য করে। আর যাহার মুখ মলিন, সমস্ত বিশ্ব তাহার নিকট মলিনতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু হাসিবার ক্ষমতা আছে কার? যার মন নিষ্পাপ। মন যদি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়, মুখও উজ্জ্বল হয়, হৃদয় যদি হাসে, মুখও হাসে। অতএব বুদ্ধিমতি পাঠিকা! তোমার মন নির্ম্মল হউক, এবং সমুদয় পৃথিবী তোমার আনন্দে আনন্দিত হইয়া হাস্য করুক।

রোহিলা সুন্দরী।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু বিষয়ে প্রইরূপ আখ্যায়িকা প্রচারিত আছে। সুজা, রোহিলখণ্ডের অবরোধ এবং বিলুণ্ঠন কালে নিহত সেনানীগণের কলত্র ও রাজপুত্রীগণকে ধৃত করিয়া স্বকীয় স্ত্রীপুরী মধ্যে প্রেরণ করেন। নৃপতি হাফিজ রামত খাঁর একটী পরম রূপবতী কন্যা এই সময় ধৃত হইয়াছিল। হাফিজ পুত্রী তদীয় বিধবা মাতার নিকট হইতে অশ্রু পূরিত লোচনে যখন বিদায় গ্রহণ করেন, জননী তাহাকে সমুচিত বাক্যের সহিত একখানি বিষাক্ত ছুরিকা প্রদান করেন। প্রেমার্থী সুজা প্রথমে বিস্তর অনুনয় ও প্রলোভন বাক্যে রোহিলা সুন্দরীর চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া যখন তিনি বল প্রয়োগে উদ্যত হয়েন, রোহিলা সুন্দরী তখন সেই বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে নবাবের প্রাণ সংহার করেন।—

রোহিলার ঘোর যুদ্ধ হলো অবসান,
আজ হলো অবসান।
উঠিল জয়ের রোল, চারি দিকে মহা গোল,
কিসে পাবে যবনের হাতে পরিত্রাণ।
সভয়ে সকল লোকে করিছে প্রয়াণ।।

ছুটিল যবন সেনা বীর দর্পে মাতি, সবে জয়ের উল্লাসে।
করে তীক্ষ্ণ তরবার, সমরের পুরস্কার,
লভিবারে ধায়, দেশ লুঠিবার আশে।
থর হরি কাঁপে লোক রোহিলার বাসে॥

কাঁপে জননীর কোলে শিশু অবিরাম, তার জননী রোদনে
লজ্জাবতী ত্যজি লাজ, ছুটিয়া পলায় আজ,
নহিলে নাহিক মুক্তি ধরিবে শমনে।
ওই আসে সুজা, স্থির হইবে কেমনে?

হরিয়াছে কত শত রূপসী বামারে, আর রাজার নন্দিনী,
শুনি হাফিজের জায়া, ত্রাসে বিকম্পিত কায়া,
ভাবিয়া কন্যার দশা হৈলা বিষাদিনী।
কোথায় রামত আজ, কে রাখে কামিনী!

রোহিলার গৃহবাসে বীর ধর্ম্ম আছে, আজো রমণী-হৃদয়ে।
দুহিতারে ডাকি পাশে, কহেন গম্ভীর ভাষে,
বীরাঙ্গণা সমুচিত বীর বাক্য চয়ে।
না নাদে সে বাক্য কোন্ পাষাণ হৃদয়ে?

"বীর পুত্রী তুমি কন্যা, রোহিলার, তব জন্ম বীরের ঔরসে,
রেখো সে বীরের নাম, যদ্যপি ছাড়িয়া ধাম,
ত্যজিতে আমারে বাছা-হলো ভাগ্যবশে।
"কলঙ্কিনী" যেন তোমা নাহি বলে দশে।

পরিয়া ধর্ম্মের বর্ম্ম মত্ত হও রণে, ধর বীর তরবার।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, চির দিন সবে কয়,
সে বাক্যের সারবত্তা জানুক সংসার।
সতীর সতীত্ব হরে সাধ্য হেন কার?

'যে দুর্জ্জন হাতে তব পিতার নিধন, বৎসে হোয়েছে সাধন,
তার সে রক্তাক্ত কর, তব বর কলেবর,
পরশিবে যবে, তবে রবে কি জীবন?
করিবে কেশরী কন্যা-শৃগালে বরণ?

সুখের গোমতী তীরে, সুখে কি ভুষিবে তুমি, নবাবের মন।
ভুলিবে পিতার নাম, কালী গঙ্গা তীরে ধাম,
ভুলিবে কি জননীরে জন্মের মতন?
কি সুখে করিবে হেন জীবন ধারণ?"

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা—"সে দিন জননি! যেন, না হয় কখন।"
অশ্রুবারি দর দর, কাঁপে বপু কলেবর,
থর থর পড়ি ভূমে করিলা রোদন।
লজ্জা, ভয়, দুঃখ, রাগে, উদ্বেলিত মন।

"কে জানে জননি! বিধি, ঘটাবে এমন! কান্দি কহিলা আবার।
"তোমার ও অশ্রুবারি, আমি কি দেখিতে পারি?
পিতা সনে হোত যদি মরণ তোমার!
দুহিতা হরণ দুখ সহিতে না আর।"

"কেমনে এমন আমি পিতৃবৈরী বাসে, রব ছাড়িয়া তোমারে,
যদি দিন দেন ভব, ঘুচাইব দুখ তব,
প্রতিজ্ঞা আমার আমি বধিব সুজারে"
নতুবা মরিব তবু না ভজিব তারে!"

এত বলি নীরবিলা, রোহিলা সুন্দরী, ধারা বহে দুনয়নে।
ভাসে ম্লান গণ্ডস্থল, নিশির শিশির জল,
হেমন্ত প্রভাতে যথা অতি সন্তর্পণে,
ধোয়ায় সুরভি-খনি-গোলাপ বদনে!

জননী অমনি কোলে নিলেন তুলিয়া, চুম্ব দিয়া চন্দ্রাননে।
স্নেহেতে অঞ্চল দিয়া, আঁখি নীর মুছাইয়া,
দিলেন ছুরিকা এক আশ্বাসি গোপনে,
"সর্ব্ব দুঃখ শান্তি এই রাখ সযতনে।"

রোহিলার সুখরবি কালী গঙ্গা কূলে, আজ হোল অস্তগত।
সংসার আঁধার করি, সুজার আদেশে হরি,
আনিলা রোহিলা বালা অস্ত্রী দল যত।
গরাসিল শশী রাহু চির দিন মত।

ফুটিল শোভন ফুল সৌরভ নিলয়, চৌর প্রমদ কাননে।
উদ্যান-কুসুম জিত, রূপে দিক্ প্রমোদিত,
গরবিত সুজা অতি, সে রূপ কারণে।
শয়নে স্বপনে তারে সদা জপে মনে।

একদা গোমতী তীরে নিশীথ সময়, ঘোর পূর্ণ অন্ধকার।
নীরব সমস্ত ভব, নক্ষত্র রঞ্জিত নভঃ,
একাকিনী ভ্রমে ধনী নয়নে আসার
বরষে, বিবর্ণ, নাহে সে লাবণ্য আর।

চমকি উঠিল ধনী ভাঙ্গিল সে ভাব, রব সহসা শুনিয়া।
খুলি গেল সিংহ দ্বার, শব্দ হয় পদাচার,
অমনি কামিনী ভয়ে বসিল উঠিয়া।
ওই সে পামর আসে হাঁসিয়া হাঁসিয়া।

কত যে সাধিল সুজা বিনয় বচনে, চাহি, সে বিধু বদনে।
আগে হাতে দেয় চাঁদ, এই যে নবাবী ফাঁদ,
ভুলায়েছে কত ইথে রমণী রতনে।
ভুলে কি রেমত কন্যা সে পাপ ছলনে?

"কখন ভেবনা, সুজা, দাসের দাসিত্ব, আমি, করিব স্বীকার।
এখনো বিনয়ে বলি, ত্যজ মোর যাই চলি,
নবাবের সুখে নাহি বাসনা আমার।
যারে আমি নাহি চাই লয় সাধ্য কার।"

বচনে যাহারে হারে বলে তারে জয় করে নবাব বিলাসী।
তবে সুজা অগ্রসরি, ধনির বদন ধরি,
বলেতে বিনয় করি, কহে প্রিয়ভাষী।
পলাইতে চাহে ধনি সুজা ধার আসি।

এত করি সুলোচনা দেখিল যখন আর, নাহিক নিস্তার।
করিতেছ ছুরিকারে, বাহিরিয়া গণে তারে
দারুণ আঘাতে সুজা করিল চীৎকার।
পলকে বিলাসী হায় হোল শবাকার॥

কুসুমের মাঝে একি কাল ভুজঙ্গিনী, বসে বিলাসীর তরে!
কুসুম যে ভাল বাসে, কুসুম তাহারে নাশে,
মুদিতা পদ্মিনী যথা বিলুব্ধ ভ্রমরে।
আলোকে পতঙ্গ পড়ি পলকেতে মরে।

এই বীরকলা গীত অদ্যাবধি সবে গায়, রোহিলার বাসে।
কোথা কন্যা গেল শেষ, উদ্দেশ নাহিক লেশ,
কুটির কি রাজালয় কোথা না প্রকাশে।
রোহিলা নিবাসী জনে সতত নিশ্বাসে।

স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী।

সাধারণ বিদ্যার যে যে অঙ্গ স্ত্রী জাতির সাধনোপযোগী তাহা অতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী বিশেষ বিদ্যাতে স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক অধিকার আছে এবং তদ্বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। চিত্র বিদ্যা, সূচের কর্ম্ম, সঙ্গীত, গার্হস্থ্যতত্ত্ব এবং শিশু পালন এই কয়েকটী স্ত্রীশোভন বিশেষ বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে উল্লিখিত কয়েকটী বিদ্যাতে নারীদিগের বিশেষ অধিকার কিরূপে আমরা নিরূপণ করিলাম? তাহার উত্তর এই যে তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং সাংসারিক অবস্থা এই বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। যাহাদের হৃদয়, মন অপেক্ষা স্বভাবতঃ প্রবল, যাঁহারা বিশেষরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গ্রাহিণী, এবং শোভা, পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ, তাঁহারা যে চিত্র ও সূচী বিদ্যার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত, তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতে যেরূপ অসামান্য ধৈর্য্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং বিস্তৃত অবসরের প্রয়োজন, তাহাও তাঁহাদিগের আছে। ইহাতে নির্দ্দোষ সুখেরও অভাব নাই। কোন সুশোভন প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা কোন প্রিয়দর্শন আত্মীয়ের মুখ দেখিয়া এক খানি সুন্দর ছবি চিত্রিত করিতে পারিলে হৃদয় যে হর্ষে উৎফুল্ল হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব এই দুইটী বিদ্যার অনুশীলন করা নারী জাতির কর্ত্তব্য। সঙ্গীত সম্বন্ধে নারীর উপযোগিতা আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহার সুমিষ্ট স্বর কে অস্বীকার করিতে পারেন? জন সমাজের পরিতোষ ও উপকারের জন্য কি উহা ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় নাই? অতএব উহার অবহেলা না করিয়া উহার সদ্ব্যবহার করা বিধেয়। সুমধুর পবিত্র সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া যদি স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম মন্দিরে, পরিবার ও বন্ধু মণ্ডলী মধ্যে গান করেন, তাঁহাদেরও সমাজের উভয়েরই বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা। গৃহের ভার স্ত্রীর হস্তে যেমন, স্বামীর হস্তে তেমন নহে। স্বামী বাহিরে বাহিরে পরিশ্রম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিবেন এবং বিপদ বা

পরীক্ষা উপস্থিত হইলে, পুরুষোচিত বল ও বুদ্ধি অনুসারে সংসারের বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কিন্তু সংসারের যথার্থ ভার স্ত্রীর হস্তে। স্বামী তাহার সহায়। গৃহ মার্জ্জনা, বস্ত্র ও শয্যাদি পরিষ্কার রাখা। রন্ধনও আহারের আয়োজন, দৈনিক ব্যয় ও উহার হিসাব, ভৃত্য শাসন এবং অতিথি সেবা এই কয়েকটী সাংসারিক কার্য্য সাধনের জন্য গৃহিণীদিগের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা লাভ করিতে হইবে। কেবল পুস্তক পাঠ, অঙ্ক বিদ্যা ও হিসাব বিদ্যালয়ে শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু অপর বিষয় গুলি জানিতে হইলে শ্রেষ্ঠ জাতিদিগের ও শ্রদ্ধেয় বন্ধুদিগের অবলম্বিত, উৎকৃষ্টতর গৃহ ধর্ম্ম প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন ও অভ্যাস দ্বারা উহার সাধন নিতান্ত আবশ্যক। স্ত্রী যদি গৃহ কার্য্যে সুদক্ষ না হন, তাঁহার অন্যান্য সহস্র গুণ থাকিলেও তাঁহাকে সকলে নির্গুণ ও অপদার্থ বলিবে। যে গৃহে সমস্ত সামগ্রী সুন্দররূপে যথা স্থানে স্থাপিত, যে গৃহে সাংসারিক কার্য্য প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যথা সময়ে নির্ব্বাহিত হয়, যে গৃহে পারিবারিক সদ্ভাব ও কুশল নিয়ত কাল বিরাজ করে ও দাস দাসী সকলে সুশাসিত, যে গৃহে অতিথিসেবার কোন ত্রুটি হয় না, সেই গৃহের কর্ত্রীকে আমরা সুশিক্ষিত বলি। শিশু পালন স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য মধ্যে একটী গুরুতর ব্রত, শিশু সন্তান যখন গর্ভে থাকে, তখন হইতেই উহার প্রতি মাতার কর্ত্তব্য আরম্ভ হয়। যাহাতে উহার শরীরের রক্ষণ ও যথারীতি বর্দ্ধন হয় এবং কোন প্রকারে উহার অঙ্গবৈকল্য অথবা অসুস্থতা না হয়, মাতা সর্ব্বদা এমত চেষ্টা করিবেন। ভূমিষ্ঠ হইলে উপযুক্ত ধাত্রীর সাহায্য ও সূতিকা গৃহের নিয়মাদি পালনপূর্ব্বক ঐ সন্তানকে রক্ষণ ও পালন করিতে হইবে। শৈশবাবস্থা হইতে বাল্যাবস্থায় উপনীত হইলে সন্তানের শরীর এবং মন উভয়েরই ভার মাতার হস্তে ন্যস্ত হয়। যত দিন পর্য্যন্ত না বিদ্যালয়ে যাইতে সক্ষম হয়, তত দিন বালক বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষা ও নীতি শিক্ষা জননী দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। যাহাতে অসভ্য ও পাপাচারী ভৃত্য অথবা অন্য কোন মন্দলোকের সংসর্গে বা দৃষ্টান্তে পুত্র কন্যাগণ মন্দ পথে না যায়, তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগকে এরূপ শাসনে রাখিবেন। নারীর হৃদয় অতি কোমল, এ জন্য অনেক মাতা অতিশয় স্নেহে অন্ধ হইয়া সন্তানদের দোষের

প্রতি উপেক্ষা করেন ও প্রশ্রয় দেন। একারণ বশতঃ কেহ কেহ চির পীড়নে দুরাচারী হইয়া জন সমাজের অনিষ্ট সাধন করেন। মাতার দোষে সন্তান যেমন মন্দ হয়, তেমনি কত কত গুণবতী, ঈশ্বর পরায়ণা জননীর উপদেশ ও সুশাসনে ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশে সন্তানেরা জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়া জগতে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

পরিশেষে ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করা যে নিতান্ত আবশ্যক যাঁহারা সামাজিক বিজ্ঞান সমুচিতরূপে অধ্যয়ণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা কখন অস্বীকার করিতে পারিবেন না, অধার্ম্মিক পুরুষ অপেক্ষা অধার্ম্মিক নারী সমধিক ভয়ানক। পুরুষদিগের মধ্যে অনেক অবিশ্বাসী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন স্ত্রীলোক যদি বলেন আমি ঈশ্বর মানি না, ইহা শুনিলে আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হয়। নাস্তিকা ব্যভিচারিণী অপেক্ষা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর আর কিছু আমরা কল্পনা করিতে পারি না। তেমনি আবার ঈশ্বরপরায়ণা সাধ্বী সতী অপেক্ষা সুন্দর বস্তু আর জগতে নাই। নারীদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইলে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধর্ম্ম পুস্তক সকল অধ্যয়ন করাইতেই হইবে এমত নহে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কঠোর ও কঠিন তত্ত্ব লইয়া বিচার করা ও বিভিন্ন মতের মীমাংসা করা তাঁহাদের পক্ষে তত আবশ্যক নহে। কেবল ধর্ম্মের মূল ও সার তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য; যথা ঈশ্বর ভক্তি ও তাঁহার আদেশ পালন। যাহাতে ছাত্রীরা সৃষ্টি কর্ত্তাকে পিতা জানিয়া ভাল বাসেন এবং প্রভু বলিয়া অনুগত দাসীর ন্যায় তাঁহার সেবা করেন এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সকল সাধন করেন, শিক্ষকেরা সর্ব্বদা এরূপ উপদেশ দিবেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপ-কথন।

বাতী কি প্রকারে জ্বলে?

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সু। মা, একটা সেজের ভিতর যখন বাতি জ্বলে, তখন সেই সেজের উপরে একখানি রেকাব চাপা দিলেই বাতি নিবিয়া যায় কেন?

মা। সত্য কি বল?

সত্য। আমার বোধ হয়, বাতাস না পেলে আলো জ্বলে না, রেকাব

চাপা দিলেই বাতাস বন্ধ হলো, বাতি জ্বলিবে কেন?

সু। কেন, সেজের ভিতর ত বাতাস থাকে?

সত্য। সে বাতাস যে খারাপ হইয়া যায়। কেমন মা, তাতে কি আলো জ্বলে?

মা। সত্য যা বল্‌ছিলে, মোটা-মুটি ঠিক্ বটে, কিন্তু ইহার ভিতর আরো বিশেষ কথা আছে। বায়ু ভিন্ন আলো জ্বলে না কেন? আমি তোমা-দিগকে পূর্ব্বে অম্লজন নামে একটি বাষ্পের কথা বলিয়াছি, মনে আছে?

সত্য। হাঁ মা, তাহা না হইলে কোন জীব বাঁচেনা, আলোও জ্বলে না।

মা। বায়ুতে সেই অম্লজন আছে বলিয়াই তাহা জ্বলনের সাহায্য করে; যদি কোন প্রকারে বায়ুর অম্লজন নষ্ট হইয়া যায়, সে বায়ু জীবনের পক্ষে অপকারী, আলোকেরও শত্রু। এখন বুঝিয়া দেখ যতক্ষণ বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত আলোকের যোগ ছিল, ততক্ষণ অম্লজনের যোগে তাহা বেশ জ্বলিতেছিল, কিন্তু রেকাব চাপা দিয়া সে যোগ কাটিয়া দিলে, আলোও ক্রমে ক্রমে মিড়মিড়ে হইয়া নিবিয়া গেল।

সু। রেকাব চাপা দিলে সেজের ভিতর যে বাতাস রহিল, তাহাতে কি অম্লজন নাই?

মা। সে অম্লজন বিকৃত হইয়া কার্বনিক আসিড গ্যাস্ বা অঙ্গারক নামে এক প্রকার বায়ু হইল, তাহাতে আলো জ্বলে না।

সত্য। মা, আমি একটী বাতি জ্বালিয়া আনিতেছি, বাতি জ্বালার সব বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেও না। এই নেও জ্বলন্ত বাতি।

সু। মা, বাতি যেমন জ্বলছে, তার মাঝখানটা ক্ষয়ে যাচ্চে আর ধার গুলা মোটা মোটা হয়ে উঠছে কেন?

সত্য। তা আমি বল্‌তে পারি। আলোর উত্তাপ বাতির মাঝখানে অধিক লাগে, কাজে কাজে তাহা গলিয়া যায় এবং ধারে কম উত্তাপ বলিয়া সেখানে গিয়া জমে।

সু। সে যা হোক, কিন্তু আমার বোধ হয় আলো ক্রমে ক্রমে বাতিটা খাইয়া ফেলে।

সত্য। বা! আলো না কি আবার বাতি খায়?

মা। সুশীলা যা বলিল তা হাসির কথা বটে, কিন্তু যথার্থ কথা। সত্য, বল দেখি একটী প্রদীপ

জ্বলিতে থাকিলে তাহার তৈল ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায় কেন ?

সত্য। আমরা কৈশিক আকর্ষণের কথায় শুনিয়াছি, কেশ অর্থাৎ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত নল কোন তরল বস্তুর সহিত যোগ করিয়া দিলে সব ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করিয়া লয়। প্রদীপের সলিতা তৈলের সহিত সংযুক্ত হইয়া কৈশিক আকর্ষণে তৈল টানিয়া লয়. ইহাতে তাহা পুড়িয়া যায়, তাই কমে।

মা। এখানে সলিতা দ্বারা প্রদীপ যেমন তৈল খাইল, বাতিও তেমনি পলিতাদ্বারা মোম খায়। বিজ্ঞানের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে, উত্তাপে মোম তরল হয় এবং সেই তরল পদার্থ পলিতার কৈশিক আকর্ষণে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আলোকের জীবন সংরক্ষণ করে। বাতির ধারে ধারে মোম জমিয়া যে কঠিন হয়, তথাকার বায়ুর অধিকতর শীতলতাই তাহার কারণ বটে।

সত্য। তা বটে, তরল পদার্থ টানিবার জন্যই বাতির ভিতর পলিতা থাকে, খানিকটা মোম শুধু জ্বালিয়া দিলে জ্বলে না। আচ্ছা মা, মোম গলিয়া যেমন তরল হয়,তাহাই কি জ্বলিতে থাকে ?

মা। মোম গলিয়া প্রথমে তৈলের ন্যায় তরল হয়, কিন্তু পরে আরো গলিয়া বাষ্পের ন্যায় হাল্‌কা হয় তাহাই জ্বলিতে থাকে। এই দেখ আর একটা বাতি জ্বালিয়া পূর্ব্বের বাতিটা নিবাইয়া দিলাম, কি উঠিতেছে দেখিতেছ ?

সত্য। ধোঁয়া।

মা। এই ধোঁয়ার উপরে দেখ, একটু আলো ধরিলাম, বাতি দপ্ করিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল।

সু। মা! অত উপরে আলো ধরিলে, বাতি জ্বলিল কেমন করে ?

মা। ধোঁয়া জ্বলিয়া পলিতার সহিত যোগ করিয়া দিল। এই ধোঁয়া আর কিছুই নয়, মোম গলা বাষ্প। অতএব মোম এইরূপ সূক্ষ্ম বাষ্প হইয়া জ্বলিতে থাকে। সেই উত্তপ্ত বাষ্পের তাপে আরো মোম গলিতে থাকে, তাহা আবার বাষ্প হইয়া জ্বলে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাতি ধোঁয়া হইয়া পুড়িয়া যায়।

সু। আলোর শিস্ উপর দিকে উঠে কেন ?

মা। বাতাস গরম হইলেই হাল্‌কা হয়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে হাল্‌কা বস্তু উপরে উঠে

অথবা ভারি বস্তু হালকা বস্তুকে উপরে ঠেলিয়া দেয়। গরম বায়ুর প্রবাহ যেমন উপর দিকে উঠিতে থাকে, আলোও সেই সঙ্গে উর্দ্ধ মুখ হয়।

মা। আচ্ছা, তোমরা এখন আলোকের শিখাটী পরীক্ষা কর। ইহা একটী গিরজার চূড়ার মত দেখিতেছ না ইহার মধ্য স্থলে কি?

কর্কট।

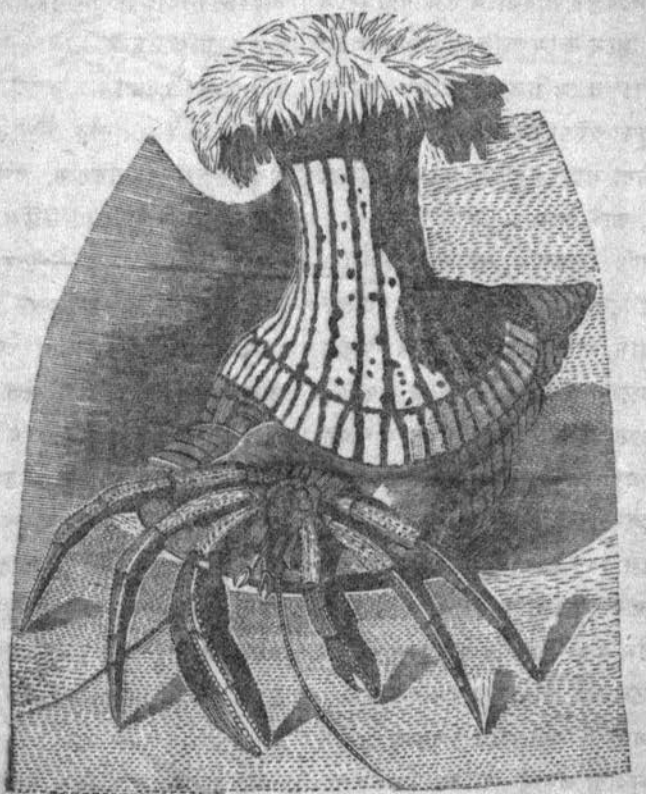

শ্রাবণ মাস, ভানু কর্কট রাশিস্থ, কর্কট সংক্রান্তিতে সূর্য্যের কিরণ সরলভাবে পতিত হওয়ায় পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধের দিনমান যতদূর বাড়িবার বাড়িয়াছে, এসময়ে কর্কট সংক্রান্ত কিছু কিছু বিবরণ অবগত হওয়া পাঠিকাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কর্কট জলে বাস করে বটে, কিন্তু হিম সমুদ্র ভাল বাসে না, যত উষ্ণ কটিবন্ধনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ইহার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সমুদ্র ব্যতীত ইহা খালে ও নদীতে ও ঝাঁক বাঁধিয়া থাকে এবং কখন কখন শুষ্ক ভূমিতেও বাস করে।

স্থল কর্কট নামে এক জাতীয় কর্কট আছে, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিলেই হাঁপাইয়া মরিয়া যায়। ইহা প্রায় সমুদ্র হইতে বহুদূরস্থ ঝোপের ছায়ায় বাস করে। অনেক সময় গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে যতদূর সাধ্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সমস্ত দিন গর্ত্তে চুপ করিয়া থাকে, সন্ধ্যা হইলেই বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক আহারান্বেষণ করে।

কর্কটদের কানকুরা বা শ্বাস যন্ত্র শরীরের ঠিক্ মধ্যস্থলে স্থাপিত এবং দেখিতে যেন কতকগুলা ছেঁড়া নেকড়া জড়ান পুঁটুলি। এই শ্বাসযন্ত্র সর্ব্বদা ভিজা না থাকিলে কর্কটের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। কর্কটেরা প্রধান ভ্রমণকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং একস্থান হইতে বহুদূরে পর্য্যটন করিয়া থাকে। ইহাদের শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে অনেক গুলি জলের থলি আছে, রেলের গাড়ী চালাইবার পূর্ব্বে যেমন এঞ্জিন জলপূর্ণ করিয়া লইয়া যায়, ইহারা তেমনি কোন স্থানে যাইবার পূর্ব্বে থলী গুলি জলপূর্ণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে শ্বাস যন্ত্র সর্ব্বক্ষণ আর্দ্র থাকে, রৌদ্র ও উত্তাপের কোন কষ্ট অনুভব হয় না।

এক শ্রেণীর কাঁকড়ার একটা দাড় প্রায় সমস্ত শরীরের ন্যায় বৃহৎ। যখন কাঁকড়া ছোটে,ঐ দাড়টী মাথার উপর তুলিয়া চলিতে থাকে, যেন কাহাকে পশ্চাৎ ২ যাইতে সঙ্কেত করিতেছে। এইজন্য ইহাকে নিমন্ত্রক কর্কট বলে। ইহা যখন গর্ত্তের মধ্যে থাকে, ঐ দাড়টী আগড়ের মত রাখিয়া দ্বারদেশ অবরোধ করে।

নারিকেল ভোজী নামে এক জাতীয় কর্কট আছে। এরূপ জন প্রবাদ শুনা যায় যে এই কর্কটেরা নারিকেল এত ভাল বাসে যে গাছ বাহিয়া উঠিয়া তাহা ভক্ষণ করে। এতদূর সত্য না হউক ভূমি পতিত নারিকেল ইহারা খাইয়া থাকে, তাহা দেখা গিয়াছে। ইহার সম্মুখস্থ দাড়ে এক জোড়া সাঁড়াশ আছে, মনোমত একটী নারিকেল খুঁজিয়া পাইলে

কাঁকড়া দাড় দ্বারা ছোবড়া ছাড়াইতে থাকে, এক একগাছি করিয়া ছোবড়ার সূত্র ছাড়ায়। তৎপরে নারিকেলের যে তিনটী চোক আছে, তাহাতে সজোরে আঘাত করিতে থাকে। পশ্চাতের দাড়ে আর এক যোড়া সাঁড়াশী আছে, কিন্তু তাহা তত শক্ত নয়, তদ্দ্বারা শাঁস খুলিয়া ফেলে। এক একবারে এত খোলে যে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ রূপে তাহার আহার সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা যে গর্ত্তে বাস করে, তাহা ছেঁড়া নারিকেল ছোবড়ার গদীর মত শয্যাতে সুসজ্জিত হয় এবং তাহাতে ইহা সুখে শয়ন করে। নারিকেল ভোজী কাঁকড়া খাইতে বড় সুস্বাদু, ইহা এত হৃষ্ট পুষ্ট হয়, যে ইহার শরীর হইতে এক কোয়ার্ট তৈল বহির্গত হয়।

যে দাড় দিয়া নারিকেল কাটা যায়, তাহা যে কত শক্ত ও তীক্ষ্ণ নিম্ন লিখিত দৃষ্টান্তে বিলক্ষণ বুঝা যায়। একজন জাহাজের অধ্যক্ষ এইরূপ একটী কাঁকড়াকে স্বদেশে আনিবার জন্য টিনের বাক্সের মধ্যে বদ্ধ করেন এবং ঢাকুনি লোহার তার দিয়া জড়াইয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখেন। কাঁকড়া তাহা কাটিয়া বাহির হইয়াছিল এবং টিনবাক্স নানাস্থানে ফুটা করিয়া ফেলিয়াছিল।

কাঁকড়া বড় বিবাদপ্রিয়। কাঁকড়ায় কাকড়ায় সর্ব্বদাই যুদ্ধ হয়, যে জয়ী হয় সে পরাজিতের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া ভক্ষণ করে।

কাঁকড়ার দশ পা এইজন্য ইহাকে দশরথ বলে। ইহার দেহটী শক্ত খোলায় আবৃত এবং দাড়গুলি বিলক্ষণ বলবান্ ও ধারাল, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

এক জাতীয় কর্কট আছে, তাহার সম্মুখের দিক্ দৃঢ় আবরণে আবৃত এবং দাড় বিশিষ্ট, কিন্তু পশ্চাতের দিক্ অনাবৃত এবং একটী নরম লাঙ্গল যুক্ত। একারণে ঐ হতভাগ্য জীব সাঁতার দিতেও পারে না, দৌড়িতেও পারে না। কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সে অসম্পূর্ণতা দূর করিবার উপায়ও করিয়াছেন। এ জন্তুটী যে নিরাশ্রয় তাহা নিজে বুঝিতে পারে এবং আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। সমুদ্র তটে বহুসংখ্যক শম্বুক পাওয়া যায়, ইহা তাহাদের একটীকে মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে লাঙ্গুলটী প্রবেশিত করিয়া দেয় এবং তাহাই

শরীরের আবরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। ইহাতে শরীরের বর্ম্মের কার্য্য করে। প্রথম প্রথম ইহা খালি শামুক বাছিয়া লয়, কিন্তু যত বড় হয়, তত সাহসী হইয়া উঠে এবং তখন মনোনীত একটী শম্বুক পাইলে তাহা শূন্য কি তন্মধ্যে কোন জীবিত জন্তু আছে, বিচার করে না। যদি তন্মধ্যে জন্তু দেখে, সত্বর হইয়া আক্রমণ করিতে যায়, জন্তুটী তাহার শুঁড় গুটাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু কাঁকড়া ধারাল দাড়া দ্বারা তাহার শুঁড় কসিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করে এবং বাহির করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। তৎপরে আনন্দে শম্বুকের গৃহে প্রবেশ করে এবং তাহা আপনার গৃহ করিয়া লয়। যখন কাঁকড়ার শরীরের আয়তন শম্বুক গৃহ অপেক্ষা বৃহৎ হয়, তখন ইহা সে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত আর একটি আশ্রয় অন্বেষণ করে।

এই জাতীয় কাঁকড়ার একটী ছবি অঙ্কিত হইল, ইহার নাম তপস্বী কর্কট, কিন্তু ইহার নাম তপস্বী না বলিয়া চোর অথবা ভণ্ড তপস্বী বলাই উচিত। ইহা অতি ভয়ঙ্কর ও নৃশংস। কিন্তু ইহা দুষ্ট হইলেও ইহার উপর আবার দুষ্ট আছে, চোরের উপর বাটপাড়ি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই ছবিতে কর্কটের পৃষ্ঠে গাছের মত যে একটী জিনিষ রহিয়াছে, উহা এক প্রকার প্রবাল কীট। এই প্রকার কর্কট দেখিলেই ঐ প্রবাল কীট তাহার পৃষ্ঠের উপর চাপিয়া বসে এবং সে হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। কাঁকড়া একে পিঠে একটা শামুক বয়, তাহার উপর আবার ঐ কীটের ভার পড়িলে বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, গা ঝাড়িয়া প্রবালকে ফেলিতে চায়, কিন্তু সে শামুকের উপর আটা দিয়া তত শক্ত করিয়া বসে, ইহাতে তপস্বী কর্কটের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ অলস জন্তুটীকে পৃষ্ঠ দেশে বহন করিতে হয়।

কর্কটদিগের স্বাভাবিক সংস্কার।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী পশ্চিম ভারত নামক দ্বীপপুঞ্জে কাঁকড়াদিগের অসংখ্য ঝাঁক আছে। তাহাদিগকে বায়লেট কাঁকড়া বলে। তাহারা বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় পাহাড়ের গহ্বর বা বৃক্ষের

কোটরে বাস করে। তাহাদের বিন্দু বিসর্গে ও কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ যেমন ঘোরতর বর্ষাকাল আগত হয়, কর্কট দিগের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হয় এবং সমুদ্র তীরে যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হয়। তথায় গর্ভবতী কর্কটীরা ডিম্ব প্রসব করিতে যায়।

কর্কট সৈন্য যখন সমুদ্র যাত্রায় বহির্গত হয়, তিন মাইল পথ যুড়িয়া সারি দিয়া চলিতে থাকে, ইহাতে ইহাদের সংখ্যা যে কত, কতকটা বুঝা যায়। পথবর্ত্তী রাস্তা, বন, উদ্যান কাঁকড়াতে যেন ছাইয়া ফেলে। তাহারা এমন একপ্রকার শব্দ করিতে করিতে যায়, যে বহু দূর হইতেও তাহা শ্রুত হইয়া থাকে।

রাত্রিকালে নিরাপদ সময়, এই বলিয়া কর্কটেরা রাত্রিকালে চলিতে থাকে। পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য বলবান্ কর্কটেরা অগ্রগামী হইয়া যায়। পোয়াতী কাঁকড়ারা তৎপরে থাকে। বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল কর্কটেরা সকলের পশ্চাতে আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। কর্কটেরা পথে কোন বাধা মানে না। তাহারা বেড়া ঝোপ, খানা খন্দ ভাঙ্গিয়া চলিতে থাকে এবং সম্মুখে খাদ্য যাহা পায় খাইয়া ফেলে। যদি কোন শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহারা দাড়ার শব্দ করিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে। সম্মুখে কোন বাটীর দ্বার খোলা থাকিলে সকলে তন্মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হয়।

স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা তাহারা সমুদ্রে যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথ জানিতে পারে এবং দক্ষিণে বা বামে না হেলিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। যদি কোন দুর্ভাগ্য কাঁকড়া আহত বা পীড়িত হয়, তাহার নিষ্ঠুর সঙ্গীরা একটু থামে এবং তাহাকে খাইয়া ফেলে।

সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলে কর্কট দিগের অনেক গুলি কাজ সত্বর হইয়া সম্পন্ন করিতে হয়। প্রথমেই কর্কটেরা সমুদ্র তরঙ্গে একবার অবগাহন স্নান করিয়া আইসে। পরে সাগর তটে গর্ভিণীরা ডিম্ব প্রসব করে। একার্য্য শেষ হইলে সমস্ত কর্কট দল তাহাদিগের খোলস ছাড়িবার জন্য গর্ত্ত বা নিভৃত স্থানে যায়। অনেক কষ্টে খোলস্ ছাড়িয়া তাহারা দুর্ব্বল

ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল গত না হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। পরে নূতন খোলস জন্মিলে এবং শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে তাহারা পুনরায় গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু প্রত্যাগমন পথ তত সুখকর নয়। কর্কটেরা ক্লান্ত ও দুর্ব্বল থাকে, পথিমধ্যে অনেক গুলি ধৃত ও হত হয়। অল্প সংখ্যক মাত্র নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে প্রত্যবর্ত্তন করে।

কর্কট শাবকেরা কিছু দিন পরে ফুটিয়া বাহির হয়, কিন্তু তাহাদের আকার কাঁকড়ার মত কোন অংশেই বোধ হয় না। তাহারা দেখিতে কিম্ভূত কিমাকার। মাথাটী শিরস্ত্রাণের ন্যায়, তাহা হইতে একখানি কুঠার যেন বাহির হইয়াছে। চক্ষু দীর্ঘাকৃতি, এক যোড়া উজ্জ্বল চক্ষু। এই সময়ে ইহারা আনন্দে জলে সন্তরণ করে। ইহাদিগকে বড় কর্কটের আকার ধারণ করিতে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তনের পর তাহা হয় এবং তখন ইহারা সন্তরণ ত্যাগ করিয়া স্থল পথে ভ্রমণ করে। শাবকদের যথার্থ কর্কট মূর্ত্তি হইলে তাহারা পিতৃমাতৃ উদ্দেশে পর্ব্বত দেশের অভিমুখে যাত্রা করে। এই সময় সমস্ত রাস্তা কাঁকড়ার ছানায় থিক থিক করিতে থাকে এবং তাহারা খুর খুর করিয়া শীঘ্র২ চলিতে থাকে। স্বাভাবিক সংস্কারই তাহাদের পথ প্রদর্শক। তাহাদের চারিদিকে বিপদ, পশুপক্ষীরা তাহাদিগকে শিকার করিয়া আহার করিতে সর্ব্বদাই লোলুপ। ক্ষুদ্র কর্কটদল তথাপি সাহস পূর্ব্বক চলিতে থাকে এবং অবশেষে অল্প সংখ্যক পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হয় ও অদৃষ্ট মাতা পিতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হয়।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, গত ৬ই জুলাই বরাহনগরের লোকে একটী সভা করিয়া মিস্ এক্রয়েডকে একখানি অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। আমাদিগের মাননীয়া বিবী যে জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, এখন তাহা সম্পন্ন করিতে বিশেষ মনোযোগী হউন্।

২। ভারত সংস্কারক লিখিয়াছেন, বাঙ্গালোরের একজন দেশীয় বণিক্ দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ ৬০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এ দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত কৈ?

৩। উক্তপত্র বলেন 'মান্দ্রাজে

স্ত্রীঙ্গাম্বা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক তৈলঙ্গ ভাষায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উত্তম উত্তম বক্তৃতা করিতেছেন। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা যেমন, ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ তেমনি স্ত্রীলোকের উন্নতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

৪। মৃত মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রদ্বয়ের ভরণ পোষণ ও শিক্ষাদানার্থ ৮০০০ টাকা আনুমানিক ব্যয় স্থির হইয়াছে। এই টাকা সংগ্রহের জন্য এদেশীয় কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি একটী কমিটী করিয়াছেন। বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রধান উদ্যোগী। দয়াবতার মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং আমাদিগের অন্যান্য পাঠিকাগণ এই হিতকর কার্য্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

৫। সুবিখ্যাত কুমারী কার্পেণ্টার এক্ষণে আমেরিকাতে। তিনি তথায় ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের শিক্ষার সাহায্যার্থ একটী সভা করিয়াছেন। ডল সাহেবের পত্নী তাহার সম্পাদিকা হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে মিস্ কার্পেণ্টরের এ প্রকার উদ্যোগ-পরায়ণতা এবং ভারতবর্ষের শুভ চেষ্টা যার পর নাই প্রশংসনীয়।

৬। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম আমেরিকার কতকগুলি স্ত্রীলোক বহুবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। অধিক সভ্যতাবৃদ্ধির কি এই ফল?

৭। এডুকেশন গেজেটে দেখা গেল, যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মৃজানগর গ্রামনিবাসী শ্রীরামকুমার নাথের জ্যেষ্ঠা বিধবা কন্যার সহিত তন্নিকটবর্ত্তী মদ্দিকুল গ্রামের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র নাথের উদ্বাহ কার্য্য হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স ৪০ ও পাত্রীর ১৭ বৎসর। বিধবা বিবাহ যশোহর জেলায় এই প্রথম সম্পন্ন হইল।

৮। অবলাবান্ধব বলেন, কুমারী এমিলিফেথফুলকে ইংলণ্ডের শ্রমজীবিগণ তাহাদিগের একান্ত হিতাভিলাষিণী জানিয়া একটী স্বর্ণঘড়ী উপহার প্রদান করিয়াছে।

৯। "অযোধ্যায় একটী স্ত্রীলোক তাহার দুহিতা সমভিব্যাহারে ৭০০ টাকার অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক (হর্দ্দুইয়ে) এক্কায় আরোহণ করিয়া বাটী যাইতেছিল। পথে এক্কাচালক তাহাদিগকে একটী বিরল প্রদেশে লইয়া গিয়া তথায় বন্ধনপূর্ব্বক তাহাদের গাত্রের অলঙ্কারগুলি কাড়িয়া লয়। অনন্তর যে ছুরীতে অলঙ্কার সমুদায় কাটিয়া লয়, তাহা নিম্নে একটী গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যাওয়ায় সে ব্যক্তি ঐ ছুরী যেমন তুলিয়া লইতে যাইবে, অমনি গহ্বরস্থিত সর্পে তাহার হস্তে দংশন করে। যাতনায় অস্থির হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার ঐ খানেই মৃত্যু হয়। কতকগুলি রাহী তথা দিয়া যাইতেছিল, তাহারা

ঐ স্ত্রীলোকদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বন্ধন খুলিয়া দেয়। অনন্তর পুলিসে সংবাদ দেওয়ায় পুলিসের লোকে আসিয়া লাস ও তাহার নিকটস্থিত অলঙ্কারগুলি থানায় স্ত্রীলোকদিগের সহিত চালান করে।" এ, গে।

১০। পারস্যরাজ সা ইউরোপ ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিক সম্মান ও সমাদর পান। রাজ্ঞী তাঁহাকে ১০ হাজার টাকা মূল্যের এক খণ্ড হীরক প্রদান করিয়াছেন।

১১। রুসীয়েরা স্বাধীন তাতারের অন্তঃপাতী খিবানগর জয় করিয়াছে। তাহাদিগের সেনাপতি কফমান মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অপেক্ষাও না কি ইহাতে অধিক বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

১২। ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অধীনস্থ ছাত্রীদিগের ১২৮০ সালের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে ৯ জনের মধ্যে ৬ জন; ২য় বার্ষিক ৭ জনের মধ্যে ৬; ৩য় বার্ষিক ৬ জনের মধ্যে ৫; ৪র্থ বার্ষিক ২ এবং পঞ্চম বার্ষিক ১ জন ও সাধারণ বিষয়ে ১ জন সমুদায়ে ২৬ জনের মধ্যে ২১ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী জয় দুর্গা দাসী সর্ব্ব প্রধান ছাত্রী, বলিয়া বোধ হইল। আমাদিগের ঢাকার ভ্রাতৃগণের এই সাধু চেষ্টা চিরস্থায়ী ও সফল হউক এই আমাদিগের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরই একমাত্র বন্ধু।

ঈশ্বর আমাদের চিরকালের এক মাত্র বন্ধু। তিনি সম্পদ বিপদ সকল অবস্থাতেই উদার স্নেহে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের উপর অজস্র ধারে করুণা বারি বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার প্রসাদে আমরা এ জীবন ধারণ করিতেছি এবং নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ দ্বারা মনকে কৃতার্থ করিতেছি। প্রতিদিন আমরা ক্ষুধার সময় অন্ন ও তৃষ্ণার সময় জল এক মাত্র তাঁহারই কৃপায় প্রাপ্ত হইতেছি এবং তদ্দ্বারা শরীরকে পোষণ করিতেছি। তিনি আমাদের ইহকাল পরকাল উভয়কালেরই এক মাত্র বন্ধু। সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ্ সকল অবস্থাতেই আমাদের এক মাত্র সহায়। তিনি সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। আমরা ইহকালে যেরূপ তাঁহার করুণাতে নানা মত সুখ সম্ভোগ করিতেছি, পরকালেও আবার তাঁহারই চরণতলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইব। তিনি সকল সুখের মূলাধার। এই সংসারে মনুষ্যের যত কিছু প্রিয় বস্তু আছে, ঈশ্বর সেই সমুদায়ের মূল।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ তাহা যদি শিথিল ভাব ধারণ করে, তবে এই সংসারের সমুদয় বস্তুর

সহিত সম্বন্ধ শিথিল হইয়া যায়। ঈশ্বরই আমাদের চিরকালের সুহৃদ, ঈশ্বর আমাদের সুহৃদ না হইলে আমরা কোন্ কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। আমরা তাঁহার নিকট সহস্র অপরাধ করিলেও তিনি আমাদের প্রতি বীতস্নেহ হয়েন না। মনুষ্যের নিকট বারংবার এরূপ অপরাধ করিলে হয়ত একেবারে চিরদিনের নিমিত্ত তাহার বিরাগভাজন হইতে হয়, কিন্তু দয়াময় পিতা কোন মতেই আমাদের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন না। তাঁহার স্নেহ সাধুর প্রতি যেমন, পাপীর প্রতিও তেমনি, তিনি পাপী তাপী সাধু সকলকে এক চরণের তলে আশ্রয় প্রদান করেন। তাঁহার ন্যায় বন্ধু আর কোথায় পাইব? তাঁহাকে সুহৃদ না বলিয়া আর কাহাকে সুহৃদ্ বলিব? তিনিই আমাদের চিরকালের এক মাত্র সুহৃদ্।

শ্রীবরদা সুন্দরী চট্টোপাধ্যায়।

স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম।

মনুষ্যের যত প্রকার মনোবৃত্তি আছে, তন্মধ্যে আত্মসম্ভ্রম একটী প্রধান বৃত্তি। এই বৃত্তিটীর প্রতি অনাদর করিলে, জগদীশ্বরের সমাজ বন্ধন কৌশল একবারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। মনুষ্য পরস্পরকে সম্ভ্রম না করিলে জনসমাজ যে এত সুখ ও শান্তির আলয় তাহাও কেবল দুঃখ ও কষ্টের স্থান হইয়া উঠে। সম্ভ্রম ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে আছে বলিয়া আমরা অনেক সময় পাপ কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হই। সম্ভ্রমের জন্য পাপ করিতে বিরত হওয়া যদিও উৎকৃষ্ট পথ নয়, কিন্তু সর্ব্বদা অদৃশ্য ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া পাপ কার্য্য হইতে দূরে থাকা সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নয়, এই জন্য ইহা একটী সহজ উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজাদিগের আগমন অবধি এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রমের অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে, এমন কি স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম ভারতবর্ষে নাই বলিলেও বলা যায়। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা অধিকতর মন্দ। মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব কালে নানা প্রকার অত্যাচার হইত, তজ্জন্য স্ত্রী শিক্ষা একবারে উঠিয়া যায়। তাহাদের অত্যাচারে ভদ্র মহিলাগণ অন্তঃপুর বাসিনী হইয়া গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া কোন প্রকারে আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন। অবলাকুলের জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষার পথ সেই অবধি বন্দ হইয়া যায়, ক্রমে অবলাদিগের মন শিক্ষাভাবে অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ হইয়া সংসারের কদর্য্য রুচির দিকে ধাবিত হইয়া আসিতেছে। তৎকালে পুরুষদিগের মধ্যেও প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা অল্প ছিল, এমন কি সে সময়ে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা লোপ হইয়া গিয়াছিল বলিলেও বলা যায়;

সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্য কখন পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে পারেন না। সেই অসভ্য সময় হইতেই পুরুষগণ স্ত্রী জাতিকে সামান্য গৃহ সামগ্রীর ন্যায় বোধ করিয়া আসিতেছেন, পুরুষ সমাজে অবলাদিগের আর সম্ভ্রম নাই। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে বিলাসের দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই ভাবেন না, এই উভয় জাতির মধ্যে একটি পবিত্র ভাব নাই।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আমাদের বঙ্গদেশের মত এত মন্দ নয়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বম্বে দেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা অনেক অংশে ভাল। সে স্থানের পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে সম্ভ্রম করিতে জানেন, তথাকার স্ত্রীলোকেরা স্বামী ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ সঙ্গে প্রকাশ্য স্থানে বায়ু সেবন করিতে যান, তাহাতে সে দেশীয় ভগিনীগণকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতে হয় না। অপরিচিত আত্মীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্তঃপুর বাসিনীরা প্রকাশ্যে পরিবেশন করেন। কিন্তু আমাদের দেশে কোন স্ত্রীলোক প্রকাশ্য স্থানে গমন করিলে তাঁহাকে সম্ভ্রম করা দূরে থাকুক, আরো অপদস্থ করিতে সকলে চেষ্টা করেন। এক্ষণে শিক্ষিত যুবক দলের মধ্যে ও স্ত্রী সম্ভ্রম নাই, এইটি অধিকতর দুঃখের বিষয়। সে কালের লোক অজ্ঞান অশিক্ষিত ছিলেন, তাঁহারা যাহা করিতেন শোভা পাইত, এইক্ষণে শিক্ষিত দল ইংরাজি শিক্ষা করিয়া অনেক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছেন, ইংরাজ জাতির অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সদ্গুণ আছে তাহার একটিও অনুকরণ করেন না কেন? স্ত্রী জাতিকে সম্ভ্রম ও সমাদর করা ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ, শিক্ষিত দল কি তাহা জানেন না? তাঁহারা যদি বলেন স্ত্রীলোকেরা জ্ঞান ধর্ম্মে সুশিক্ষিত হইলে তাঁহারা সম্ভ্রম না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু অবলাদিগকে ধর্ম্মনীতি ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কাহার কাজ? ইহা কি শিক্ষিত দলের নহে? ইহাতে আস্তিক নাস্তিক কাহারও অনাদর করিবার কথা নয়। বঙ্গদেশ সকল দেশ অপেক্ষা এত হেয় ও নীচ কেন? ইহার কারণ এদেশে স্ত্রীলোকদের প্রকৃত সম্ভ্রম নাই। এই জন্যই এক্ষণে বঙ্গমাতা শিক্ষিত যুবকদলের নিকট আশা করিতে পারেন যে তাঁহারা আর আপনাদের পরিবারকে সৎশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত না হন, এবং যাহাতে অবলাকুলের প্রকৃত সম্ভ্রম রক্ষা হয় তাহার উপায় স্থির করেন। তাঁহারা শিক্ষিত বর্ব্বর হইয়া আর ইংরাজি জ্ঞান শিক্ষার কলঙ্ক না দেন এই প্রার্থনা ইতি।

রাণাঘাট।
শ্রী ক্ষ, কা,।

The Bamabodhini Patrika.

THE Shah of Persia lately visited England, and was received by all classes of the British public, high and low, with the greatest enthusiasm. The Queen also duly received her illustrious guest at Windsor, where the Shah, it is said, was so much pleased that he paid a gracious oriental compliment to Her Majesty, saying that hitherto he had counted his years from his birth, but should in future count them from his visit to Queen Victoria.

WE have already noticed the Duke of Edinburgh's proposed marriage with the daughter of the Emperor of Russia. We now hear that Prince Arthur will shortly proceed to Denmark to seek the hand of Princess Thyra.

IT is proposed to organize a Female Medical Mission at Rajpootana. The wife of the Political Agent at Jeypore, Mrs. Beynon, is the chief promoter. The Hon'ble Miss Lawrence is the Secretary of the Committee, and among the patrons we find the names of the Duke and Duchess of Argyll, Lord Lawrence and the Dean of Westminster.

A NEW order has been instituted by His Majesty the Shah of Persia, called the "Order of the Sun," which is intended only for ladies. It has been conferred on the Queen of England, the Princess of Wales, the Empress of Germany, the Princess Imperial of Germany, and the Cesarevna.

AN enterprizing Hindu gentleman of the Sonar caste, Mr. Hurry Chand Chintamon, well known in Bombay as a photographer, has proceeded to England with his wife and children. The Gaekwar of Baroda, whose interests he has gone to plead, will pay him 600 Rupees every month during his stay in England.

A CORRESPONDENT of a daily paper draws public attention to the practice prevalent among the lower classes of singing obscene songs in the streets of Calcutta. "Is it not a great scandal," he asks, "to the metropolis of British India that a gentleman cannot enjoy his evening walk without having his ears tainted with the indecent expressions of low men?" It is needless to say that the evil complained of is even more shocking to Native women who may have occasion to pass through the streets. The Government ought to take stringent measures to suppress this wide-spread evil.

THE thirty-sixth anniversary of the coronation of our Queen was celebrated in England on June 20.

WE understand that Miss Akroyd's projected school for Bengali women will be opened on the 1st proximo. We are concerned to hear that she is laid up at present, and has been advised not to stir out.

WHILE many of our educated countrymen are learning to eat beef and pork, it will interest our readers to know that there are not a few men and women in England who have joined the "Vegetarian Society," and live on bread and vegetables. They take neither meat nor wine, and are in that respect very much like rigid Hindus. The Vegetarian Society was established twenty-six years ago, and is slowly progressing.

MRS C. H. DEMELLO has been appointed to officiate as Lady Superintendent of the Female Normal School at Allygur and Inspectress of Girls' Schools in the North Western Provinces. Will no Inspectress be appointed for Bengal?

A NEW kind of plant is described in Palgrave's work on Central and Eastern Arabia, called the "Laughing Plant." It is so called because the seed when taken makes one laugh. The effects are thus described. The person begins to laugh boisterously; then he dances and sings and makes ludicrous gestures of all kinds. He becomes uproariously funny for about an hour, and when the excitement is over he falls into a profound slumber.

WE are glad to learn that Miss Carpenter's visit to America has produced tangible results. A society has been formed under the name of the American Association in Aid of Female Secular Education in India. In the list of members we see the name of Mrs Dall, wife of the Rev. C. H. A. Dall, American Missionary in Calcutta. The Rev. R. C. Waterston and Mrs S. W. Bush have been appointed Secretaries.

AT the bi-monthly meeting of the Bama Hitaishini Sabha, held on Friday, the 1st August, a paper was read on the Advantages of Travels. Miss Chamberlain, who takes deep interest in the welfare of Native women and does much, quietly and stealthily, for their benefit, was present on the occasion.

THE cause of Native Female education is slowly though steadily progressing. It appears from the Report of Public Instruction that in 1871-72 there were altogether 297 aided and 45 unaided Girls' Schools in Bengal, with a total of 9,400 pupils. Of these there were 110 aided Schools and 2,584 pupils in Calcutta alone, besides 14 unaided Schools having 732 Girls. The pupils in the aided Schools in Calcutta may be thus classified according to their respective creeds :—

Hindus	1590
Mahomedans	58
Christians	936
	2584

The total number of Native Girls in the Central Division in March 1871 and March 1872 will appear below :—

	1871.	1872.
Government Schools	77	89
Aided Schools	2,148	2,246
Unaided Schools	477	268
Zenana Agencies	1,279	1,432
Schools for Boys and Girls ...	515	537
Total	4,496	4,572

So many as 1,416 ladies received instruction from Zenana teachers in 1871-72, at a cost of 1,242 Rs. and 2,092 Rs. borne respectively by the State and missionary bodies, as will appear from the subjoined table :—

	Pupils	Monthly Grant Rs.	Local Funds Rs.
American Society ...	854	752	1400
Ladies' Society for Female Instruction ...	468	300	422
Free Church of Scotland	77	150	220
Miss Mendes' Society	17	40	50
	1,416	1,242	2,092

CIVILIZATION is not content with running; it must fly. Steamers and railways seem too slow for the nineteenth century, and men must attempt more rapid flights. An enterprizing American proposes to go round the globe in a balloon, in eight or nine days! He will first try the experiment of crossing the Atlantic. The passengers will travel in a car of two stories suspended to a huge balloon, the lower story of which will be used for storing provisions. Underneath the car will be an open gallery for taking observations of the sun, and below this a life-boat.

THE *Liberal Review* confesses, "in the interests of truth," that "the greater number of marriages (in England) prove more or less a mistake. This is largely owing to the system upon which marriages are made. When men and women have matrimonial designs upon each other they endeavour to hide their true characters, and however dissimilar their tastes, to pretend that they are alike. The rules of etiquette are such that a course of deception is rendered surprisingly easy. A man is often captivated by a woman's eye, her dress or her manner. A woman is frequently led to accept a man because he is polite and gratifies her vanity by paying her attentions. It is after marriage that the true traits of character begin to show themselves. We grant that there is love of a certain kind. But it cannot be expected to endure." In India boys and girls marry without any knowledge of each other. In England the parties appear, according to the above testimony, to determine their choice after a slight and superficial acquaintance. There can be no true union without a full knowledge of each others' virtues and failings.

THE *Englishman* seems to have been influenced by certain interested parties to hazard a misstatement which is likely to prejudice the public mind against the Brahma Mandir. It is insinuated that certain ladies wanted but were refused seats outside the screen in the Mandir, and that they were at last provided with seats in a corner which were uncomfortable. The fact is they were never refused seats. It was only suggested that the ladies should be duly escorted to and from their seats and their convenience fully secured. As regards the place in the "corner," we are prepared to prove that it was approved of after due inspection by both parties.

A BENGALI lady lately delivered a lecture, or rather read a paper, in which she went so far as to say that women must go quite as far in the road to knowledge and power as men, and even urged the importance of fighting which was declared to be highly useful. Are we going to have "strong-minded women" and fighting ladies in our midst?

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS 25, Beniatola Lane, Potuldanga

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১২১ সংখ্যা | ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৮০ | ৯ম ভাগ

বামাবোধিনীর একাদশ জন্মোৎসব।

শুভ জন্মোৎসব, ভাই ভগ্নী সব,
এস হয়ে এক প্রাণ।
যিনি সবাকার, জীবন আধার,
করি তাঁর গুণ গান॥
দ্যুলোক ভূলোক, তাঁর প্রেমালোক,
প্রকাশি মোহিছে মন।
জগতের হিত, সাধিতে বিহিত,
এস করি প্রাণপণ॥

বামাবোধিনীর শুভ জন্ম মাস পুনরায় সমাগত। বামাবোধিনী প্রণত মস্তকে ঈশ্বরের জয় ধ্বনি করিতে করিতে একাদশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন। এ সময় ইনি বাহু প্রসারণ করিয়া সমস্ত বামাকুলকে আলিঙ্গন দান করিতেছেন, বামাকুল হিতৈষী সকল মহাত্মা ও বামাকুল হিতৈষিণী সকল ভগিনীকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেছেন। ভারত কন্যাগণের মঙ্গল সাধন করা বামাবোধিনীর এক মাত্র উদ্দেশ্য। দশ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ইনি যে এই উদ্দেশ্য সাধনে যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া মনের ভাব অধিকতর প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সহৃদয় ব্যক্তিগণের স্নেহ ও আদর ভাজন হইয়াছেন ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু ভারত-

কামিনী দিগের হীনাবস্থা দূরীকরণ ও উন্নতি সাধন যেরূপ গুরুতর ব্যাপার, বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র ক্ষমতায় তাহার লক্ষাংশের একাংশ ও সংসাধিত হইতে পারে না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য ভারতহিতৈষী সকল মহাত্মার নিকট প্রার্থনা তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদিগের সহিত যোগ দান করুন। যিনি যেরূপে দুর্ভাগ্য ভারত মহিলাদিগের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিবেন, তিনিই আমাদিগের বন্ধু, তাঁহার বন্ধুতা ও সাহায্য আমরা মহামূল্য বলিয়া জ্ঞান করিব। মঙ্গল দাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভারতসমাজের অভ্যন্তরে উন্নতির স্রোত অল্পে অল্পে প্রবেশ করিয়া ইহার জ্ঞান ধর্ম্ম আচার ব্যবহার সকলের মূল পরিশুদ্ধ করিতেছে, এক দিন এই স্রোতে সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিবে-নারী সমাজ সংস্কৃত হইয়া সমুদায় জনসমাজকে সংস্কৃত করিবে সন্দেহ নাই।

রাজ্ঞী নুরজাহাঁ।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ অনেক অসাধারণ গুণশালিনী ইউরোপীয় মহিলার জীবন চরিত পাঠ করিয়াছেন। আমরা সময়ে সময়ে ভুবনমান্যা হিন্দু সীমন্তিনীদিগেরও জীবন বৃত্তান্ত তাঁহাদের গোচর করিয়াছি। এপর্য্যন্ত পাঠিকা ভগিনীগণ বোধ করি কোন অসামান্যা যবন কন্যার জীবন পাঠ করিতে পান নাই। অনেকের হয়ত এই সংস্কার, মুসলমান জাতির মধ্যে সেরূপ নারী জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অদ্য আমরা এক মুসলমান রমণীর জীবন চরিত লিখিতেছি, ইহাঁর বিশেষ বৃত্তান্ত অনেকের অবগতি না থাকুক, ইঁহার নাম বোধ করি কাহার নিকটে অবিদিত নাই। ইনি নুরজাহাঁ নামে বিখ্যাত এবং ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সম্রাট জাহাঁগিরের প্রিয়তম সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

নুরজাহাঁ গয়েসুদ্দিন্ নামক পারস্য দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত লোকের দুহিতা। ১৫ শত খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে গয়েসুদ্দিন্ দরিদ্র দশাপন্ন হইয়া সৌভাগ্যান্বেষণে পত্নী ও দুইটী পুত্র সমভিব্যাহারে স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসি-

তেছিলেন। তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী গর্ভবতী ছিলেন। কান্ধারে আসিয়াই তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। সেই সময়ে গয়েসুদ্দিনের পত্নী আহারাভাবে বিশেষতঃ পীড়ার জন্য কন্যার লালন পালনে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পথ প্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান। যিনি এই অসহায় নিরুপায় অবস্থায় জননীর স্নেহ মমতা হারাইয়া সামান্য মাংস পিণ্ডের ন্যায় আমিষ-প্রিয় শিবা ও শকুনীর অনায়াসলভ্য হইয়া পথের ধূলীতে পতিত ছিলেন, ক্ষুৎ পিপাসা কণ্ঠরোধ করিয়া যাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ মৃত্যুর শরণাপন্ন করিতেছিল, পাঠিকাগণ! সেই হতভাগ্য দুঃখিনী বালিকা, সেই ধরাশায়িত নিরাশ্রয়া কুমারীই সুবিখ্যাতা নুরজাহাঁ। পরে ইনিই পরম গৌরবান্বিত রাজমহিষী ও বিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া জগতে স্বীয় ক্ষমতার অতুল কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তখন কে মনে করিতে পারিয়াছিল, যে এই উপায়হীন মুমূর্ষু শিশু কিছুদিন পরে রাজভবন আলোকিত করিবে, এই ধূলীলাঞ্ছিত অনাদৃত কুমারী নিরুপম সৌন্দর্য্য ও গুণ গরিমায় নারীকুলকে উজ্জ্বল করিবে? বিধাতার কৌশলে কিছুই অসম্ভব নয়!

নবপ্রসূতা গয়েসুদ্দিননন্দিনী এই ভাবে ধরণী পৃষ্ঠে শায়িত আছেন, এমত সময়ে এক জন ধনবান্ বণিক্ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। বালিকার অনুপম রূপ লাবণ্যে বণিকের নয়ন মন আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হইল, হৃদয়ে স্নেহরস উথলিয়া উঠিল, তিনি কুমারীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, তাঁহার লালনপালনের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য বিধান! যিনি ধাত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিলেন, তিনিই কন্যার গর্ভধারিণী গয়েসুদ্দিন্‌পত্নী। তিনি নিতান্ত দারিদ্র্য প্রযুক্ত পতির সহিত দাসত্ব কার্য্যের অন্বেষণে ফিরিতে ছিলেন, বণিক্ কিছু না জানিয়া তাঁহাকেই ধাত্রী রূপে নিযুক্ত করিলেন। পরে প্রকাশিত হইল বালিকাটী মাতৃ স্তন দুগ্ধেই পরিপুষ্ট হইতেছে। অতঃপর তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সুবিখ্যাত আকবর বাদসাহ দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। বণিকের অনুরোধে তিনি গয়েসুদ্দিন কে আপন সরকারে কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত করেন। গয়েসুদ্দিন্ ক্রমে ক্রমে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার

পত্নী সময়ে সময়ে রাজ-অন্তঃপুরে গমন করিতেন, তখন নুর জাহাঁ ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। নুরজাহাঁ যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন ও সের আফগান নামক এক যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল তখন সম্রাটের পুত্র কুমার সেলিম তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। যুবতীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যে তিনি একেবারে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া পাণিগ্রহণের অভিলাষ জানাইলেন। কন্যার মাতা ইহাতে বিরক্ত হইয়া কোন অন্তঃপুরচারিকা দ্বারা সম্রাটকে জ্ঞাপন করেন। ধার্ম্মিকবর আকবর পুত্রকে এজন্য তিরস্কার করিলেন এবং সের আফ্‌গান্‌কে শীঘ্র কন্যা সম্প্রদান করিতে গয়েসুদ্দিনের প্রতি অনুমতি দিলেন। তদনুসারে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। সের আফগান্ সম্রাটের অনুগ্রহে জায়গির লাভ করিয়া পত্নী সহ বর্দ্ধমানে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। নুরজাহাঁ সের আফগানের গৃহলক্ষ্মী হইয়া দূরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেলিমের হৃদয় হইতে তিনি তিরোহিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার সেই ভুবন-মোহিনী লাবণ্যরাশি সেলিমের মানসপটে সুচিত্রিত রহিল। বাদসাহের পুত্রগণ প্রায়ই দুরাচার, সেলিমও অশাসিত চরিত্র ছিলেন; পরকীয় ভার্য্যা বলিয়াও নুরজাহাঁর প্রতি তিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কেবল পিতার ভয়ে সংযত রহিলেন।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর পরলোক প্রাপ্ত হন। সেলিম জাহাঁগির (ভুবন-বিজয়ী) এই উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন হইতেই নুরজাহাঁকে হস্তগত করিবার জন্য অশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সের আফ্‌গানকে প্রচুর ধন মানের প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করিতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে পাষণ্ড জাহাঁগির ছলে কৌশলে তাঁহাকে নিহত করিয়া নুরজাহাঁকে আপন অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন। (১) নুর জাহাঁ ৪ বৎসর কাল অতুল সুখ সৌভাগ্য ও রাজৈশ্বর্য্যে পদাঘাত করিলেন। সম্রাট

(১) সের আফগান এক জন অসমসাহসী পরাক্রান্ত বীর পুরুষ ছিলেন, তিনি মল্ল যুদ্ধে একটী ব্যাঘ্রকে বধ করিয়া সের উপাধি পান। জাহাঙ্গীর কুতব নামক এক জন সেনাপতিকে সেরের বধ সাধন নিমিত্ত বাঙ্গালার

বিবিধ উপায়ে তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি পতিহন্তার মুখ দর্শনও করিতেন না, গৃহের এককোণে মৌনী হইয়া থাকিতেন। বীরাঙ্গনা সম্রাটের অবরোধমধ্যে থাকিয়া নানা প্রকার শিল্প রচনায় কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তনির্ম্মিত মনোহর কারু কার্য্য সকল দেখিয়া জাহাঁগিরের মনে অনুরাগানল সমধিক প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি নুরজাহাঁর প্রতি সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন করিতেন, কখনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই। অনন্তর নুরজাহাঁ আর রাজলক্ষ্মীকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সম্রাটের সর্ব্বপ্রধানা মহিষী হইলেন। রাজত্বের ষষ্ঠবর্ষে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে জাহাঁগির নুরজাহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। গয়সুদ্দিন্ তনয়ার পূর্ব্ব নাম কি ছিল, আমরা তাহা জানিনা। এই বিবাহের পরই তিনি নুরমহল (ভবন-জ্যোতিঃ) উপাধি প্রাপ্ত হন, কিছু দিন পরে নুরজাহাঁ (ভুবন-জ্যোতিঃ) এই সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন।

নুরজাহাঁ যে কেবল সৌন্দর্য্যের উচ্চতম আসন অধিকার করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি সুকবি, রাজ-নীতিকুশল ও প্রখর বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। এখন হইতে তাঁহার গুণগ্রাম জগতে প্রচার হইতে লাগিল। তিনি পারস্য ভাষায় চমৎকার ভাবের সুললিত কবিতা সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতাশক্তি এরূপ আশ্চর্য্য ছিল, যে তিনি পদ্যে অনায়াসে কথোপকথন করিতে পারিতেন। অনেক সময় জাহাঁগির শ্লোকের একটী মাত্র চরণ বলিতেন, নুরজাহাঁ তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে তাহার পর চরণ পূর্ণ করিয়া দিতেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে তাঁহার অতি প্রশংসনীয় ক্ষমতা ছিল। জাহাঁগির অমিতাচারী সুরাপায়ী ছিলেন, নুরজাহাঁর শাসনে তিনি অনেক পরিমাণে সংযতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী হন। নুরজাহাঁ একজন সুদক্ষ সচিব অপেক্ষাও স্বামীকে রাজ্য শাসন বিষয়ে সমধিক সাহায্য করিয়াছেন। জাহাঁগির প্রায় কোন কার্য্যই নুরজাহাঁর পরামর্শ ছাড়া করিতেন না, নুর-

নবাব করিয়া পাঠান। কুতব সহজে সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন নাই। অনেক সংখ্যক সৈন্যের সহিত সের একাকী বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাস্ত হইয়া পড়েন এবং নিহত হন।

জাহাঁর নীতি পরায়ণতা গুণে ও বুদ্ধি কৌশলে সাম্রাজ্যে ভূরি পরিমাণে কল্যাণ বিস্তার হইয়াছিল। তিনি শাসন সম্বন্ধে অতি জটিল ও দুরূহ বিষয় সকল পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেন। সম্রাট অনেক উৎকট বিপদ হইতে—শত্রুর ভয়ানক আক্রমণ হইতে কেবল নুরজাহাঁর প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব বলে রক্ষা পাইয়াছেন। এক সময়ে রাজ্ঞী শত্রু হস্ত হইতে স্বামীর উদ্ধারের জন্য স্বয়ং করি-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র ধারণ করিয়া অসম সাহসিকতার সহিত বিপক্ষ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। (২) জাহাঁগিরের রাজত্বের শেষ ভাগে সপত্নীপুত্রের সহিত নুরজাহাঁর বিবাদ হয়, তাহাতে তিনি কিছু কষ্ট পাইয়াছিলেন। নুরজাহাঁ স্বার্থের জন্য অনেক সময় ক্রূরতা অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার চরিত্রের একটী কলঙ্ক। জাহাগিঁর ২২ বৎসর রাজ্যভোগ করেন, তিনি লোকান্তর গমন করিলে নুরজাহাঁ বিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন, একবার নিজ পুত্র সহর ইয়ারকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা পাওয়াতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিছু দিন পরে মুক্তি লাভ করেন ও নিজের ব্যয়ার্থ বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা বৃত্তির অধিকারিণী হন। অতঃপর তিনি রাজকার্য্যে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই, নির্জ্জনে ধর্ম্ম-কর্ম্মে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন।

বিলাসী-দিগের পরম আদরণীয় সুগন্ধি গোলাপী আতর যাহা না হইলে বড় মানুষী ও বাবু গিরীর সম্ভ্রম রক্ষা পায় না, যাহার তুল্য মনোহারী সুরভি বস্তু আর কিছুই নাই, নুরজাহাঁই তাহার উদ্ভাবন করিয়াছেন।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

শরীরের রন্ধ্র হইতে সর্ব্বদা মলভাগ বিনির্গত হইতে থাকে, সেই মল ভাগের জলীয় অংশ বা ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া গেলে রন্ধ্র সকল অতি সূক্ষ্মং অণুতে বদ্ধ হইয়া নানা রোগ উৎপন্ন হয়। সেই সকল মল ভাগ হইতে শরীরকে

(২) মহাবেত খাঁ নামে সম্রাটের এক প্রধান সেনাপতি এক সময় সম্রাটকে বন্দী ও আপনার অধীন করিয়াছিলেন, নুরজাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশলে তিনি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করেন।

পরিষ্কার রাখা আবশ্যক এবং তজ্জন্য প্রত্যহ স্নান করা বিধেয়। এদেশে স্নানের বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন পর্য্যন্ত আছে। লোকের বিশ্বাস এই যে স্নান দ্বারা কেবল শরীরের মল পরিষ্কার হয় এমন নহে, স্নান না করিলে পূজাদি পবিত্র কার্য্যে অধিকারী হইতে পারা যায় না। মুখ প্রক্ষালন না করিলে যেমন, স্নান না করিলেও তেমনি, অনেকের আহারের প্রবৃত্তি হয় না। নিত্যস্নায়ী লোকদিগের মধ্যে প্রায় রুগ্ন দেখা যায় না। প্রাতঃ স্নান করিয়া যাহারা আহ্নিক পূজাদি করিতে বসেন, তাহাদের নিয়মটী অতি শুভকর। প্রত্যূষে গাত্রোত্থানান্তর মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া শরীরের ঈষৎ উষ্ণতা থাকিতে থাকিতে শীতল জলে স্নান ও গাত্র মার্জ্জন করিলে বাহ্যাভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ হয়, এটি যথার্থ কথা। পবিত্র বা অপবিত্র যে অবস্থাতেই থাকুক জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলেই বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হয়, যথার্থ; তথাপি স্নানের পর শরীরের ও মনের অবস্থা যে কেমন পবিত্র অবস্থা ইহা কে না জানেন? এই সকল বিবেচনায় শাস্ত্রকারেরা স্নান বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন করিয়াছেন এবং স্নানের পরেই আহ্নিক পূজাদির নিয়ম করিয়াছেন। বিশেষতঃ উষ্ণ-প্রধান দেশে স্নান যেমন আবশ্যক ও আরামজনক, তাহাতে ইহার বিধান নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। স্নান দ্বারা অন্তরের মল ধৌত হয় না, যোগে স্নান করিলেই পাপক্ষয় হয় না, বরং অনেকের রোগের বা পাপের কারণ হইতে দেখা যায় যথার্থ; কিন্তু নিয়মিত স্নান দ্বারা শরীরের যে স্ফূর্ত্তি জন্মে, তদ্দ্বারা মনের বাস্তবিক প্রীতি হয়। স্নান দ্বারা এত উপকার হয় তাহার কারণ কি? শুদ্ধ এইজন্য, যে ইহা দ্বারা শরীরের কার্য্য বিশেষরূপে সুসম্পাদিত হয়। যেমন আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, নিদ্রা দ্বারা শরীরের আরাম হয়, তেমনি স্নান দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয়। শুদ্ধ শরীরের মলভাগ পরিষ্কার করাই স্নানের অভিপ্রায় নহে, ইহা দ্বারা রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা হয়, পেশীর জড়তা দূর হয়, মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা হয়, ত্বক্ কোমল হয়, সর্ব্বাঙ্গেরই উত্তেজনা হয়, শরীরের লাবণ্য ও বলবৃদ্ধি হয় এবং অলসতা দূর হয়। কিন্তু সকলের নিত্য স্নান সহ্য হয় না, এমন সুখ তাহাদের ভাগ্যে নাই। শিশুকালাবধি অনভ্যাস হেতু নিত্য স্নান যাহাদের সহ্য হয় না, বয়স কালে অভ্যাস করিতে পারিলে

ভাল, কেন না স্নান ক্রিয়া আমাদের দেশে শুদ্ধ একটি আবশ্যক কার্য্য নহে, ইহা আরামেরও ব্যাপার।

অনেকে বলিতে পারেন স্নানের বিষয়ে আবার শিক্ষার আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা যে আছে তাহা বলা বাহুল্য। অনেকের সংস্কার এই যে শিশুদিগকে স্নান করাইলেই শ্লেষ্মা হয়. তাহারা জলকে জীবন বিবেচনা না করিয়া শ্লেষ্মার কারণ মাত্র বিবেচনা করেন। এমন লোকদিগের নিকট জল বাস্তবিকই শ্লেষ্মার কারণ হইয়া থাকে। যাহাদিগের জগন্নাথ দেবের ন্যায় ছমাসে নমাসে স্নান, তাহাদিগকে তাঁহার ন্যায় নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিতেও হয়, অর্থাৎ স্নানের পর রোগ ভোগ করিয়া আরাম হইতে হয়, কেন/ না শরীরের আভ্যন্তরিক অবস্থা এমন বিকৃত হইয়া থাকে, যে গাত্রে জল পড়িলেই তাহাদের ব্যারাম হয়। অতএব শিশুদিগের স্নান অভ্যাস করান গৃহিণীর একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্নানের সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জানা আবশ্যক, তাহার প্রথম এই, তৈল-মর্দ্দন বিধেয় কি না? এখন অনেকেই তৈল ব্যবহার করিতে ঘৃণা করিয়া থাকেন, এটি কুসংস্কার। তৈল দ্বারা ত্বকের কোমলতা ও লাবণ্য বৃদ্ধি হয় ও সাম্যভাব হয় অর্থাৎ ত্বক্ গ্রীষ্মকালে শীতল ও শীতকালে উষ্ণ থাকে, ঘর্ম্মাদি জনিত দুর্গন্ধ দূর হয় ও নানাপ্রকার ত্বক্ সম্বন্ধীয় রোগের উপশম হয়। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অধিক তৈল ব্যবহার করা আবশ্যক। তৈল মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জন না করিলে লোমকূপের কার্য্যের ব্যাঘাত হয় এবং শরীরের অতিশয় কষ্ট হয়। তৈল ব্যবহার করিলেও মধ্যে মধ্যে সাবান ব্যবহার করা আবশ্যক, কেননা সাবান দ্বারা শরীরের ময়লা যেমন সম্পূর্ণ রূপে দূর হয় অন্য উপায়ে তেমন হয় না। বেসন ব্যবহার করাও ভাল, কিন্তু ত্বকের শুষ্কভাব হইলে তৈল ব্যবহার না করিলে অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। মাথা ঘসিয়া চুলগুলি শুষ্ক হইলে রুক্ষ রাখা উচিত নহে, অল্পপরিমাণে তৈল ব্যবহার করিয়া তোয়ালের দ্বারা মুছিয়া ও চিরুণি বা ব্রুসের দ্বারা আঁচ্ড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

স্নানের সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক—সেটি এই যে কিরূপ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক

যে, কোন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণ বশতঃ চিকিৎসক ব্যবস্থা না করিলে উষ্ণজল ব্যবহার করা উচিত নহে। শীতকালে শীতল জল সহ্য করিতে না পারিলে অথবা কদাচিৎ শরীরের মল দূরীকরণার্থে আবশ্যক বোধ হইলে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। নবপ্রসূত শিশুকে স্নান করাইতে অথবা শীতকালে গর্ভিণী স্ত্রীলোককে স্নান করাইতেও ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। উর্দ্ধগ শ্লেষ্মাজনিত পীড়া শান্তির নিমিত্ত অথবা কোন কারণ বশতঃ অনেক দিন স্নান না করিয়া থাকিলে প্রথম স্নান কালেও ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা বিধেয়। কিন্তু সুশীতল জলে স্নান করারই নিয়ম রাখা উচিত। সুশীতল জলে স্নান করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি ও জড়তা দূর হয়। সহজ অবস্থায় ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিলে বরং বলহানি হয়। কিন্তু শীতল জলে স্নান করিয়া শরীর অলস বোধ হইলে এবং শরীরের স্ফূর্ত্তি না হইলে, শরীরের প্রকৃত অবস্থা নাই জানিয়া ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবে অথবা স্নান বন্ধ করিবে। জল স্বাভাবিক অবস্থাতেই স্নানের পক্ষে ব্যবহার যোগ্য। নদী বা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া উষ্ণ করা অথবা কোন পাত্রে রাখিয়া শীতল করা কিছুই আবশ্যক নয়। কিরূপ জলে স্নান করা উচিত তাহা বিবেচনা করিতে হইলে স্রোতের জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অন্য জলের মধ্যে ক্ষুদ্র অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয়ের জলই ভাল, কিন্তু স্থানীয় কারণ বশতঃ জলের গুণের বিভিন্নতা থাকিতে পারে তাহা জানিয়া জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল শিশুদিগের স্নান করাইবার জলে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিলে উপকার হয়।

শরীর মার্জ্জন করা স্নানের অঙ্গ। শিশুদিগকে স্নান করাইতে হইলে স্পঞ্জ বা ফ্লানেল সদৃশ অতি কোমল মার্জ্জনী ব্যবহার করা উচিত। প্রশস্ত গামলা অর্দ্ধেক জল পূর্ণ করিয়া শিশুর মস্তকে অল্প জল দিয়া তাহার শরীর সেই গামলাতে রাখিবে এবং কোমল মার্জ্জনী দ্বারা সমস্ত শরীর বিশেষতঃ সন্ধিস্থল সকল সত্বরে উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া দিবে। পরে কিঞ্চিৎ জল ধারা দিয়া শুষ্ক বস্ত্র বা তোয়ালের দ্বারা আস্তে২ ঘর্ষণ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া মুছাইয়া দিবে। জল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে কদাচ ভয় করা উচিত নহে, প্রচুর জল না

হইলে শরীর কদাচ উত্তমরূপে পরিষ্কার হয় না এবং শীঘ্র স্নান শেষ হয় না। অধিক সময় জলে থাকিলে হানি হইতে পারে, কিন্তু অধিক জল ব্যবহারে কোন হানি নাই। এ প্রকার স্নানকে মজ্জন স্নান কহা যায়। শিশুদিগের পক্ষে এই প্রকার স্নানই ভাল। কিঞ্চিৎ বয়স না হইলে ঘটী বা কলসী করিয়া মস্তকে জল ঢালা উচিত নহে। ক্রমশঃ সন্তানদিগকে অপরের সাহায্য ব্যতীত স্নান করিতে শিক্ষা করান আবশ্যক। সাত আট বৎসর বয়স হইলে সন্তানেরা আপনি স্নান শিক্ষা করিতে ও পুষ্করিণী বা নদীতে অবগাহন স্নান আরম্ভ করিতে সক্ষম হয়। অবগাহন স্নানের পূর্ব্বে মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া অল্প জলে গাত্র মার্জ্জন করিয়া পরে ডুব দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমে মস্তকে জল না দিলে মস্তক উষ্ণ থাকে এবং শরীর অধিক শীতল হয়, তাহাতে শিরঃপীড়া হইবার সম্ভাবনা। এই অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেকে গঙ্গাস্নানে যাইয়া জল স্পর্শ করিয়া মস্তকে জল বিন্দু মাত্র দেয়, এবং মনে করে যে গঙ্গার জলে পা ডুবাইবার পূর্ব্বে মস্তকে জলের ছিটা দেওয়া কেবল গঙ্গাদেবীর মহাত্ম্যের নিমিত্ত। অবগাহন স্নানে শরীরের সমস্ত অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিবার সুবিধা আছে বটে, কিন্তু মজ্জন স্নান ও ধারা স্নানের নিমিত্ত প্রত্যেক বাটীতে স্নানাগার থাকা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে পরিষ্কার করিবার সুবিধা হয় না এবং তাহা না হইলে স্নানের ফলই হয় না। নদী বা পুষ্করিণী দূরস্থিত হইলে অবগাহন স্নানের জন্য তথায় পরিশ্রম করিয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই, কেননা পরিশ্রান্ত অবস্থায় স্নান করা বিধেয় নহে। যদিও অনতিদূরে জলাশয় থাকে, তথাপি স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করা উচিত নহে। অবগাহন স্নানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে হইলে শ্রান্তিদূর করিয়া তৈলমর্দ্দন করিবে। স্নানান্তর নিয়ম এই যে গাত্র শুষ্ক করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে ও তোয়ালের দ্বারা গাত্র ঘর্ষণ করিবে। শরীরকে শুষ্ক করাই কেবল গাত্র ঘর্ষণের অভিপ্রায় নহে, তদ্দ্বারা রক্ত সঞ্চালনেরও উপকার হয়। এইজন্য শিশুদিগকে স্নান করাইয়া তাহাদের বক্ষদেশ, উদর ও হস্ত পদাদি হস্তদ্বারা অল্প ঘর্ষণ

করিয়া দিলে উপকার হয়। কিন্তু স্নানের পরে কদাচ শয়ন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ স্নানের পর অধিকক্ষণ অনাহারে থাকা অনুচিত, এইজন্য স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করার প্রথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদি ক্রিয়ার পরেই স্নান করা কর্ত্তব্য। পরিশ্রান্ত বা ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় কদাচ স্নান করা বিধেয় নহে। শ্রান্তি দূর ও ঘর্ম্ম শুষ্ক না হইলে স্নান করিলে অকস্মাৎ সর্দ্দিগর্ম্মি হয়। শরীরের অতিশয় সুশীতল অবস্থাতেও স্নান করা বিধেয় নহে। প্রাতঃস্নান অর্থাৎ শয্যা হইতে উঠিবার অনতিবিলম্বেই স্নান করা সকলের পক্ষে ভাল। অবগাহন স্নান অভ্যাস হইলেই প্রায় সন্তানদিগের সন্তরণ শিক্ষার ইচ্ছা হয়, সেই সময় কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া সাহায্য করিতে পারিলেই তাহাদিগকে সহজে সন্তরণ শিখান যায়। কিন্তু সন্তরণ ভাল জানে এমন ব্যক্তি সঙ্গে না থাকিলে সন্তানদিগকে সন্তরণ শিক্ষা করিতে দেওয়া উচিত নহে, কেননা এরূপ চেষ্টায় হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে।

ইংলণ্ডে নারীদিগের পরিশ্রম।

অনেকে মনে করেন যে বিবি হইলেই অলস ও বিলাসপ্রিয় হইতে হয়, কিম্বা সর্ব্বদা কেবল পাঠে রত থাকিতে হয়। এরূপ ভ্রমদ্বারা দেশের অনেক অনিষ্ট হইতেছে এবং ভবিষ্যতে সমধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা। অস্মদ্দেশীয় সুশিক্ষিত নব্য পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন সাহেবদের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি উন্নত বঙ্গীয় নারীরা পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে বিলাতী মেম দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহার কারণ এই, নিকৃষ্ট জাতি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ জাতির অনুগামী হইতে স্বভাবতঃ চেষ্টা করে। যে কারণে হউক ইংরাজ দিগের জীবন নব্য ভারতের আদর্শ হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় বিবিদিগের যথার্থ স্বভাব কি এবং তাহা কত দূর অনুকরণীয় তাহা নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। বিবিদের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয় ধর্ম্ম জ্ঞানে উন্নত হইয়াছে, বাহ্যিক সভ্যতাই যে তাঁহাদের ভূষণ ও সুন্দর বেশ ভূষা যে তাঁহাদের এক মাত্র গুণ তাহা নহে, তাঁহা-

দিগের অনেক সৎগুণ আছে। তাঁহাদের অন্তর নানাবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত। বিলাতী বাহ্যিক সভ্যতা দেখিলে বোধ হয় যে তত্রত্য স্বামীরা স্ত্রী দিগের পূজা করেন, এবং স্ত্রীরা স্বামীদের সর্ব্বনাশ করিয়া বসন ভূষণ ক্রয় করেন ও সমস্ত দিন আলস্যপরতন্ত্র হইয়া অসার আমোদে ব্যস্ত থাকেন; যাহারা একটু লেখা পড়া শিখেন তাহাদের পা আর মাটিতে পড়ে না; বিদ্যার অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া সেই সকল বিবি সংসারকে নীচ জ্ঞান করিয়া উহা হইতে স্বতন্ত্র থাকেন—কিন্তু এরূপ মনে করা আমাদের উচিত নহে। নিকৃষ্ট-প্রকৃতি বিবিদিগের চরিত্র এরূপ হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের মন উন্নত তাঁহাদের এমত স্বভাব নহে। আদর্শ বিবির চরিত্র ও দৈনিক জীবন দর্শনে অশেষ শ্রদ্ধা হয়। তিনি অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় শরীর ও পরিচ্ছদের শোভা সম্পাদনে মনোযোগী হন বটে, কিন্তু মনকে সদ্গুণ সম্পন্ন করাই তাঁহার বিশেষ যত্নের বিষয়। গৃহস্থের কার্য্য সকল তিনি যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে প্রতিদিন নির্ব্বাহ করেন, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

যাঁহাদিগকে সভাতে বা উদ্যান ও সঙ্গীত স্থানে দেখিতে ঠিক্ সুসজ্জিত মোমের পুতুলের ন্যায়; যাহাদের শরীর মাখমের ন্যায় কোমল, যাঁহারা কষ্ট বহনে এত অপটু যে মেঘ হইলেও মস্তকোপরি ছাতা ধরেন এবং বায়ু বহিলেও পাখা করিতে ক্ষান্ত হন না; যাঁহারা স্বামীর বা বন্ধুর হস্তে ভর না দিয়া গাড়িতে উঠিতে পারেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে যে কেহ সংসারে পরিশ্রম করিতে পারেন ইহা আপাততঃ বিশ্বাস হয় না—এমন কি বিবিকে কোন বিষয়ে কষ্ট স্বীকার করিতে দেখিলে অনেকে বিস্ময়াপন্ন হন এবং বলেন এ আবার কি? কিন্তু বাস্তবিক ইংলণ্ডে গৃহস্থ শ্রেণী মধ্যে পরিশ্রমী স্ত্রী বিরল নহে, অলস বিলাসপ্রিয় স্ত্রীই বিরল। সামান্য ব্যক্তিদের ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে যে আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা কে না জানেন? ইংলণ্ডের সহস্র২ নারী বিবিধ প্রকার ব্যবসায়ে নিযুক্ত, এমন কি অনেক ব্যবসায়ে পুরুষ কারীকর অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা চতুর্গুণ বা ততোধিক। মধ্যম ও উচ্চ শ্রেণীস্থ গৃহস্থদিগের মধ্যেও পরিশ্রমের নিয়ম কঠোররূপে পালিত হয়। এখানে যেমন একটু টাকা

হইলেই পাঁচ সাত জন চাকর চাকরাণী নিযুক্ত করা হয় এবং তাহাদের হস্তে প্রায় যাবতীয় সংসার কার্য্যের ভার দিয়া গৃহস্থেরা নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয়প্রায় হন, বিলাতে সে রূপ নহে। গৃহস্থ ঘরে এক জন কি দুই জন দাসীর অধিক দেখা যায় না। অধিকাংশ পরিবারে এক জন ভৃত্য রন্ধন, বাজার গৃহ মার্জ্জনা, শয্যা প্রস্তুত ও সন্তান পালন করে, এতদ্ব্যতীত প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত পরিবারস্থ প্রত্যেকের যথা সময়ে আজ্ঞা পালন করে, এ সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়।

কিন্তু এ সকল ও অপরাপর কার্য্যে ঘরের মেয়েরা যথোচিত সাহায্য করেন। পড়া শুনা, উপাসনা ও বন্ধুদিগের সহিত সদালাপ করিয়া যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তৎসমুদায় তাঁহারা সংসারিক কার্য্যে অর্পণ করেন। কেহ২ রন্ধন শালায় ৩।৪ ঘণ্টা বহু কষ্টের সহিত নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেন। কোন নূতন বন্ধু গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে মহা উৎসাহ উপস্থিত হয় এবং এদেশীয় স্ত্রীলোক দিগের ন্যায় তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে উক্ত বন্ধুর পরিতোষের জন্য ভাল ভাল ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করেন। পাড়ায় আলাপী কিম্বা আত্মীয় স্ত্রীলোকেরাও আসিয়া আহ্লাদের সহিত রন্ধন কার্য্যে যোগ দেন। আহারের সময় তাঁহারা সেই সমস্ত সামগ্রী আনিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দেন এবং ঐ নূতন বন্ধুর রন্ধন সম্বন্ধে মত শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করেন। তিনি যদি আহারান্তে বলেন "বা! এইটী অতি চমৎকার রান্না হইয়াছে" তাহা হইলে স্ত্রীলোকদের বিশেষতঃ যাঁহারা রাঁধিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আর হাসি ধরে না। তাঁহারা সুখ্যাতি ও উৎসাহ পাইয়া পরম সুখী হন। * কোন বন্ধু বলিয়াছেন যে এক এক সময়ে ভদ্র স্ত্রীলোকদিগকে এত রাঁধিতে হয় যে, বিলাত যে এত শীতপ্রধান দেশ সেখানেও তাঁহাদের কপাল হইতে দর দর করিয়া ঘাম পড়ে। রন্ধন ব্যতীত তাঁহাদিগকে অন্যান্য গৃহকার্য্যও নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাঁহারা বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে ধোপার

* আমাদের দেশে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা যজ্ঞের রান্নার পর ঠিক এইরূপ আগ্রহের সহিত প্রশংসা পাইবার জন্য লালায়িত হন।